স্কন্দগুপ্ত

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

৩১ সে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ সাল।

এমিনেণ্ট থিয়াটার কর্ত্তৃক প্রথম অভিনীত

শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

কলিকাতা
ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স্
১২।১ মদনমিত্রের লেন।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স্
১২।১ মদন মিত্রের লেন, সিমলা
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
ভেনাস্ প্রিণ্টিং প্রেস
৮।বি ভীমঘোষ লেন, কলিকাতা।

কৃতজ্ঞতার কথা

এই নাটকের গীত রচয়িতা,

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় ।

উৎসর্গ

স্বর্গগতা

মাতৃদেবীর

শ্রীচরণে।

সেবক

রামচন্দ্র।

(কুশীলবগণ)

কুমারগুপ্ত	...	ভারত সম্রাট।
গোবিন্দগুপ্ত	...	ঐ ভ্রাতা (জালন্ধরের অধিপতি)
স্কন্দগুপ্ত পুরগুপ্ত	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
জনার্দ্দন ঠাকুর	...	ঐ পুরোহিত
ইন্দ্রধ্বজ	...	পুরগুপ্তের পার্শ্বচর।
যশোবর্ম্মা	...	স্কন্দগুপ্তের বাল্যসখা। (সেনাপতি)
খিঙ্খিল	...	হুননায়ক।
ধরসেন	...	রাজা।
সোমেশ্বর	...	বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।
শতানীক		জনৈক মগধবাসী।

প্রতিহারী, ঘাতকদ্বয় বৌদ্ধ ভিক্ষুক ইত্যাদি

(স্ত্রী)

মহাদেবী	...	ভারত সম্রাটের প্রধানা মহিষী।
অনন্তাদেবী	...	দ্বিতীয়া মহিষী।
ইন্দ্রলেখা	...	ধরসেনের ভগিনী।
মাধবী	...	ঐ সঙ্গিনী।

নর্ত্তকীগণ।

প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতাগণ।

কুমারগুপ্ত	...	শ্রীবীরেনমোহন রক্ষিত।
গোবিন্দগুপ্ত	...	প্রসাদবাবু।
স্কন্দগুপ্ত	....	তিনকড়ি সান্যাল
পুরগুপ্ত	...	সুরেশ দে।
শতানীক	...	মহাদেববাবু।
ধরসেন	...	ননীবাবু।
খিঙ্খিল	...	মহেন্দ্র মণ্ডল।
জনার্দ্দন ঠাকুর	...	হেমচন্দ্র।
সোমেশ্বর	...	হরিধনবাবু।
যশোবর্ম্মা	...	জানকী ভট্টাচার্য।
উদাসীন	...	রাধাচরণ ভট্টাচার্য
বৌদ্ধ ভিক্ষুক	...	(সঙ্গীতাচার্য্য)
ইন্দ্রধ্বজ	...	মানিকবাবু।

পরিতোষ, অশ্বিনী ইত্যাদি।

(স্ত্রী)

মহাদেবী	...	লীলাবতী।
অনন্তাদেবী।	...	সুশীলাবালা।
মাধবী	...	নলিনী বালা।
ইন্দ্রলেখা	....	সুহাসিনী।

শিব রাণী, সত্যবালা।

স্কন্দগুপ্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

কুমারগুপ্ত ও অনন্তাদেবী।

অনন্তা। তা হ'লে সম্রাট! প্রজার মতটাই তোমার সব চেয়ে বেশী হোল?

কুমার। হাঁ রাণি! আর্য্য সমুদ্রগুপ্ত লোক-মত নিয়েই রাজ্য শাসন করতেন। তোমার কর্ত্তৃত্ব আমার অন্তরে—রাজ্যে নয়।

অনন্তা। না থাক্ মহারাজ! তোমার অপার স্নেহ কখন ভুলে যাব না।

কুমার। রাণি! এ সংসারের কথা নয়, এ সাম্রাজ্যের কথা। স্নেহ এখানে সঙ্কুচিত,—নীতিই প্রবল। হিংসা তোমার দৃষ্টিশক্তি রোধ ক'রেছে, নইলে স্কন্দ যে কত মহৎ তা তুমি বুঝেও বুঝ্‌ছ না।

অনন্তা। কিছু দরকার নেই মহারাজ। বড় রাণীর পুত্র ভারত-সম্রাট হোক্, আমি পুরুকে নিয়ে ভিক্ষুকের মা হই, সেও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

কুমার। রাণি! তোমায় বিবাহ ক'রেছিলাম রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব করবার জন্য নয়।

অনন্তা। তা জানি সম্রাট! রাজ্যের কর্তৃত্ব করবার জন্য নয়, আমায় বিবাহ ক'রেছিলেন—

কুমার। হ্যাঁ,—তোমায় বিবাহ ক'রেছিলাম—তোমার রূপের ঐশ্বর্য্য দেখে—কিন্তু এ আমার অনুচিত হয় নি, পুরুষের সহস্র কার্য্যের মধ্যে নিজের মনোমতপত্নী নির্ব্বাচন করাও একটা প্রধান কার্য্য। কিন্তু যাক সে কথা, শোন রাণি! পুরু আমার পুত্র—স্নেহাস্পদ কিন্তু রাজ্য রক্ষায় সে অক্ষম—অনুপযুক্ত।

অনন্তা। এ জ্ঞান ত' এত দিন দেখিনি সম্রাট?

কুমার। দেখ্‌বে। জীবন নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেখ্‌বে। বুঝবে, ভারত-সম্রাট বৃদ্ধ বয়সে তরুণী রাজ্ঞীর অঞ্চলের কোণে লুকিয়ে থাকলেও বিবেক বিসর্জ্জন দেয়নি বা কর্ত্তব্যভ্রষ্টও হয়নি।

অনন্তা। পুরু—পুরু তোমার কে? কেউ নয়। সে রাজ্যের অশান্তি —বংশের ব্যাধি, আর স্কন্দ—দেহের শোণিত—হৃদয়ের পঞ্জর। আশ্চর্য্য! এমন পিতাও জন্মায়! লজ্জা করে না সম্রাট?

কুমার। করে, এমন লজ্জা করে—চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠি কিন্তু পারিনে, অশ্রুর উৎস শুকিয়ে যায়—কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে। লজ্জা হয়— তোমায় বিবাহ ক'রেছি ব'লে—লজ্জা আসে পুরুর গর্হিত আচরণ দেখে— লজ্জা হয়—স্কন্দকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবার জন্য কেন তোমার অনুমতির অপেক্ষায় দীননেত্রে দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত চেয়ে রয়েছি।

অনন্তা। সম্রাট স্বাধীন—মুক্তকণ্ঠ। সম্রাট শুধু রাজ কৌশলে সুপটু নন—বাক্‌চাতুর্য্যেও অদ্বিতীয়।

কুমার। রাণি! ভাল ক'রে একবার ভেবে দেখ। বড় রাণীর আসনে তোমায় বসিয়েছি—প্রজার এখানে কর্তৃত্ব নেই—বড় রাণীও তাতে ক্ষুণ্ণা নন। স্কন্দ ও বড় রাণীকে আমি যতদূর জানি—তাতে এই বোধ হয়,—মগধের যুবরাজ যদি স্কন্দ না হ'য়—পুরু হয়, তাতেও

াদের দুঃখ নেই ; কিন্তু একটা চক্ষু লজ্জা আছে ত ? প্রজার মতামত আছে ত ?

অনন্তা। তা হ'লে সম্রাট অস্বীকৃত ?

কুমার। সম্পূর্ণ।

অনন্তা। কেন ?

কুমার। স্কন্দ ভারত-সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র॥

অনন্তা। সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রই যে মগধের যুবরাজ হয় তা নয়। যুবরাজ হয়—পাটরাণীর প্রথম পুত্র।

কুমার। আমিই তোমাকে সে অধিকার দিয়েছি ; সে অধিকার নিয়ে এ রাজবংশে তুমি প্রবেশ করনি। যদি ইচ্ছা করি—

অনন্তা। যদি ইচ্ছা কর সে অধিকার কেড়ে নেবে ? মন্দ নয়—বৃদ্ধ বয়সে সম্রাটের সাধারণ বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে।

কুমার। না, তা—নেব—না। আর যদি নেই ই তাতেও তোমার কর্তৃত্ব নেই। যখন তোমাকে পাটরাণী করি—তখন তোমারই সন্তান যে ভারতের অধীশ্বর হবে এ স্বীকার করিনি। পুরু স্নেহের পাত্র হ'লেও বীর নয়, তার জন্য প্রাণ কাঁদতে পারে—কিন্তু সেই প্রাণ একটা মূর্খ ও উচ্ছৃঙ্খলের হস্তে রাজদণ্ড তুলে দেবার অনুরোধ করতে পারে না।

অনন্তা। পুরু মূর্খ—উচ্ছৃঙ্খল—বল বল অভিধান এখন শব্দ শূন্য হয় নি।

কুমার। রাণি! তুমি কি মনে কর, আমি পুরুর প্রতি স্নেহ শূন্য হয়েছি? সেও এই বৃদ্ধের অর্দ্ধেক বক্ষ অধিকার ক'রে আছে ; কিন্তু মগধের বাহিরের দিকে একবার চেয়ে দেখ, কি বিরাট ষড়যন্ত্র—কি লোমহর্ষণ সমরায়োজন। হিংসায় অন্ধ হ'য়ে, সে দিকে চেয়ে দেখছনা—কেবল রাজ্য আর স্বার্থ এই দুই-ই জীবনের উপাস্য জ্ঞান করেছো। দুর্দ্ধর্ষ হূণরাজ

খিঙ্খিল গান্ধার ও কপিশার পর্ব্বতমালা ভেদ ক'রে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশের চেষ্টা কর্‌ছে—তার উপর বলভীর ধরসেন প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ মগধের বাহুশক্তি ছিন্ন ক'রে সেই সতেজ হুণশক্তিকে আরো জাগিয়ে তুলেছে। দেশের এই দুর্দ্দিনে—সাম্রাজ্যের এই দুরবস্থায়—স্কন্দের ন্যায় বীর—যশস্বী পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে—অসংযমী ও অপরিণামদর্শী পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌তে পারিনে।

অনন্তা। সম্রাটের বল্‌বার ভঙ্গী শুধু মনোরম নয়—বেশ সতেজ।

কুমার। রাণি! শোন, স্কন্দ শুধু ভাবী যুবরাজ নয়, এই মগধ সৈন্যেরও সেনাপতি। তারই অতুল প্রতাপে একদিন পুষ্যমিত্রীয়দের ক্রোধবহ্নি হ'তে এই বিপুল মগধ সাম্রাজ্য রক্ষা পেয়েছিল। মগধের প্রজাবর্গ পুরুকে চায় না—স্কন্দকে চায়। হিংসা হয়, যে আমি রাজ্যেশ্বর হ'য়েও যে শ্রদ্ধা পাইনি, স্কন্দ তা পেয়েছে। রাণি! এই আত্মম্ভরিতা—এই স্বপত্নীপুত্র-বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর,—নইলে এই শান্তির সাম্রাজ্যে অগ্নি যে প্রভাব বিস্তার করবে তার পরিণাম বড় শুভ নয়। তুমি স্থির জেন, আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপরতা মানুষকে কখনও সুখী কর্‌তে পারে না।

অনন্তা। (অবজ্ঞার সহিত) যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

কুমার। হায়, আমি বড়ই বৃদ্ধ হ'য়েছি—বয়সের সঙ্গে শাসন-শক্তিও লুপ্ত হ'য়ে এসেছে—নইলে? না। ঈশ্বর! কুমারগুপ্তকে বিবেক-বর্জ্জিত একটা অর্ব্বাচীন ক'রে দাও—তা হ'লে শান্তিও বোধ হয় পেতে পারি।

[স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ]

স্কন্দ। একি! পিতা!

কুমার। কে? স্কন্দ!

স্কন্দ। পিতা! কেউ কি অপনার সম্মানে আঘাত করেছে?

কুমার। না—বৎস।

স্কন্দ। তবে আপনার মুখে আজ চিন্তার রেখা ফুঠে উঠেছে কেন?

কুমার। হ্যাঁ পুত্র, আমার সম্মানে আঘাত লেগেছে।

স্কন্দ। ভারতে কে এমন শক্তিমান আছে যে, আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর পরমভট্টারক সম্রাট কুমারগুপ্তের সম্মানে আঘাত করে। অনুমতি হ'লে আমি এখনই সেই দুর্বৃত্তকে বেঁধে এনে সম্রাটের চরণে উপহার দেই।

কুমার। না বৎস, সে তুমি বুঝবে না।

স্কন্দ। বুঝেছি। পিতা! ছোটমা এখানে এসেছিলেন না? পিতা! এ অশান্তির আমি প্রতিকার করব।

কুমার। সে কি?

স্কন্দ। নিশ্চিন্ত হোন। আমার শাসনের মহা অস্ত্র পীড়ন নয়—স্নেহ।

কুমার। ব্যাঘ্র যখন মাংস পিণ্ডের আস্বাদ পায়—না, তারা বুঝি তারও অতীত।

স্কন্দ। অন্যপথও আমার জানা আছে। আসুন পিতা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

বৌদ্ধভিক্ষুকের গীত।

আমার ভুল ভেঙ্গে দাও, হে চিরশরণ
স্বরূপ ভাতি ঝলকে।

প্রতি কাজে যে পাই হে তোমায়
নয়নের প্রতি পলকে !
রয়েছ অন্তরে তবু যে অন্তর
দুজনার মাঝে রয় নিরন্তর,
এ কি লীলা তব ওহে ভবধব
তুমি বিনা জানে বল কে।
তুমি দাও তাই পাই, ভুলি যাই পেলে পর ;
তুমি হাস ভালবাস আরও দাও ভরে কর,
তবু ত সকল নাশা, মেটে না ভোগের আশা,
যত পাই তত চাই তত করি যাওয়া আসা,
(আবার) পেলে ভুলে থাকি, নৈলে কত ডাকি
অন্তরতম তোমাকে।
কত জনমের ভুলের এ জের
শেষ কর টানা করমের ফের
কর মোরে লয় ওহে সব্বময়
নিত্যসত্য পুলকে।

তৃতীয় দৃশ্য।

(মন্দির-প্রাঙ্গণ)

পুরগুপ্ত।

পুরগুপ্ত। রাত্রি গভীর—নিস্তব্ধ—অন্ধকার। জগৎ সুখ-সুপ্ত। কেবল একা আমিই জাগ্রত রয়েছি একটা আকাঙ্ক্ষার তীব্র জ্বালা নিয়ে। কেন? কেন, একথা নিজের মনকেও নিজের জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। অন্ধকারে নিজেরই মুখ লুকুতে ইচ্ছা হচ্ছে। ফিরে

যাই। যাব? না। জীবনের সে সরল পথের চেয়ে এই বক্র কুটিল-পথই ভাল। কে? কেউ না। নিজের নিঃশ্বাসে নিজেই কেঁপে উঠ্‌ছি।

[ইন্দ্রধ্বজ ও সোমেশ্বরের প্রবেশ]

ইন্দ্রধ্বজ। উঃ, কি অন্ধকার! কোলের মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

পুর। এ নিশ্চয়ই ইন্দ্রধ্বজের কণ্ঠস্বর। ইন্দ্রধ্বজ! তুমি একা, না সঙ্গে আর কেউ আছে?

ইন্দ্র। সঙ্গে একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। সারা মগধটা খুঁজে একেই যোগ্য বিবেচনায় এখানে নিয়ে এসেছি।

পুর। ব্রাহ্মণ! তোমার নাম?

সোমে। আমার নাম—শ্রীসোমেশ্বর দেবশর্ম্মা।

পুর। মগধে আসার উদ্দেশ্য?

সোমে। দেশভ্রমণ।

পুর। উত্তম। আমার অভিপ্রায় জেনেই তুমি এখানে এসেছ?

সোমে। হ্যাঁ। ইনি (ইন্দ্রধ্বজকে দেখাইয়া) আভাসে আমায় কতকটা জানিয়েছেন, কিন্তু হত্যার কারণটা—

ইন্দ্র। আহা, এটা আর বুঝলে না, বেশ জলবৎ তরলং।

পুর। শোন ব্রাহ্মণ, কেন স্কন্দকে আমি হত্যা করতে ইচ্ছা করি, সে থাক্‌তে—

সোমে। আপনার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে না—তাই তাকে সরাতে চান, কেমন?

ইন্দ্র। বুঝুন রাজকুমার! আমার লোক বাচবার ক্ষমতাটা একবার বুঝুন। (সোমেশ্বরের প্রতি) ওহে! তুমি ভেব না—রাজ আওতায় বেশ কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। এই দেখই না কেন, ছোট

রাজকুমার একটু সুনজরে দেখেন, তাতেই যা হোক্ একটু তেল কুচ্‌কুচে হ'ওয়া গেছে।

পুর। তা হলে তুমি সম্মত?

সোমে। আমাকে একটু ভাববার অবসর দিন।

পুর। হ্যাঁ, একটু ভেবে দেখ। না—সময় মানুষকে বড় দুর্ব্বল করে। কেবল ভেবে দেখ, মাত্র একটা ছুরির অপেক্ষা আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা লুণ্ঠিত রাজৈশ্বর্য্য তোমার পদতলে গড়িয়ে যাচ্ছে, আর তুমি তার ওপর দাঁড়িয়ে আছ। ভেবে দেখ, সুযোগ জীবনে একবার বৈ দুবার আসে না।

ইন্দ্র। রজতঃ গিরিনিভং বুঝ্‌লে কি না ঠাকুর! শুভ্র গোলাকার রজত খণ্ডের যে কত অপার মহিমা তা আর ক'নে না যায়। কাজটা হাসিল ক'রে দাও, তারপর দীনারের তোড়াটা নিয়ে গিয়ে বাঙ্গলার শানের আওতায় দ্বিপ্রহরে জম্‌কালো ভোজন—সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ নিদ্রা, আধা রাত্তির ইস্তক পরচর্চা ততঃ গিন্নীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসালাপ, অতঃপর নাসিকাধ্বনি যাবৎ বেলা অষ্টঘটিকা।

সোমে। দেখুন্ কাজটা খুবই শক্ত। দেবেন্ ত'?

পুর। তুমি কি আমায় অবিশ্বাস কর?

সোমে। করি। যে ক্ষমতার অতিরিক্ত প্রতিশ্রুত হয়, শুধু সোমেশ্বর নয়, জগতে কেউ তাকে বিশ্বাস করে না—

[প্রস্থানোদ্যোগ

পুর দাঁড়াও ব্রাহ্মণ! আমিও তোমায় বিশ্বাস করিনে। যে অর্থের লোভে নরহত্যা কর্‌তে স্বীকৃত হয়, সে শুধু আমার চক্ষে ঘৃণ্য নয়, জগতের চক্ষেও ঘৃণ্য, তাদের সঙ্গে আমরা মৌখিক আলাপ কল্লেও অন্তরে ঘৃণা করি, কার্য্যশেষে দূর ক'রে দিই। আমি তোমার সঙ্গে

একজন লোক দেব। তোমার আচরণে সন্দেহ হ'লে সে তোমায় হত্যা করতেও দ্বিধা করবে না।

সোমে। রাজকুমার! এখনও ফেরবার চেষ্টা করুন, সময় যথেষ্ট আছে।

পুর। সোমেশ্বর! তুমি বড় কঠিন স্থানে এসেছ।

সোমে। বিশ্বাস করুন, আমার বাক্যই ছোটরাজকুমারের প্রহরীর কার্য্য করবে।

পুর। উত্তম। এই নাও সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়, প্রহরী তোমায় পথ দেখিয়ে দেবে। এস হে ইন্দ্রধ্বজ।

[ইন্দ্রধ্বজ ও পুরগুপ্তের প্রস্থান।

সোমেশ্বর। বাঙ্গালা ত্যাগকরে মগধে এসেছি। মা জন্মভূমি এখানে এসেও তোকে ভুলতে পারছি না। কি স্নেহপাশেই এই সন্তানকে বেঁধে রেখেছিস্ মা! বাঙ্গলার সেই পত্রপুষ্পোজ্জ্বল বিটপিশ্রেণী, সেই মধুগন্ধবাহিআম্রকানন, সেই শিশিরসিক্ত হরিৎ ধান্যক্ষেত্র—প্রভাতের সেই বিহগ কূজন, আর—আর সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীর সেই স্নেহ দুর্ব্বল প্রাণ। আহা! আমার অতিক্রম ক্ষমা কর দেব! (প্রণামান্তর গমনোদ্যত।)

(মহাদেবী কর্ত্তৃক মন্দিরের দ্বার উদঘাটন)

একি! কে মা তুমি? এ রাজরাজেশ্বরী মাতৃ-মূর্ত্তি ত' কখনও দেখিনি!

মহাদেবী। (বাহিরে আসিয়া) আমি মগধের জ্যেষ্ঠা রাজরাণী; আমি এসেছিলাম, আমার পুত্রের মঙ্গলের জন্য এই মন্দিরে পূজা দিতে। কিন্তু তুমি কে? আর কেনই বা এত রাত্রে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছ?

সোমে। মা আর ছেলে এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয়।

মহাদেবী। পরিচয় যথেষ্ট হ'লেও মায়ের মন আরও জানতে ইচ্ছা করে। তোমার বাড়ী?

সোমে। বঙ্গদেশে। সে অনেক দূর।

মহা। সেখানে কি করতে?

সোমে। অধ্যাপনা করতাম। সহসা দেশ-ভ্রমণে প্রবল বাসনা জন্মাল; একে একে ভারতের বিখ্যাত তীর্থস্থান পরিদর্শন ক'রে ভাবলাম, যেখানে বুদ্ধের ও অশোকের কীর্ত্তি-স্মৃতি জড়িয়ে আছে—সেওত' একটা শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

মহা। তারপর?

সোমে। তারপর মগধে এসে উপনীত হ'লাম। মগধের যেখানেই গিয়েছি—সেই খানেই স্কন্দগুপ্তের নাম শুনেছি; রোগীর রোগ-শয্যায় স্কন্দগুপ্তের নাম শুনেছি—কৃষকের পর্ণকুটীরে স্কন্দগুপ্তের নাম শুনেছি. তারার অক্ষরে আকাশে স্কন্দগুপ্তের নাম লেখা দেখেছি—নদীর জল-কল্লোলেও স্কন্দগুপ্তের মহিমা শুনেছি। ভাবলাম, সমভাবে যে মানব-হৃদয়ে এমন আধিপত্য বিস্তার ক'রতে পারে—তাকে না দেখে গেলে তীর্থ দর্শনে আমার অপূর্ণতা র'য়ে যাবে।

মহা। এখানে কেমন ক'রে এলে?

সোমে। তা ব'লবো না মা।

মহা। তুমি জ্ঞানী, সম্বোধনও ক'রেছ মা বলে, তবে প্রকাশ করতে দ্বিধা করছো কেন?

সোমে। মার সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই সন্তান অপরের কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়েছে।

মহা। এখানে কি আর কেউ এসেছিল?

সোমে। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে একজন এখানে নিয়ে এসেছিল—আর একজন আগমনের প্রতীক্ষা করছিল।

মহা। স্কন্দের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হয়নি ত'?

সোমে। তা ব'লতে পারি না।

মহা। পুত্র ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি কি?

সোমে। যদি মা স্নেহশূন্য না হ'ন।

মহা। তোমায় সন্তান ব'লে সম্বোধন করেছি, কিন্তু তুমি ঘাতকের চেয়েও নিষ্ঠুর।

সোমে। মা! আমার প্রতিশ্রুতিই আমাকে নিষ্ঠুর ক'রে দিয়েছে—আমি নিষ্ঠুর নই। মা! আমায় বিশ্বাস করুন, বড় রাজকুমারের মঙ্গলের জন্য যদি আবশ্যক হয়, এই নিঃস্ব—নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ প্রাণও দেবে। পুত্রের প্রণাম গ্রহণ কর মা।

মহা। তুমি না ব্রাহ্মণ?

সোমে। আমার অভিজাত্য গর্ব্ব চূর্ণ হোক্‌।

মহা। নারায়ণ! তুমিই অন্তর্য্যামী প্রভু! এস পুত্র, এ রাজবংশে স্কন্দেরও যে অধিকার, তোমারও সেই অধিকার।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-পথ।

শতানীকের প্রবেশ]

শতানীক। আমি জাতির ঘৃণ্য—সমাজের অস্পৃশ্য। আমার জীবন উদ্দেশ্যহীন—গতি অনির্দ্দিষ্ট। আমি চলেছি—কোথায় এর শেষ তা জানিনা—স্রোতের আবর্ত্তে তরণীর মত। এক কলঙ্ককালিমা আমার

সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে র’য়েছে, অথচ নিজের ইচ্ছাকৃত নয়; কেবল উপহাস আর গঞ্জনা—ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য—এতদিন এই পেয়ে এসেছি, তবুও লোকালয় ত্যাগ করতে পারছি না। মানব-দ্বারে একটু আশ্রয়ের অনুসন্ধান করছি!

[দুইজন নাগরিকের প্রবেশ]

যাদব। কি ব’ল্লে ভায়া, একটা রাক্ষসী ধ’রেছে একটা রাক্ষসকে?

মাধব। সে আর কি বল্‌ব রে বাবা!

যাদব। রাক্ষসী ধ’রেছে একটা রাক্ষসকে!

মাধব। তুমি কোথাকার অজ হে? রাক্ষসী রাক্ষসকে ধরেনি—ধ’রেছে একটা বুড়োকে।

যাদব। ওরে বাবা! ঘাড় মট্‌কেছে!

মাধব। সে রামরাবণের কি কুরুক্ষেত্তরটাই না বাধলো।

যাদব। লঙ্কায় রাবণ ম’ল বেউলে কেঁদে বিধবা হ’ল। রাক্ষসী ধ’ল্লে রাক্ষসকে, যুদ্ধ বাঁধলো কিনা রামরাবণের সঙ্গে—তার ওপর হ’লো কুরুক্ষেত্তর, কথাটা কি রকম দাঁড়ালো।

মাধব। রাক্ষসী বলে এটা করতেই হবে, আর বুড়ো বলে এটা হ’তেই পারে না—এই না নিয়ে—

যাদব। এ—ই—না—নি—য়ে। (সভয়ে কম্পন)

মাধব। এই মরেছে।

যাদব। রাক্ষসী ধ’রেছে রাক্ষসকে?

মাধব। পাঁচশো—বার বল্‌ছি, রাক্ষসী রাক্ষসকে ধরেনি—ধরেছে একটা বুড়োকে।

যাদব। (শশব্যস্তে) কে জিত্‌লো—কে জিত্‌লো?

মাধব। কেউ না। সে রাবণের চিতে এখনও নেবেনি; বোধ হয়,

সহজে নিব্‌বেও না। যুদ্ধ চলেছে সমানই; তবে বুড়ো যে হাঁপিয়ে পড়বেই তাতে আর সন্দেহ নেই।

যাদব। কেন? কেন?

মাধব। রাক্ষসীটা হ'লো জোয়ান—আর বুড়োটা হ'লো একটা বাহাত্তুরে।

যাদব। চলনা দাদা, একটু দেখে আসি।

মাধব। সে কুরুক্ষেত্তর রাজপথে নয়—রাজ-অন্দরে।

যাদব। আমাদের ছো—ট—ম—হা—রা—ণী!

মাধব। আহাহা! কর কি—কর কি।

যাদব। আর আমাদের মহারাজা—

[সোমেশ্বরের প্রবেশ]

মাধব। চুপ—চুপ (দূরে শতানীককে দেখিয়া) দূর হ অযাত্রা—বেটার জন্ম একটা কলঙ্কের ঘণ্ট।

যাদব। গাল দিও না দাদা—গাল দিও না।

মাধব। বেটার ছায়া মাড়ালে পাপ হয়—মুখ দেখ্‌লে স্নান ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে হয়। গাল দেব না? একশো বার দেব। বেটা নরকের ফেরত—শয়তানের শিরোমণি! গাল দেব না! গাল না দিইতো—বেটাকে জুতোর বাড়ী মার্‌বো—মুখে গোবর পুরে দেব।

[নাগরিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সোমেশ্বর। যার জন্ম কেউ দায়ী নয়—তাই নিয়ে মানবের এত বড় লাঞ্ছনা, এক ভারত বৈ আর কোথাও দেখা যায় না!

শতানীক। আমার ছায়া মাড়ালে পাপ হয়—মুখ দেখ্‌লে স্নান ক'রে ঘরে ঢুক্‌তে হয়। আমার স্পর্শ পঙ্কিল—দর্শন পাপ—আমি পশুর চেয়ে অধম—পুরীষের চেয়ে পরিত্যক্ত, অথচ আমি মানুষ। আমার আত্মা কারুর চেয়ে মলিন নয়। আমি এর প্রতিশোধ নেব—

আর কারু কাছে না পারি, নিজের কাছে নেব। ও—হো—হো! (গলা টিপিয়া চুল ছিঁড়িবার উপক্রম) না; এ রকমে হ'য়ে উঠ্‌বে না, গাছে মাথা ঠুক্‌বো। পাথর দিয়ে কপাল ভাঙ্গবো। ঈশ্বর? শব্দের সমষ্টি মাত্র। সমাজ? আমার আবার সমাজ? আত্মহত্যা পাপ? মিথ্যা কথা।

সোমে। কেউ কি তোমায় ভালবাসেনা পথিক?

শতানীক। সরে যাও—সরে যাও। আমি নীচ—আমি পদদলিত—আমি অস্পৃশ্য। আমি সমাজকে ঘৃণা করি—ঈশ্বরকে মানি না। আমি আলিঙ্গন করি ব্যাঘ্রকে—বন্ধুত্ব করি কালসর্পের সঙ্গে। সরে যাও।

সোমে। শোন বন্ধু!

শতানীক। কি, আমায় গাছতলায়ও থাক্‌তে দেবে না? দিও না—সমাজ পরিত্যাগ ক'রেছে, চরণে দলেছে—সইতে পেরেছি; কিন্তু, মানুষের এই শয়তানী সহানুভূতি সইতে পারিব না। শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে—বমি কর্‌তে ইচ্ছা করে। আমি সমাজের আবর্জ্জনা, পরিত্যক্ত ছিন্ন পাদুকা।

সোমে। না তুমি পরিত্যক্ত নও—ঘৃণ্যও নয়। তুমি লাঞ্ছিত—তুমি উৎপীড়িত সত্য, কিন্তু পথিক, তোমার কি প্রার্থনীয় কিছুই নাই।

শতানীক। (কঠোরস্বরে) না। (কিছুক্ষণ চিন্তার পর) হ্যাঁ, আছে।

সোমে। প্রকাশ কর।

শতানীক। একটু আশ্রয়—আর একটু করুণা।

সোমে। আমি তোমায় আশ্রয় দেব।

শতানীক। তারপর আমার পরিচয় শুনে, আমায় তাড়িয়ে দেবে,—না?

সোমে। না। আমি ব্রাহ্মণ, তোমায় অভয় দিচ্চি—তুমি আমাকে ত্যাগ না কল্লে, আমি তোমায় ত্যাগ কর্‌ব না।

শতানীক। তোমার সমাজ ?

সোমে। সমাজ! সমাজ কতকগুলো অলস ব্যক্তির জন্তু-নাগার।

শতানীক। জাত ?

সোমে। যে জাত মানুষকে লাঞ্ছিত করে, ব্যথিতকে দুঃখ দেয়—আর্ত্তের সেবা,—দুঃখীর দুঃখ দূর করে না—সে কি আবার একটা জাতি ?

শতানীক। ধর্ম্ম ?

সোমে। যে ধর্ম্ম মানুষকে কোলে করে না—পৃথক ক'রে দেয়—অন্তর যেখানে সঙ্কোচ—অধিকারে যার বিচার—সে কি আবার একটা ধর্ম্ম!

শতানীক। না—আমি ভারতবাসীকে বিশ্বাস করব না।

সোমে। কেন ?

শতানীক। ভারত বংশের পরিচয় চায়—কর্ম্মের চায় না। তারা কুলের পবিত্রতা দেখে—কার্য্য দেখে না। দাও—আমায় যেতে—দাও,—পথ ছাড়।

সোমে। আমি অভয় দিয়েছি—প্রতিশ্রুতও হ'য়েছি, তোমায় আশ্রয় দেব। এর জন্য যদি আমায় মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করতে হয় তাও করব। আমি মানুষকে ভয় পাই না—ঈশ্বরকে পাই,—পাপীকে ঘৃণা করি না—পাপকে করি,—বিচারককে ভয় পাই না—অপরাধকে পাই। তোমার নাম ?

শতানীক। শতানীক।

সোমে। এস—শতানীক।

পঞ্চম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

মহাদেবী ও স্কন্দগুপ্ত।

মহাদেবী। কি দেখ্‌লে?

স্কন্দ। যা দেখ্‌লুম—মা,—তা রাজ্যের আদৌ অনুকূল নয়। মগধবাসীদের বিশ্বাস, সম্রাটের সম্মতিক্রমে পুরুই আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হবে। তাই তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্‌বার জন্য জালন্ধর হ'তে পিতৃব্য গোবিন্দগুপ্তকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

মহা। সেও কি এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাক্‌বে?

স্কন্দ। সম্ভব। পিতৃব্যকে যতদূর জানি—

মহা। না। সে এত নীচ হ'তে পারে না। তারপর?

স্কন্দ। এতদিন যাঁরা এই গুপ্ত সাম্রাজ্যের রক্ষা কল্পে তরবারি সূর্য্যালোকে ঝলসিত ক'রেছিলেন তাঁরাও বাদ যান নি। প্রতিহারী কৃষ্ণগুপ্ত, মহাদণ্ডনায়ক চক্রপালিত, সম্রাটবংশীয় বীর ভানুমিত্রও সে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের ক্রোধ সম্রাটের ওপর—সম্রাটের শাসনের ওপর নয়।

মহা। এখন উপায়?

স্কন্দ। উপায় কি, তা মা আমি এখনও স্থির কর্‌তে পারিনি। যদি এই বিদ্রোহই শেষ বিদ্রোহ হ'তো—তা হ'লেও দুঃখ ছিল না। কৌশলে হোক বীরত্বে হোক হয়ত এ যুদ্ধে জয়ীও হ'তে পারতাম, কিন্তু এর চেয়ে একটা ভীষণ বিদ্রোহের অগ্নি আজ অন্তঃপুরে জ্বলে উঠেছে; যা জগতে আজও কেউ নেবাতে পারেনি।

মহা। সে বিদ্রোহ এর চেয়ে ভীষণ?

স্কন্দ। হ্যাঁ মা। সে বিদ্রোহ এর চেয়ে ভীষণ। সে বিদ্রোহ

সম্রাটকে সন্তাপ দিচ্ছে—যা এ বিদ্রোহ পারেনি। সে বিদ্রোহ রাজ্যের মূলসূত্রকে নড়িয়ে দেবে, যা এ বিদ্রোহ পারবে না। তুমিই মা এখন আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

মহা। দেব। যে পথে কামনার অবসান, প্রেমের জয়, বিদ্বেষের পরাজয়—যাও সেই পথে। যে পথে ভীষ্মের কৌমার্য্য—রামের পিতৃভক্তি—শাক্যসিংহের গৃহত্যাগ—যে পথে লাভে উপেক্ষা—ত্যাগে বৃদ্ধি—দুঃখে সহিষ্ণুতা—যাও সেই অমৃতের পথে। অন্ন যেখানে প্রেম—কর্ত্তব্য যেখানে আহার—ধর্ম্ম যেখানে নিয়ামক—যাও সেইখানে।

স্কন্দ। তাই যাব মা—তাই যাব।

মহা। প্রলোভন যদি প্রবল হয়—অন্ধকার যদি পথ রোধ করে, পাপ যদি কুমন্ত্রণা দেয়, ঈশ্বরকে স্মরণ করবে; পাপের স্থানে পুণ্য আসবে, শত্রু সৌহার্দ্দ্য করবে, অন্ধকারে সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি উদয় হবে; মনে রাখবে, এ পথে শুধু যে রাজ্যের বিপ্লব অবসান হবে তা নয়, সম্মান ও সম্পদ দুই'ই বৃদ্ধি পাবে।

[স্কন্দগুপ্তর প্রস্থান।

কি শিক্ষা দিলুম তা নিজেও একবার ভেবে দেখলুম না। অবৈধ উপায়ে অনন্তা পুত্রের জন্য যে সিংহাসনের চেষ্টা করছে সেই সিংহাসন ত্যাগ করতে, আমি পুত্রকে পরামর্শ দিলুম। আমি এত অন্ধ যে পুত্রের ন্যায্য প্রাপ্যের দিকেও চেয়ে দেখছি না।

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমে। মা স্কন্দ কোথায়?

মহা। এতক্ষণ ত' এখানে ছিল। সোমেশ্বর!

সোমে। মা।

মহা। রাম যখন রাজ্যত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন—তখন কৌশল্যার মনে কি হ'য়েছিল জান?

[স্কন্দগুপ্তের পুনঃ প্রবেশ।

স্কন্দ। মা সম্রাটের ইচ্ছা—এই যে সোমেশ্বর!

সোমে। যুবরাজ!

স্কন্দ। কোন আবেদন আছে নিশ্চয়ই। মা! সোমেশ্বর যখন কোন আবেদন নিয়ে আসে, তখনই যুবরাজ ব'লে সম্বোধন ক'রে—নইলে সখা—বন্ধু এই সব বলে।

সোমে। আমার দুটী অনুরোধ তোমার রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

স্কন্দ। বল।

সোমে। মগধের রাজপথে একটী লোক্‌কে আমি কুড়িয়ে পেয়েছি—তাকে এখানে রাখ্‌তে ইচ্ছা করি—তেমন পবিত্রচেতা—

স্কন্দ। নিশ্চয়ই সে ব্রাহ্মণ হবে?

সোমে। সে হিন্দু এই মাত্র।

স্কন্দ। পিতা?

সোমে। কে, তা জানি না।

স্কন্দ। তাকে নিয়ে এস সোমেশ্বর!

সোমে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, তোমায় বিবাহ করতে হ'বে।

স্কন্দ। বিবাহ! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি সোমেশ্বর! যে আর্য্যবর্ত্তকে শত্রুশূন্য না ক'রে বিবাহ ক'র্‌বো না।

সোমে। তা হ'লে অস্বীকৃত?

স্কন্দ। অস্বীকৃত নই, তবে আমার প্রতিজ্ঞা আমিঅক্ষুণ্ণ রাখ্‌ব। যাও ভাই! তাকে নিয়ে এস।

[সোমেশ্বরের প্রস্থান।

কঠোর ও কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। যেমন জ্ঞানী তেমনই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ—সরল—উদার—চমৎকার!

(শতানীককে লইয়া সোমেশ্বরের পুনঃ প্রবেশ)

সোমে। যুবরাজ! এই আমার সেই আশ্রিত বন্ধু। সোমেশ্বর যেমন স্কন্দগুপ্তের বন্ধুত্বের দাবী রাখে—অনুমতি হ'লে এই শতানীকও তেমনি বন্ধুত্বের দাবী রাখ্‌বে। শতানীক বংশের পরিচয় দেয় না—কার্য্যের দেয়। শতানীক! আমার মাকে প্রণাম কর।

শতানীক। মা! শতানীক এই প্রথম মানব চরণে মাথা নত কল্লে। যুবরাজ! মানুষের দুর্ব্ব্যবহারে আমি কিছু অশিষ্ট ও উদ্ধত হ'য়েছি, যদি কখন রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি, আমায় ক্ষমা ক'রো। আমার জীবন ছিল উদ্দেশ্যহীন, কার্য্যও ছিল অনির্দ্দিষ্ট কিন্তু আজ হ'তে আমার উদ্দেশ্য স্থির—লক্ষ্য এক। মা! জীবনে কখন মা ব'লে ডাকিনি মা—মা—

মহা। পুত্র, পুত্র! আজ হ'তে শুধু স্কন্দ ও সোমেশ্বর আমার সন্তান নয়—তুমিও আমার সন্তান।

স্কন্দ। শতানীক! সোমেশ্বরের মত তুমিও আমার একটী ভাই।

সোমে। আর শতানীক! তুমি শুধু স্কন্দগুপ্তের ভাই নও, আমারও ভাই।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সম্রাটের কক্ষ।

কুমারগুপ্ত।

কুমার। কাল মাঘী পূর্ণিমা। স্কন্দের অভিষেকোৎসব। নগরবাসীরা উৎসবে মগ্ন। মন্দিরচূড়ায় মাঙ্গলিক হরিদ্রা পতাকা। আকাশে—প্রান্তরে—সর্ব্বত্রই আনন্দের জয়ধ্বনি—কেবল ছোটরাণী—না

তাকেও অনুরোধ ক'র্‌ব স্কন্দকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে। (অনন্তাদেবীর প্রবেশ) রাণি! বড়ুশুভদিন—পরিপূর্ণ আনন্দ।

অনন্তা। কিসের আনন্দ—কিসের শুভদিন সম্রাট?

কুমার। কাল স্কন্দের অভিষেক। এই আনন্দের দিনে—এই স্মরণীয় শুভোৎসবে তুমি নিরানন্দে থেকে না। মন থেকে সব হিংসা—সব দ্বেষ দূর ক'রে দাও—স্কন্দকে আশীর্ব্বাদ কর।

অনন্তা। সম্রাটের আদেশ পালন কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

কুমার। হ্যাঁ—আর একটা কথা—স্কন্দকে ভালবাসতে না পার, তার প্রতি হিংসা করো না। তোমার পুরুও যেমন স্কন্দও তেমনই।

অনন্তা। সম্রাট! তা আমি পারি না। আমি স্কন্দের মা নই—বিমাতা। আর এ হিংসা নারীর মজ্জাগত।

কুমার। পার্‌বে। একটু চেষ্টা ক'ল্লেই পার্‌বে। শুধু হৃদয়ের একটু উদারতা—একটু স্নেহ—আর একটু করুণা; সংসারকে যত কুৎসিৎ দেখ, সে তত কুৎসিৎ নয়।

অনন্তা। যা হয় না—হবে না—যা হ'তে পারে না—তা নিয়ে অনন্তাদেবী ভাবে না,—ভাব্‌তে পারে না—ভাব্‌বেও না।

কুমার। শোন রাণি—

অনন্তা। যান্ সম্রাট্! এখনও আমার স্থবিরত্ব দেখা দেয়নি।

কুমার। রাণি! এখনও তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারিনি। মাতৃত্বের আসনে উপনীত হ'য়েও কেন তোমার এত হিংসা—এত দ্বেষ।

অনন্তা। কেন? কেন স্কন্দের প্রতি এত হিংসা তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ? নারী হ'লে তা বুঝতে পার্‌তে। সম্রাট্! এই হিংসার জন্য দোষী আমি নই—দোষী ঈশ্বর। কেন ঈশ্বর আমাকে সংসারে বিমাতা ক'রে পাঠিয়েছেন? কেন—কেন বড়রাণী স্কন্দকে প্রসব কর্‌লে? কেন—কেন বড়রাণীর গর্ভে একটা কন্যা জন্মাল না? স্কন্দ কেন আমার পুত্র হ'লোনা?

কুমার। রাণি! আমি পরাভব স্বীকার করছি।

অনন্তা। কেন এক স্ত্রী থাকৃতে আর এক জনকে বিবাহ ক'রেছিলে সম্রাট? কেন—কেন বড়রাণী স্কন্দকে সূতিকাগারেই হত্যা করেনি।

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ।)

স্কন্দ। ভুল হ'য়ছিল ছোটমা! ভুল হ'য়েছিল—তাই করেন নি। আর ভুল হয়েছিল আমার যে, আপনি যা চাইছেন—তা কেন এখনও আমি দিয়ে যাইনি।

কুমার। কে ও স্কন্দ?

স্কন্দ। পিতা! এই স্বার্থ ও দ্বেষের সংঘর্ষে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম—আজ মুক্তির আস্বাদ পেয়েছি। রাজ্যের যুবরাজ—আমি নই—পুরু।

কুমার। রাজ্যের প্রজারা?

স্কন্দ। রাজ্যের প্রজারা যাতে আপত্তি না করে—বিদ্রোহী না হয়—সে ভার আমার।

কুমার। মগধের অভিজাতবর্গ?

স্কন্দ। সে ভারও আমার।

কুমার। পারবে?

স্কন্দ। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা! স্কন্দ জয়ী হোক। মগধবাসীদের ওপর আমার সে অধিকার আছে।

অনন্তা। স্কন্দ তুমি এত মহৎ।

স্কন্দ। ছোট মা! মগধের সিংহাসনে আর আমি জীবনে কখনও আরোহণ কর্‌ব না—যদি রাজ্যরশ্মি পুরু সুসংযত রাখতে পারে।

অনন্তা। অন্তথা—

স্কন্দ। ত্যক্ত রাজ্য আমি আবার গ্রহণ কর্‌ব।

অনন্তা। তোমার পুত্রেরা ?

স্কন্দ। ওঃ। ছোট মা! একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর্য্যাবর্ত্তকে শত্রুশূন্য না ক'রে বিবাহ ক'রব না; আজ আবার এক প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি আজীবন কৌমারব্রত গ্রহণ করব।

কুমার। স্কন্দ! স্কন্দ!

স্কন্দ। ক্ষান্ত হোন পিতা! ছোট মা! ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, জীবন থাক্‌তে এর কণামাত্র ব্যতিক্রম কর্‌ব না।

অনন্তা। স্কন্দ! তুমি মহৎ তা জান্‌তুম—কিন্তু এত মহৎ তা জান্‌তুম না।

[অনন্তাদেবীর প্রস্থান।

কুমার। এ কি করলে স্কন্দ?

স্কন্দ। কি কর্‌বো পিতা—এ ভিন্ন যে আর এ সাম্রাজ্যকে বেঁধে রাখ্‌তে পারতুম না।

কুমার। ঈশ্বর! ঈশ্বর! একি শুন্‌লুম। পিশাচি, একি করলি একি করলি।

স্কন্দ। পিতা! তুচ্ছ রাজ্যের জন্য কলহ করবো? ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসন রঞ্জিত কর্‌বো? না পিতা, আমি সে শিক্ষা পাইনি।

কুমার। স্কন্দ! প্রিয়তম পুত্র আমার! মুহূর্ত্তের প্রতিজ্ঞায় আমার সব উচ্চাশাকে ডুবিয়ে দিলে। তোমার অভিষেকের পরই যে আমি পুরুকে মথুরার শাসনকর্ত্তা করব মনস্থ করেছিলাম। রাক্ষসী সব উল্টে দিলি—সব উল্টে দিলি!

স্কন্দ। পিতা! পুরু এখন এ রাজ্যের যুবরাজ সুতরাং মগধে অবস্থান তার একান্ত প্রয়োজন, যদি অনুমতি হয়, আমি মথুরার ভার গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পিতা! সুখ গ্রহণে নয়, সুখ দানে। যে সিংহাসন শান্তির

সাম্রাজ্যে অশান্তিকে ডেকে এনেছে ; যে সিংহাসন, স্নেহময় বৃদ্ধ পিতাকে মনস্তাপ দিচ্ছে ; ভাইকে পর ক'রে দিচ্ছে—মা সন্তানকে দূরে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে—সে সিংহাসনের আবশ্যকতা ? সে সিংহাসন কি এতই মহার্ঘ্য—এতই লোভনীয় ?

কুমার। স্কন্দ ! রাজ্যের অবস্থা—সাম্রাজ্যের পরিণাম, এসব কি ভেবে দেখেছ ?

স্কন্দ। দেখেছি। পিতা, তাই এ পথ বেছে নিয়েছি ; অনিচ্ছায় নয়—স্বেচ্ছায়ই আমার আধিপত্য আমি ত্যাগ করে চলেছি। ভেবে দেখুন পিতা, বহিঃশত্রু হ'তে মগধকে অক্ষত রাখতে পারলেও মগধের অভ্যন্তরে যে দাবানল জ্বলে উঠ্‌ত, শত স্কন্দও তা নির্ব্বাপিত ক'রতে পার্‌ত না। আমি প্রতিশ্রুত হ'য়েও রাজ্যের প্রতি আমার ঔদাসিন্য নাই, আর পুরুও আমার হিংসার পাত্র নয়।

কুমার। মূর্খ পুরু কি এই বিপুল রাজ্যভার বইতে পারবে ?

স্কন্দ। পিতা তাকেও আশীর্ব্বাদ করুন যেন জীবনসংগ্রামে সে জয়ী হয়।

[মহাদেবীর সহিত সোমেশ্বরের প্রবেশ]

কুমার। এই যে বড়রাণি ! বড়রাণী, স্কন্দের প্রতিজ্ঞা শুনেছ ?

মহাদেবী। শুনেছি। মহারাজ ! স্কন্দকে পটে চিত্রিত করা হয় নি, মানুষ করা হ'য়েছে। পুত্রভাগ্যে আমি মহা ভাগ্যবতী।

(পুরগুপ্তের প্রবেশ)

পুরগুপ্ত। কি সর্ব্বনাশ ! একবারেই বাঘের মুখে। বাঙ্গালী বামুনটা সব প্রকাশ ক'রে দেয়নি ত' ?

স্কন্দ। ভাই, তোমার সাক্ষাৎ আমি কচিৎই পেয়ে থাকি। পিতা,

বৃদ্ধ; সাম্রাজ্যও বিপুল। সাম্রাজ্যের সম্মান, বংশের গৌরব, দেবতার অর্চ্চনা, সব তোমার ওপর দিয়ে গেলাম। রাজ্য তোমার, আমার নয়। আমি মথুরার শাসক মাত্র। সেখানকার শৌরসেনী সেনা নিয়ে শতদ্রুতীরে খিঙ্খিলের অপেক্ষা করব; আবশ্যক হ'লে ভাই ব'লে না *ডাক—অধীনস্থ বলে ডেক—ছুটে আসব।*

সোমেশ্বর। এ দৃশ্য বড় কীর্ত্তিকর—বড় পবিত্র, বড় স্নেহসিক্ত! দেখ সোমেশ্বর, চোখ মেলে চেয়ে দেখ; জগৎ ধনী হোক্—পবিত্র হোক।

স্কন্দ। সোমেশ্বর! ভাই! যাবার সময় ছুটো অনুরোধ করে যাই, পিতাকে সান্ত্বনা দিও, মাকে রক্ষা কর —

(যশোবর্ম্মার প্রবেশ)

যশোবর্ম্মা। যুবরাজ!

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা, আমি পিতৃ-আদেশে মথুরার শাসনভার প্রাপ্ত হ'য়েছি। এত দিন মনে প্রাণে আমি যে ভাবে মগধের সেবা ক'রে এসেছি। আশা করি, সে ভার তুমি সানন্দে গ্রহণ করবে।

যশোবর্ম্মা। আমি?

স্কন্দ। হ্যাঁ, তোমার যোগ্যতা আমি বিশেষরূপেই জানি।

যশোবর্ম্মা। তা হয় না বন্ধু! আমিও তোমার সহযাত্রী হব।

স্কন্দ। মগধ?

যশোবর্ম্মা। মগধ গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হোক। যেখানে যুবরাজের স্থান নাই, যেথানে তার বন্ধু যশোবর্ম্মারও নাই।

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! মগধের যুবরাজ আমি নহি পুরু।

যশোবর্ম্মা। কে যুবরাজ! মগধের যুবরাজ মহাবীর স্কন্দগুপ্ত।

স্কন্দ। সাবধান যশোবর্ম্মা!

(জনার্দ্দন ঠাকুরের প্রবেশ)

জনার্দ্দন। আর আমি যদি বলি মগধের যুবরাজ মহাপ্রাণ স্কন্দগুপ্ত।

স্কন্দ। মার্জ্জনা করবেন, গুরু হ'লেও সে উদ্ধতা আমি সহ্য করব না।

জনার্দ্দন। সম্রাট! রাজনীতি আমার চেয়ে তোমার বেশী জানা আছে—কিন্তু একি! রাজা যদি নিঃসন্তান বা রাজ্যাধিকারী অযোগ্য লোক না হন, তা হ'লে সম্রাট-মহিষীকে অন্যের বীর্য্যাদান ও বিধি আছে; তবু হিন্দু রাজনীতিকগণ অনুপযুক্তকে সে অধিকার দেন নি, আর তুমি অম্লানবদনে সেই শ্রেষ্ঠ নীতিকে পরিহার করে মাত্র মানব দেহধারী একটা অর্ব্বাচীনকে সে অধিকার দিলে! ধিক শত ধিক্ তোমাকে।

স্কন্দ। গুরুদেব! মগধের শত্রু এখন চারিদিকে। মগধের আভ্যন্তরিক অবস্থাও নিতান্ত মন্দ। প্রিয়দর্শী অশোকের মৃত্যুর পর হ'তে বৈদেশিক জিগীষিগণ এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিকে গ্রাস করবার জন্য শ্যেনদৃষ্টিতে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রয়েছে। ভারতের বাহুশক্তি এখন ক্ষীণ, জনবল দুর্ব্বল, তাই পিতার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ রাজ্য আমি পরিত্যাগ ক'রে চলেছি।

জনার্দ্দন। যুবরাজ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা ক'র না। ভারতে কোন কালেই একতা ছিল না—আজও নাই। শত্রুকে সম্মুখে রেখেই ভারত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ভারতের এই হর্ষ—দুঃখকাহিনী লজ্জার নয় বরং অতীত ভারতের গৌরবময় পুণ্যকাহিনী।

স্কন্দ। গুরুদেব, পায়ে ধর্‌ছি—মিনতি কর্‌ছি, পুরুকে যুবরাজ ব'লে স্বীকার করুন।

জনার্দ্দন। বরং পঙ্গু—পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে যুবরাজ বলে স্বীকার কর্‌ব, তবু পুরুকে কর্‌ব না।

স্কন্দ। কর্‌বেন না?

জনার্দ্দন। না। বিবেক থাকতে মগধের মহিমোজ্জ্বল সিংহাসনকে কলঙ্কিত করতে পারব না।

স্কন্দ। অনুরোধ করছি, এখনও ভেবে দেখুন।

জনার্দ্দন। দেখেছি। জাতির সিংহাসন তোমারও যেমন দান করবার অধিকার নেই, তেমনি পুরুরও গ্রহণ করবার যোগ্যতা নেই।

স্কন্দ। তা হলে জীবিত থাকতে যা করতে পারলাম না, প্রাণ দিয়েও তা ক'রে যাব।

(আত্মহত্যার উদ্যোগ)

জনার্দ্দন। বৎস! আজ তুমিই জয়ী হলে।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান মথুরা।

রাজসভা।

সিংহাসনোপরি স্কন্দগুপ্ত।

নাগরিক ও নাগরিকাগণের গীত।

পু। স্বাগত স্বাগত করুণা জাগ্রত ভারত গৌরব দীপ্ত রবি।
স্ত্রী। দুরজন ত্রাস সুজনসুবাস সাম দান দণ্ড ভেদ ছবি॥
পু। তোমার আভাতে আজিগো প্রভাতে কুসুমিত মানসনিকুঞ্জ।
স্ত্রী। পাখী গায় মন খুলে সোনার বীণাটি তুলে আশা রচে সঙ্গীতপুঞ্জ।
পু। গগনে পবনে সেই তান পুলক সৃজিয়া প্লবমান।
স্ত্রী। নিখিলের যত সুর তব মহিমা-মধুর ধরণী আপনি তব কবি।

স্কন্দ। মথুরাবাসিগণ। তোমাদের এই অভ্যর্থনা আমার আন্তরিক। তোমাদের সহৃদয়তা, তোমাদের সমাদর, আমার জীবনের স্মরণীয় শুভোৎসব। আর লক্ষ্মী-স্বরূপিনী মা ও ভগিনী সকল, তোমরা ইচ্ছা কল্লে এই সংসারকে শান্তির স্নিগ্ধতায় ঘিরে রাখ্‌তে পার, আবার মার্ত্তণ্ডের প্রখরতা এনে জ্বালিয়ে পুড়িয়েও দিতে পার। মনে রেখ, সমুদ্র-মন্থনে হলাহল উঠেছিল, আবার অমৃতও উঠেছিল—দুইই তোমাদের ইচ্ছাধীন। যাও তোমরা বিশ্রাম করগে।

(সকলের প্রস্থান)

সরল, উদার, ধার্ম্মিক মথুরাবাসি, আমি তোমাদের রাজা নহি—ভাই, প্রভু নই—বন্ধু।

[প্রতিহারীর প্রবেশ]।

প্রতিহারী। মহারাজ! দুজন স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।

স্কন্দ। স্ত্রীলোক!

প্রতিহারী। হ্যাঁ মহারাজ! স্ত্রীলোক—তাদের সঙ্গে দ্রব্য-সম্ভারও যথেষ্ঠ আছে।

স্কন্দ। ওঃ! তাঁরা আমাকে সম্মানিত কর্‌তে এসেছেন—সঙ্গে উপঢৌকন—যাও তাঁদের সসম্মানে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।]

এদের মনে হিংসা নাই—ঐশ্বর্য্যের মাদকতা নাই—সুন্দর সারল্য—

(ইন্দ্রলেখা ও মুরলার প্রবেশ)

মুরলা। আমরা রাজকুমারকে প্রণাম কর্‌তে এসেছি।

স্কন্দ। ভদ্রে! তোমাদের পরিচয়?

মুরলা। ইনি সামন্তরাজ ধরসেনের ভগিনী নাম ইন্দ্রলেখা—আর আমি এর সঙ্গিনী নাম মুরলা (জানান্তিকে) কেমন পছন্দ হ'য়েছে?

স্কন্দ। ধরসেন-ভগিনী—ইন্দ্রলেখা! (স্বগতঃ) নিখুঁত সুন্দরী।

মুরলা। পূজ্যের পূজা শুধু প্রণামে নয়, তাই কিছু যৌতুকও এনেছি—অনুমতি হ'লে—

স্কন্দ। শুভে! শুনেছি রাজা ধরসেন মগধের প্রাধান্য স্বীকার ক'রতে অনিচ্ছুক—এ কথা কি সত্য?

মুরলা। সম্পূর্ণ সত্য।

স্কন্দ। এ উপঢৌকন তাহ'লে তোমার সঙ্গিনীর শ্বশুরের প্রদত্ত?

মুরলা। না। আমার সখি অবিবাহিতা।

স্কন্দ। রাজভগিনী কি তাঁর ভ্রাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে সম্মানিত করতে এসেছেন?

মুরলা। হাঁ।

স্কন্দ। প্রকাশ্যে?

মুরলা। না, অপ্রকাশ্যে।

স্কন্দ। কেন?

মুরলা। সামন্তরাজ মগধের প্রাধান্য অস্বীকার করলেও তিনি কি বাস্তবিকই ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মগধসম্রাটের অধীন নহেন?

স্কন্দ। হ'তে পারেন। কিন্তু তোমাদের এই কার্য্যকে প্রশংসা করতে পারলুম না।

মুরলা। রাজকুমারকে সম্মান প্রদান করতে এসে আমরা যে কোন অন্যায় আচরণ ক'রেছি, এ কথা আমাদের মন নিভৃতেও স্বীকার করতে চায় না।

স্কন্দ। শোন ভদ্রে! আমাকে অভ্যর্থনা না ক'রে সামন্তরাজ যে সম্মান-অক্ষুন্ন রেখেছেন, তাঁর ভগিনীর উচিত হয়নি সেই সম্মানকে এরূপে ক্ষুণ্ণ করা।

ইন্দ্রলেখা। তাহ'লে এই উপহার গ্রহণে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?

স্কন্দ। হাঁ—আছে। মগধ রাজবংশ যা প্রকাশ্যে নয় এমন সম্মান গ্রহণ করে না।

ইন্দ্রলেখা। তবে আপনারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক—আসি যুবরাজ।

স্কন্দ। আসুন রাজভগিনী। (ইন্দ্রলেখা ও মুরলার প্রস্থান) বাঃ! বরসেন! যে উপঢৌকন তুমি আমায় স্বেচ্ছায় দাওনি, সে উপঢৌকন তোমায় অনিচ্ছায় দিতে হবে। নিসর্গসুন্দরী অপাঙ্গে

জ্যোতিঃ—আননে সারল্য, ঘনকৃষ্ণ-এলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি—অপূর্ব্ব সুন্দরি মগধ থেকে চ'লে এসেছি—যে মগধ আমার জাগ্রতে চিন্তা—শয়নে স্বপ্ন—জীবনের ধ্যান সেই মগধ থেকে চ'লে এসেছি,—যে মগধ অশোকের কীর্ত্তি—বুদ্ধের ত্যাগ—সমুদ্র-গুপ্তের জয়গৌরব এখনও সগর্ব্বে বহন করছে, ত্যাগে ও ক্ষমায়—বীরত্ব—গৌরবে ও পবিত্রপ্রভায় সমুজ্জ্বল রয়েছে, সেই কীর্ত্তি-পবিত্র অগণ্য রাজন্যগণের বিস্তৃত ভূখণ্ডও আমাকে একটু স্থান দিতে কুণ্ঠিত হলো। (শতানীকের প্রবেশ) শতানীক! তুমি এখানে?

শতানীক। একস্থানে নিশ্চিন্তে কাল হরণ করা আমার স্বভাবের বহির্ভূত। মথুরারাজ! এমনি ক'রেই কি আপনার পিতৃসাম্রাজ্য আপনি রক্ষা কর্‌বেন।

স্কন্দ। কেন ভাই! আমার বাহু' ত এখনও নিস্তেজ হয়নি।

শতানীক। রাজকুমারের শক্র যদি থিঙ্খিলই হ'তো, তাহ'লে আজ আমাকে এখানে আস্‌তে হ'ত না। বলভীর ও ধরসেন হূনশক্তির সঙ্গে যোগদান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

স্কন্দ। শতানীক! সে সংবাদ আমিও অবগত আছি, তাই পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন কর্‌বার জন্য আমিও লোক পাঠিয়েছি।

শতানীক। মগধরাজকুমারকে, বীর ব'লেই জান্‌তুম্, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তিনি কেবল বীর নন।

স্কন্দ। আর আমিও দেখ্‌ছি, শতানীকের যে শুধু কর্ত্তব্য নিষ্ঠা আছে তা নয়, দৃষ্টিরও প্রখরতা আছে—নইলে—

(গুপ্তচরের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! আমি ফিরে এসেছি।

স্কন্দ। ফিরে এসেছ?

দূত। হাঁ মহারাজ! হতাশ হ'য়ে ফিরে এসেছি।

স্কন্দ। পার নাই?

দূত। না—পারিনি।

স্কন্দ। সে কি?

দূত। চেষ্টার ত্রুটী করিনি মহারাজ! নীতির সর্ব্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগ ক'রেছিলাম, তবুও তাদের পৃথক্ ক'রতে পারিনি।

স্কন্দ। তাইত!

দূত। আমার অকৃতকার্য্যের জন্য আমায় শাস্তি দিন্—আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি।

স্কন্দ। দূত! তোমায় মার্জ্জনা করলাম—তুমি এখন যাও। (দূতের প্রস্থান) তা হ'লে এখন উপায় শতানীক?

শতানীক। সন্ধি।

স্কন্দ। কার সঙ্গে।

শতানীক। সামন্তরাজ-দ্বয়ের সঙ্গে।

স্কন্দ। মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে?

শতানীক। তাতে দোষ কি? শক্তিসংগ্রহের জন্য সন্ধিও আবশ্যক করে।

স্কন্দ। স্কন্দগুপ্ত সন্ধি করে না—করায়।

শতানীক। যুবরাজের অভিরুচি। [প্রস্থান।

স্কন্দ। শতানীকের প্রকৃতি উগ্র—কিন্তু অন্তর সাধু।

(যশোবর্ম্মার প্রবেশ)

কি সংবাদ যশোবর্ম্মা?

যশোবর্ম্মা। ভারতের প্রবেশপথে খিঙ্খিল শিবির স্থাপনা করেছে।

স্কন্দ। তাদের সংখ্যা?

যশোবর্ম্মা। আনুমানিক দশ সহস্রের অল্প নয়।

স্কন্দ। সঠিক জানতে পারনি ?

যশো। চরমুখে অবগত হ'লাম সপ্ত-সহস্র অশ্বারোহী ও তিন সহস্র পদাতিক সে হূনবাহিনীর সংখ্যা পূর্ণ করেছে ; আবশ্যক হ'লে আরও দলে পুষ্ট হ'তে পারে।

স্কন্দ। আক্রমণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় জান্তে পেরেছ ?

যশো। পেরেছি। তবে এখনও বিলম্ব আছে—খুব সম্ভব বর্ষাকালের পূর্ব্বে নয়।

স্কন্দ। কেন ?

যশো। সম্মুখে বর্ষাকাল। শতদ্রু এখন কুলপ্লাবী। এখন যুদ্ধের সময় নয়—অপেক্ষার সময়।

স্কন্দ। হ্যাঁ। যাও বন্ধু বিশ্রাম করগে। তুমি শ্রমক্লান্ত।

যশো। শত্রু যখন দ্বারদেশে—দুদিন বাদে যাকে অশ্বপৃষ্ঠে রাত্রি যাপন করতে হবে, পথশ্রম তাকে ক্লান্ত ক'র্‌তে পারে না।

স্কন্দ। জানি—তুমি দুর্ম্মদ যুদ্ধপ্রিয় কিন্তু এখনও সময় যথেষ্ট আছে।

যশো। স্মরণ রাখ্‌বেন, হূনরাজ শুধু যোদ্ধা নয়, পরম কূট, দুর্দ্ধর্ষ অত্যাচারী, আর একটাও জান্‌বেন, যে যুদ্ধে জাতির উত্থান ও পতন নির্ভর কর্‌ছে, বর্ষাকাল সময়টুকু তার কাছে মুহূর্ত্তকাল মাত্র। সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা।

স্কন্দ। যাও যশোবর্ম্মা। তুমি আমার নাম নিয়ে মথুরাবাসীদের সংবাদ দাও তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। আমি শতদ্রুতীরের যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে দেখা কর্‌বো ; আর তাদের জানিও এ যুদ্ধের সেনাপতি আর কেউ নয়, আমার বন্ধু বীরবর যশোবর্ম্মা।

(উভয়েরপ্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(উদাসীনের গীত ।

দেখা দাও মোরে দেখা দাও প্রভু
শূন্য জীবন ভরিয়া,
তোমার অমৃতে সকল অমৃত
মরণেতে যাক ঝরিয়া ॥
রবি শশী ঘেরা তব আঙিনায়,
ভাঙ্গা বীণা করে ভিখারীর প্রায়,
রয়েছি হে নাথ তব প্রতীক্ষায়—
তোমার ভরসা করিয়া।
দাও দেখা দাও দেখা দাও মোরে
শূন্য জীবন ভরিয়া ॥
সকাল সন্ধ্যা, কত বিভাবরী—
এসেছে গিয়েছে তুলিয়া লহরী ;
তুমি আস নাই, এসেছে বাঁশরী
পরাণ উদাস করিয়া ;
এস সখা এস, পরম প্রকাশে,
চরম-তৃপ্তি আন হৃদাকাশে,
নিখিলের সনে সেবার বসনে
লহ মোরে লহ বরিয়া—
দাও দেখা দাও, দেখা দাও নাথ,
শূন্য জীবন ভরিয়া ॥

তৃতীয় দৃশ্য।

গান্ধার ও কপিসার পর্ব্বতদ্বয়, নিম্নে শতদ্রু প্রবাহিতা
নদীর সানুদেশে যোদ্ধৃবেশে হূনরাজ দণ্ডায়মান।

খিঙ্খিল। কুরুবর্ষের ধূ ধূ বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম ক'রে ভারতবর্ষ জয় করতে এসেছি। বুকভরা উদ্যম প্রাণভরা শক্তি—জীবন ব্যাপী সাধনা, একি শুধু এমনিই ব্যর্থ হবে! কি দুর্দ্ধর্ষ অজেয় এই আর্য্যজাতি! ঈশ্বর কি শক্তি দিয়েই এদের ভারত শাসন করতে পাঠিয়েছেন! কি চমৎকার সামরিক প্রথা—কি সুন্দর যুদ্ধ কৌশল! এরা তেজে স্ফীত, দৃঢ়তায় দৃপ্ত; এদের জয়ে পূর্ণানন্দ, পরাজয়ে স্বর্গ। (সোল্লাসে) যেমন করে পারি এই ভারত জয় করব—শিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনা—প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ—ভেঙ্গে চুরমার ক'রে ভারতের বুকে হূনজাতির অমর বিজয় গাথা গেয়ে যাব। ঈশ্বর! শক্তি দাও—সহায় হও।

(বেগে শতানীকের প্রবেশ)

শতানীক। ডাক—ডাক—যুক্ত করে মুক্ত কণ্ঠে ডাক—এই অভ্রংলিহ গান্ধার-শৈল দীর্ণ করে ডাক।

খিঙ্খিল। কে তুমি?

শতানীক। কে আমি? হা—হা—হা [বিকট হাস্য]

খিঙ্খিল। কি মর্ম্মন্তুদ হাস্য! প্রকৃতিস্থ না উন্মাদ?

শতানীক। আমি উন্মাদ নহি হূনরাজ! পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। তোমায় এমন শিক্ষা দেব, যা দেখে কোন বৈদেশিক আর ভারত জয়ের কল্পনা মনেও আনতে না পারে।

খিঙ্খিল। (স্বগত) চক্ষে কটাক্ষ—অন্তরে ঘৃণা, হৃদয়ে ভয়-চঞ্চল—সাহসে দুর্জ্জয়—কি দুর্ম্মদ! একটা জাতির উচ্ছেদ্ করতে এসে আজ আমি ব্যক্তিত্বের ভয়ে মুহ্যমান্।

শতানীক। কি ভাব্‌ছ হূনরাজ! ভারত জয় করবে? কিন্তু এত শীঘ্র তা পারবে না ।

খিঙ্খিল। কেন? ভারত কি এতই শক্তিমান্?

শতানীক। তার পরিচয় কি পূর্ব্বে পাওনি?

খিঙ্খিল। তবুও এসেছি।

শতানীক। এসেছ, আবার ফিরেও যেতে হবে! অতিথি সৎকারে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।

খিঙ্খিল। শোন আগন্তুক। নিশ্চেষ্টতা জাতির লক্ষণ নয়—জাতির লক্ষণ কর্ম্মপ্রবণতায়। আমি এসেছি, ভারতে হূনজাতির স্থায়ী আধিপত্য করবার জন্য নয়,—এসেছি এ জয়ে একটা গৌরব আছে ব'লে।

শতা। পার্‌বে?

খিঙ্খিল। পার্‌ব।

শতা। কখনই নয়।

খিঙ্খিল। যেমন ক'রে পারি ক'র্‌ব। অবশ্যক হ'লে একশবার জন্মাবো—একশবার আসবো।

শতা। হূনরাজ! ভারত জয় কর্‌তে হ'লে নূতন অস্ত্রের আবশ্যক, দধীচির অস্থিতে সে অস্ত্র নির্ম্মাণ কর্‌তে হবে—পার্‌বে? হা—হা—হা!

(দ্রুত প্রস্থান)

খিঙ্খিল। এসেছিল যেন মহাশশ্মানে প্রেতের ভৈরব তাণ্ডব-নৃত্যের মত—চলেও গেল যেন—

(দূতের প্রবেশ)

খিঙ্খিল। কে তুমি?

দূত। সামন্তরাজ ধরসেন একখানা পত্র পাঠিয়েছেন।

(খিঙ্খিলের পত্র গ্রহণ ও পত্র পাঠ)

খিঙ্খিল। দূত! সামন্তরাজকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানিও—ব'লো আমি সত্বরই তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব। (দূতের প্রস্থান)

স্কন্দগুপ্ত! এইবার দেখবো তোমার কত শক্তি।

(গুপ্তচরের প্রবেশ)

কি সংবাদ?

গুপ্তচর। মথুরাবাহিনী—শতদ্রু তীরে শিবির সংস্থাপনের আয়োজন কর্‌ছে।

খিঙ্খিল। আমাদের সৈন্যও সে থানে প্রস্তুত থাক্‌তে সেনাপতিকে আদেশ দাওগে।

চতুর্থ দৃশ্য।

মগধ—কুমারগুপ্তের কক্ষ।

কুমার গুপ্ত।

কুমারগুপ্ত। স্কন্দ চ'লে গেছে আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধের এই বুকখানাও ভেঙ্গে গেছে। নির্জ্জনে যে তার স্মৃতি গুলিও মনে ক'রব, সে উপায়ও নেই। দিন রাত্রি ছোটরাণী চোখে চোখে রেখেছে—কে এলে? ছোটরাণী?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক! সম্রাট! দ্বারদেশে দূত অপেক্ষা কর্‌ছে।

কুমার। তাকে পাঠিয়ে দাও।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

রাজ্যে আর আমার প্রবৃত্তি নেই, তবুও বাধ্য হ'য়ে আমাকে—

(দূতের প্রবেশ)

দূত। সম্রাট! রাজা ধরসেন বড় রাজকুমারের অভ্যর্থনা করেন নি।

কুমার। করেন নি, এতে আমি আনন্দিত—যাও তার সাদর অভ্যর্থনার আয়োজন কর!

দূত। সম্রাট—

কুমার। এখনও দাঁড়িয়ে আছ? (কর্কশ বাক্যে) যাও।

(দূতের প্রস্থান)।

দুঃখ আমায় এত ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছে যে, কেউ দেখা কর্‌তে এলে সসম্মানে তাকে বিদায় দিতে পারি না। কি কর্‌বো—কি করবো—স্কন্দ—কি কর্‌ব। ঐ—ঐ আবার আস্‌ছে—পালা—পালা—রাক্ষসী পালা—তোর নিঃশ্বাসে বিষ আছে—কথায় জ্বালা আছে; তোর কি এত অনিষ্ট করেছি যে, নির্জ্জনেও একটু থাক্‌তে দিবিনা—যাই যাই— পালাই—পালাই—　　　　(পালাইবার উপক্রম)

(মহাদেবীর প্রবেশ)

মহাদেবী। সম্রাট!

কুমার। স্বরগুলো যেমন কর্কশ, মুখেও তেমনি নারকীয় ছবি।

মহাদেবী। সম্রাট! আমি রাণী মহাদেবী।

কুমার। এত মিথ্যা কথাও কইতে পারে। এদের বিশ্বাস নাই—এরা সব কর্‌তে পারে। ঈশ্বর! কি দিয়েই এদের সৃষ্টি ক'রেছিলে?

মহাদেবী। সম্রাট! আমি স্কন্দের মা—মহাদেবী।

কুমার। তুমি স্কন্দের মা, মহাদেবী?

(দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ।)

দৌবারিক। জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্রাটের অনুমতির অপেক্ষায়—

কুমার। এখন সাক্ষাতের অবসর নাই। (দৌবারিক প্রস্থানোদ্যত) দৌবারিক! (দৌবারিক ফিরিল)।

(স্বগতঃ) না, আমায় একটু শান্তিতেও থাক্‌তে দেবে না।

(প্রকাশ্যে) তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। (দৌবারিকের প্রস্থান) রাণি! তুমি একটু অন্তরালে যাও।

(মহাদেবীর প্রস্থান)

(জনৈক সম্ভ্রান্ত মগধবাসীর প্রবেশ)

ম-বা। মগধবাসীদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমি সম্রাটচরণে নিবেদন করতে এসেছি।

কুমার। এসেছ, তা আমায় কি করতে হবে?

ম-বা। ভৃত্যের প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা কর্‌বেন্, কি করতে হবে না হবে তা আমরা জানি না, তবে আমাদের বিশ্বাস, সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারলে আমাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হবে।

কুমার। কি বল্‌তে চাও বল।

ম-বা। ছোটরাজকুমারের নিষ্ঠুর কুৎসিত কদর্য্য উৎপীড়নে মগধে অবস্থান করা আমাদের অসাধ্য হ'য়ে উঠেছে।

কুমার। এর কিছুই নূতনত্ব নাই।

ম-বা। নূতনত্ব নাই!

কুমার। কিছু না, যদি বল্‌তে, সে আমার কিছু উপকার ক'রেছে তাহ'লে একটু নূতনতর ঠেক্‌ত এই পর্য্যন্ত।

ম-বা। সে কি মহারাজ!

কুমার। তা বৈ কি! সেই নেহাৎই একঘেয়ে পুরানো, যা তার জন্ম হতেই শুনে আস্‌সি।

ম-বা। সম্রাট! আমি প্রতিকারের আশায় এসেছি।

কুমার। ভুল ক'রেছ। তার মাথা মুড়িয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে মগধ প্রদক্ষিণ করাও, তবুও প্রতিকারের জন্য অন্যের দ্বারস্থ হ'য়ে নিজেকে অপমানিত ক'রো না—বুঝলে? এসব অক্ষমতার উক্তি—এতে লোকে হাসবে, বিদ্রূপ কর্‌বে।

ম-বা। সম্রাট! ভারতবাসী ভারতের ভাবী রাজাকে ভক্তি করতে শেখে - ঘৃণা করতে শেখে না, অত্যাচার সহ্য করতে জানে—প্রতিকার করতে জানে না।

কুমার। ব্যস্—তবে আর কি।

ম-বা। সম্রাট! আমাদের দুঃখ এই যে, আপনিও—

কুমার। দুঃখ কি শুধু একা তোমাদেরই—আমার নয়? কিন্তু কি করব—কি করব—আমার বুক ভেঙ্গে গেছে।

ম-বা। সম্রাট! ফিরে যাব?

কুমার। খুব সুস্থ মনে। শোন—তোমাদের দুঃখে আমার সহানুভূতি আছে—কিন্তু কি করব কি করব—আমার বুক ভেঙ্গে গেছে!

ম-বা। সম্রাটের জয় হোক। (প্রস্থান)

কুমার। আমি ভারত সম্রাট—লক্ষ লোকের ভাগ্য বিধাতা, তবু শাসন করতে পাচ্ছি না একটা নারী ও একটা উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে—হা—হা হা—(মহাদেবীর প্রবেশ) কে? মহাদেবী? এস! রাণি! আমি ভারত সম্রাট অথচ হা—হা—হা—

মহাদেবী। সম্রাট!

কুমার। না—শুন্‌লে, রাণি! শুন্‌লে পুরুর অত্যাচার?

মহাদেবী। সম্রাট! আমি পুরুকে নিষেধ করে দেব—

কুমার। খবর্দ্দার—না আমি ভাবব না—রাণি! পড়ে মনে পড়ে—স্কন্দের সেই আধ—আধ মা—মা—বুলি—বাবা বলে কোলে ছুটে আসা—পড়ে—মনে পড়ে?

মহা। পড়ে। মহারাজ! সন্তানের সেই প্রথম অস্ফুট মাতৃ-সম্ভাষণ আমার অন্তরে এখনও চিরজাগ্রত র'য়েছে।

কুমার। তারপর যে ধাত্রী সংবাদ এনেছিল, তাকে কি দিয়াছিলাম তা জান? কেবল মগধের সিংহাসন আর রাজমুকুটখানি দেইনি।

—সে আর যা চেয়েছিল, চাইবার আগেই আমি তাকে ত দিয়েছিলাম।

মহা। বর্ষণরত বারিদের ন্যায় সম্রাটের সেই সপ্রেম নিঃস্বার্থ দান—ত্যাগের সেই মূর্ত্ত বিগ্রহ জীবনে এর পূর্ব্বে আর কখন তেমন দেখিনি।

কুমার। ভিখারীর সেই জয় হোক আশীর্ব্বাদ—ভীমপলশ্রীর সেই অশ্রান্ত ঝঙ্কার—গঙ্গার সেই চঞ্চল পুলক নৃত্য—মূর্ত্তিমতী রাগিণী হ'য়ে এখনও আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করছে। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হ'য়ে গেছে, তবু এখনও যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি, অনুভব করছি রাণি! আমার কি দিনই গিয়েছে।

মহা। সম্রাট! দুঃখ করবেন না। স্কন্দ স্ব-ইচ্ছায় রাজ্য ত্যাগ করে গিয়েছে—নির্ব্বাসিত হয় নাই। স্কন্দ ত্যাগের দ্বারা দেশকে রক্ষা ক'রেছে—মহত্বের দ্বারা নীচতাকে জয় করেছে।

কুমার। সত্য বলেছ রাণি! দুঃখ করব না—সে আমার গর্ব্ব—সে সম্পৎ।

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমে। সে সম্রাটের গর্ব্ব,—মগধের সম্পৎ—না সম্রাট! সে ভারতের আদর্শ, জাতির মেরুদণ্ড।

কুমার। কে সোমেশ্বর? সোমেশ্বর! তুমি স্কন্দের বন্ধু, আমার পুত্র তুল্য! এই বুকের ওপর হাত দিয়ে দেখ, দেখ্‌তে পাবে, সেখানে সমুদ্রের গর্জ্জন আর প্রলয়ের হুঙ্কার, বিবেকের দংশন আর কর্ত্তব্যের অক্ষমতা; কি ভয়ঙ্কর! হো—হো—হো—

সোমে। সম্রাট! চোখের জল জ্ঞানী পুত্রের জন্য নয়, মূর্খ পুত্রের দিকে চেয়ে স্বর্গের দেবতারা হিংসা করছে, মানব নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে

রয়েছে, বিশ্ব নত জানু হয়ে ভক্তিভরে পূজা করছে, নদীর জল, আকাশের বিহঙ্গম তার জয়-গান করছে! দুঃখ কিসের?

কুমার। সোমেশ্বর! জান স্কন্দ এখনও বিদ্রোহ করে নি? ছোট ভাইয়ের প্রাধান্য এখনও তেমনই নতমস্তকে স্বীকার করছে?

সোমে। সম্রাট! সে এসেছে রাজ্য ভোগ করতে নয়, রাজ্য রক্ষা করতে। ভাইকে হিংসা করতে নয়, ভাইকে ভালবাসতে।

কুমার। বল—সেই সঙ্গে এও বল যে, রাজ্যেশ্বর হ'য়েও সে আজ ভিখারী, ভারতের সর্ব্বময় শাসক হয়েও পরের কৃপাপ্রার্থী—ছোট ভায়ের দাস।

সোমে। সম্রাট! এ তার মধুর দাসত্ব। বিদায়ের সময় তার মুখে আনন্দের যে জ্যোতিঃ ফুটে উঠেছিল, ত্যাগের যা দীপ্তি দেখেছিলাম—সমস্ত ভারত পর্য্যটন করেও কোথাও তা দেখি নি। সে কবির কল্পনা, কাব্যের উপমা, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা।

কুমার। ও—হো—হো—আমার এমন পুত্র! আমার বুক ভেঙ্গে গেছে, বুক ভেঙ্গে গেছে!

মহা। সম্রাট! সুস্থ হোন্।

কুমার। হব। হা—হা—হা— [দ্রুত প্রস্থান]

মহা। সম্রাট! সম্রাট! [সোমেশ্বর ও মহাদেবীর প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—মগধ।

উদ্যান বাটী

(পুরগুপ্ত, ইন্দ্রধ্বজ ও পারিষদগণ)

পুরগুপ্ত। খুব সহজে যুবরাজ হওয়া গেছে, কেমন হে ইন্দ্রধ্বজ?

ইন্দ্রধ্বজ। এমন আর কেউ হ'তে পারিনি।

১ম পারিষদ। চমৎকার, গায়ে হাত বুলিয়ে।

২য় পারিষদ। কি রকম!

ইন্দ্র। বোকা বানিয়ে।

১ম পারি। যা কেউ পারেনি।

২য় পারি। ভিক্ষে—ভিক্ষে—

পুরগুপ্ত। মগধের যুবরাজ ভিক্ষে করে না, কেড়ে নেয়।

ইন্দ্র। মগধের যুবরাজ দান করে—দান গ্রহণ করে না।

১ম পারি। গায়ের জোরে হে—গায়ের জোরে।

২য় পারি। কি মহানুভবতা—কি সদাশয়তা।

ইন্দ্র। বাছাধনকে এমন ছকে ফেলা গেছ্লো যে, ছাড়তে আর পথ পেলে না—কি বল?

১ম পারি। এর মধ্যে ওর নাম কি বেশ একটা কিন্তু আছে।

২য় পারি। আছে নাকি?

ইন্দ্র। আছে ব'লে আছে—বেশ লাগসই কিন্তু ওর নাম কি ওগরাতেও পারে না—কোগরাতেও পারে না।

১ম পারি। এস বাবা! হয় রাজ্য ত্যাগ কর, নয় যুদ্ধ কর—এই-হ ত চাই।

পুরগুপ্ত। আমি হলুম মগধের যুবরাজ—আর তোমরা?

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

ইন্দ্র। আমরা প্রবল প্রতাপান্বিত যুবরাজের সভাসদ্—

সোমে। পৃথিবীতে যত হতভাগা আছে, সব চেয়ে বেশী হতভাগা এই স্তাবকের দল।

১ম পারি। আমি হলুম একটা ছোট খাটো কেষ্ট বিষ্ণু!

২য় পারি। এই যেমন আরশুলা একটা পাখী আর বনমানুষ একটা মানুষ।

সোমে। (২য় পারিষদকে লক্ষ্য করিয়া) এটা দেখছি, পোষা মোসাহেব নয়, কেমন ছট্‌কে এসে পড়েছে।

পুরগুপ্ত। আমি হলুম প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড। আর তোমরা?

ইন্দ্র। আমি এই আশে পাশের গ্রহ উপগ্রহ।

১ম পারি। আমি চন্দ্র।

২য় পারি। রাহুগ্রস্ত।

সোমে। (স্বগতঃ) চমৎকার শ্লেষ।

পুরগুপ্ত। আমি সমুদ্র—

ইন্দ্র। আমি ঢেউ।

১ম পারি। আমি ফেণা।

২য় পারি। আমি ঘূর্ণী।

সোমে। (স্বগতঃ) এমন নির্ব্বোধ আর কাউকে দেখিনি, যারা ঘরের খেয়ে বড়লোকের বার বাড়ীর শোভা বৃদ্ধি করে, দুর্ভাগ্য শুধু এদের নয়, তাদেরও—এদের কথায় যারা তৃপ্তিলাভ করে।

ইন্দ্র। না, এ নিরিমিষ্যি আমোদ আর ভাল লাগছে না।

১ম পারি। যা ব'লেছ দাদা! এরকম শাঁখা প'রে সধবা থাকার চেয়ে বৈধব্য যন্ত্রণাও ভাল; কিঞ্চিৎ রকম ফের করলে ভাল হয় না? (২য় পারিষদকে লক্ষ্য করিয়া) কি বল?

২য় পারি। হ্যাঁ, যদি পরস্মৈপদী হয়।

ইন্দ্র। তবে যাই মানিনীদের ডেকে আনিগে।

(ইন্দ্রধ্বজের প্রস্থান)

পুরগুপ্ত। (সোমেশ্বরের প্রতি) তুমি যে বালবিধবার মত দাঁড়িয়ে রইলে? ভয় নাই—এসো—যোগ দাও।

সোমে। আমার প্রতি যুবরাজের অসীম অনুগ্রহ। কিন্তু ক্ষমা করবেন, গরীবের এ রকম আমোদ ধাতে সহ্য হয় না।

পুরগুপ্ত। হবে, নিশ্চয়ই হবে—যদি আমার সঙ্গ নাও।

(ইন্দ্রধ্বজের সহিত নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

নর্ত্তকীগণের গীত।

নয়নের কোণে খেলিছে গোপনে,
ফুলশর তব লাগিয়া।
মন কেড়ে নেওয়া সুধাকর হাসি
রয়েছে অধরে জাগিয়া॥
ব্যাকুল বাহুতে সোহাগ বাঁধন
করে অহরহ তোমারি সাধন॥
এস হে পিয়াসী প্রেম অভিলাষী
বিলাইব প্রেম সাধিয়া॥

ইন্দ্র। বেশ জমিয়েছে।

১ম পারি। খাসা সুন্দরী! বাহবা—বাহবা—

ইন্দ্র। কাদম্ব বেইমান নয়।

১ম পারি। পেটে গেলেই জানান্ দেয়।

পুরগুপ্ত। তোমরা এখন যাও। (নর্ত্তকী ও পারিষদগণের প্রস্থান) তারপর সোমেশ্বর?

সোমে। আজ্ঞা করুন!

পুরগুপ্ত। বিনয়ী বটে! কতদূর কি করলে?

সোমে। এখনও কিছু করে উঠতে পারিনি।

পুরগুপ্ত। করবার ইচ্ছাও বোধ হয় নাই।

সোমে। যুবরাজ বুদ্ধিমান।

পুরগুপ্ত। আমি জানতুম, ব্রাহ্মণ মিথ্যাবাদী হয় না।

সোমে। আর এটাও জানা উচিত ছিল যে, ব্রাহ্মণ নরহত্যা করে না—অনাহারে মৃত্যু হ'লেও না।

পুরগুপ্ত। তা হ'লে দেখছি প্রতারণা করেছ?

সোমে। প্রতারণা করা আমার স্বভাবও নয়—ধর্ম্মও নয়। আমি দেশভ্রমণে এসেছিলাম—হত্যা করতে আসিনি।

পুরগুপ্ত। তবে উৎকোচ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েছিলে কেন?

সোমে। সোমেশ্বর পাপার্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করা দূরের কথা—স্পর্শ করে না।

পুরগুপ্ত। তাহ'লে স্বীকার করনি?

সোমে। করেছিলাম—হত্যা করবার জন্য নয়—অপ্রকাশ রাখবার জন্য।

ইন্দ্র। (জড়িতকণ্ঠে) সুন্দরি—

পুরগুপ্ত। তবে এখানে আসার উদ্দেশ্য?

সোমে। উদ্দেশ্য যুবরাজের স্তুতি গাইবার জন্য নয়—উদ্দেশ্য স্কন্দকে নিরাপদ করবার জন্য, যদি কোন সংবাদ আহরণ করতে পারি।

পুরগুপ্ত। শয়তান্!

সোমে। শয়তান্ আমি না তুমি? শয়তান বিলাস বর্দ্ধিত মগধের যুবরাজ—না এই দীন ব্রাহ্মণ? কে শয়তান্? যে ভাইকে হত্যা করে সে? না, যে তাকে রক্ষা করে সে?

পুরগুপ্ত। সোমেশ্বর—

সোমে। যুবরাজ! নিজের রক্ত নিজে চিন্‌তে পার না? তুমি অতি কৃপার পাত্র।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(ধরসেনের মন্ত্রণা গৃহ)

ধরসেন ও খিঙ্খিল।

খিঙ্খিল। কিন্তু এতে আপনার লাভ ?

ধরসেন। শুধু মগধের প্রাধান্য অস্বীকার করা—এইমাত্র।

খিঙ্খিল। সামন্তরাজ কি সে ইচ্ছা নিজে পূর্ণ কর্‌তে পার্‌তেন না ?

ধরসেন। পার্‌লে—এ নিমন্ত্রণের আবশ্যক হ'তো না ; স্কন্দগুপ্তকে জয় করতে পারে, এমন বীর ভারতে আজও কেউ জন্মগ্রহণ করে নি।

খিঙ্খিল। আপনার সৌজন্যে পরম প্রীত হ'লাম্—কিন্তু কোন এক বিশেষ কারণ আপনাকে সাদরে গ্রহণ কর্‌তে আমার কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে।

ধরসেন। প্রকাশ করুন।

খিঙ্খিল। আপনার ভগিনী স্কন্দগুপ্তকে উপঢৌকন প্রদান কর্‌তে গিয়েছিলেন ?

ধরসেন। হ্যাঁ, এই রকম জনশ্রুতি।

খিঙ্খিল। জনশ্রুতি নয় ধ্রুবসত্য। খিঙ্খিল অসার কথার আলোচনা করে না।

ধরসেন। যদিই সে ক'রে থাকে—জানবেন তা আমার সম্পূর্ণ অনভিমতেই হয়েছে ;—তাই ব'লে একের অপরাধে অপরের দণ্ড ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অসঙ্গত।

খিঙ্খিল। শুনুন —এই খানে এর পরিসমাপ্তি নয়—স্কন্দগুপ্ত সে উপঢৌকন গ্রহণ করেন নি, প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন। দুঃখ কর্‌বেন না —অন্তরে আমি অপনাকে গ্রহণ করলেও সামরিক নীতিতে গ্রহণ কর্‌তে পারি না।

ধরসেন। হূনরাজ! আমি এর যথোচিত প্রতীকার করবো। মনে করবেন না—কোনরূপ ষড়যন্ত্র ক'রে আপনাকে আহ্বান ক'রেছি; ধরসেন শত্রুতা করে, গোপনে নয়—প্রকাশ্যে।

খিঙ্খিল। শপথ করুন, আপনার অন্তরে বাহিরে কোন দ্বৈধ ভাব নাই।

ধরসেন। শপথ করছি আমার বাক্যে ও কার্য্যে প্রভেদ নাই। হূনরাজকে শুধু যে একা আমিই সাহায্য করব তা নয়, আমার বন্ধু বীরবর বলভীরও আপনার সহায়তা করবেন।

খিঙ্খিল। ঐ আকাশের দিকে চেয়ে বলুন।

ধরসেন। আকাশের দিকে চেয়ে বলছি—মনে প্রাণে আমি আপনার সাহায্য করব। হূনরাজ! পরশ্ব অমাবস্যা—স্কন্দগুপ্ত শতদ্রুতীরে সৈন্য সমাবেশ করবে। আমরাও ঐ দিন শতদ্রু পার হ'য়ে—অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে তাদের আক্রমণ করব। আমাদের সাহায্যে ও অপনার যুদ্ধ-কৌশলে নিশ্চয়ই মথুরাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়বে। জয় অনিবার্য্য।

খিঙ্খিল। উত্তম প্রস্তাব। আমিও শতদ্রুতীরে সৈন্য সমাবেশ করতে আদেশ দিয়ে এসেছি; আপনিও অগ্রসর হোন্। আসি মহারাজ!

ধরসেন। আসুন। (অভিবাদনান্তে উভয়ের প্রস্থান)

(গান গাহিতে গাহিতে ইন্দ্রলেখার প্রবেশ)

জানি না কখন মনের আকাশে
　　প্রভাত আলোর ঢেউ লেগেছে।
সোনার রবি রঙ্ মেখে গায়—
　　রঙ্গিনতায় মেতে উঠেছে॥

ইন্দ্রলেখা। স্কন্দকে ভোলবার এত চেষ্টা করছি—তবুও মুহূর্ত্তের জন্য তাকে ভুলতে পারছি না। যেখানে যাই—যা করি—সেই মুখ

আর সেই স্মৃতি আমার চোখের সাম্‌নে সর্ব্বদাই ভেসে বেড়াচ্ছে—কেন এমন্ হয়?—

(মুরলার প্রবেশ)

মুরলা। বয়সের দোষে।

ইন্দ্রলেখা। কে—মুরলা? আয়।

মুরলা। বলি মনের মানুষ জুট্‌লো?

ইন্দ্রলেখা। অভাব কি!

মুরলা। ইস্।

ইন্দ্রলেখা। দেখ—যমুনায় বড় তুফান উঠেছে।

মুরলা। তাইত বল্‌ছি—পাকা মাঝির দরকার।

ইন্দ্রলেখা। সত্যি নাকি?

মুরলা। তোমার ভাই এখন জীবননদে প্রেমের বান ডেকেছে—পাড়ী মারতে হবে; পাকা মাঝি না থাক্‌লে মাঝ দরিয়ায় নৌকা ঘুরতে থাক্‌বে।

ইন্দ্রলেখা। আর তোর বুঝি ভাঁটা পড়েছে?

মুরলা। নয় ত' আর কি? পোড়া বিধাতা না দিয়েছেন্ রূপ, না দিয়েছেন রাজার ঘরে জন্ম, তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটাচ্ছি। রূপের নিশান উড়িয়ে পুরুষের হাটে ঘুর্‌তে পার্‌তুম্—মনের মানুষ বেছে নিতে পার্‌তুম।

ইন্দ্রলেখা। কত ঢংই জানিস্।

মুরলা। এলে কাছে নাগরমণি।
বস্‌বে মানে গরবিনী॥
ঘুর্‌বে ফির্‌বে ধর্‌বে চরণ, মজিস্‌নি কথায়।
(শেষে) পড়বে সেধে, চরণ ফাঁদে, নয়ন বাণের ঘায়।

ইন্দ্রলেখা। নে থাম্, ঐ দাদা আস্‌ছেন্।

মুরলা। বোন্ শুনেছ, তোমার দাদা খিঙ্খিলের সাহায্যে, আগামী অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিত অবস্থায় স্কন্দগুপ্তকে আক্রমণ কর্‌বেন, খিঙ্খিলের সঙ্গে এইরূপ পরামর্শ করেছেন্।

ইন্দ্রলেখা। কি ক'রে জান্‌লি?

মুরলা। তোমায় খুঁজ্‌তে এসে দেখি, উভয়ে মন্ত্রণা কর্‌ছেন, যা শুনেছিলাম্, তার সারাংশ মাত্র এইটুকু।

(মুরলার প্রস্থান)

(ধরসেনের পুনঃ প্রবেশ)

ধরসেন। আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম্।

ইন্দ্রলেখা। কেন দাদা?

ধরসেন। তুমি স্কন্দগুপ্তকে সম্মানিত করতে গিয়েছিলে, এ কথা কি সত্য?

ইন্দ্রলেখা। হ্যাঁ।

ধরসেন। স্কন্দ তা সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করেছে?

ইন্দ্রলেখা। (নিরুত্তর)

ধরসেন। লজ্জা হ'ল না?

ইন্দ্রলেখা। কার? আমার না তোমার?

ধরসেন। স্বাধীন হওয়া কি লজ্জার কথা,—শক্তির উপাসনা করা কি নিন্দনীয়?

ইন্দ্রলেখা। না। শক্তি থাকে নিজেই স্কন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আমি স্বহস্তে তোমায় যুদ্ধসাজে সাজিয়ে দেব। কিন্তু একি! খিঙ্খিল তোমার কে? আর কেনই বা তার সঙ্গে ভীষণ নারকীয় ষড়যন্ত্র ক'রে ভারতের সর্ব্বোজ্জ্বল গৌরবরত্নকে আঘাত কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছ? এটি খুব শক্তির পরিচায়ক—খুব প্রশংসার কার্য্য বটে!

ধরসেন। ইন্দ্রলেখা!

ইন্দ্রলেখা। ভাই! এখনও এ পথ পরিত্যাগ কর। জানি জগতে যত কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ আছে, সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এই স্বাধীনতা, আর সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বৃত্তির অনুশীলন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা; তবু— তবুও এই শতঘৃণ্য পঙ্কিল পিচ্ছিল পথে সে স্বাধীনতা ক্রয় করবার চেষ্টা ক'রোনা।

ধরসেন। চমৎকার! নিজের জঘন্য বৃত্তিকে—

ইন্দ্রলেখা। তুমি মানুষ নও—পশু।

ধরসেন। তুই দূর হ।

(ধরসেনের প্রস্থান)

(মুরলার পুনঃ প্রবেশ)

মুরলা। কোথা যাবে বোন্?

ইন্দ্রলেখা। যেখানে দুচক্ষু যায়।

মুরলা। বোন্, নারী একটা আশ্রয় ত্যাগ করে, অন্য আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে। নারীর স্বাতন্ত্র্য আ'র যেখানেই থাকুক্—এখানে নাই! ভাই তিরস্কার করুন,—তাড়িয়ে দিন, তবু সে ভাই। ভায়ের লাঞ্ছনা যতই তীব্র হোক্, তা অন্যের চেয়ে লঘু।

ইন্দ্রলেখা। ভায়ের স্নেহ হারিয়ে আর আমি এখানে থাকতে চাই না।

মুরলা। নিতান্তই যাবে বোন্?

ইন্দ্রলেখা। হ্যাঁ বোন্ নিশ্চয়ই যাবো।

মুরলা। তবে আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও।

সপ্তম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রান্তভাগ।

ধরসেন ও খিঙ্খিল

ধরসেন। কি অজেয় বীর এই স্কন্দগুপ্ত ও যশোবর্ম্মা। সম্মুখে পশ্চাতে কোন দিকেই দৃষ্টি নাই, কেবল দুর্ব্বার বিক্রমে হূনবাহিনী ধরাশায়ী করছে। ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, কেবল হত্যা—আর হত্যা! কি ভীষণ! কি ভয়ানক!

(হূন সৈন্যের প্রবেশ)

হূন সৈন্য। মহারাজ! যুদ্ধের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক; রাজা বলভীর মৃত, সেনাপতি নিরুদ্দিষ্ট।

খিঙ্খিল। যাও যুদ্ধ করগে।হয় মরবে, না হয় জয়লাভ করবে।

(হূনসৈন্যের প্রস্থান)

খিঙ্খিল। ঐ বিপক্ষের জয়ধ্বনি—ঐ আহতের আর্ত্তনাদ, ঐ মুমূর্ষুদের ক্ষীণ করুণ কম্পকণ্ঠ ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। কি করি, কোন্ উপায়ে, কেমন্ করে এর প্রতিবিধান ক'রবো।

ধরসেন। হূনরাজ! এমন যুদ্ধ আমি জীবনে কখনও দেখি নি, যে একরাত্রেই আমাদের বিশ হাজার সৈন্য নিহত অথচ শত্রুপক্ষের পাঁচ-হাজারও আহত হয়নি। এমন শৌর্য্য—

(হূনসৈন্যের প্রবেশ)

হূনসৈন্য। গেল—গেল—সব গেল—ওরে বাবারে, কি লড়াই—আর বুঝি আমাদের রক্ষে নেই।

খিঙ্খিল। তাই প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছ? দাঁড়াও! যে সৈনিক মরতে এসে মৃত্যুকে ভয় করে—মৃত্যুই তার যোগ্য শাস্তি।

(তরবারি উত্তোলন ও কেশাকর্ষণ)

হূনসৈন্য। দোহাই মহারাজ! দোহাই।

খিঙ্খিল। যা নরাধম—তোকে হত্যা ক'রে আর অস্ত্রের অসম্মান করব না—দূর হ। লজ্জা হয় যে, এই সমস্ত সৈন্য নিয়ে ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বীর স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে এসেছি।

ধরসেন। হূনরাজ! আর আমাদের রক্ষা নাই—ঐ দেখুন মথুরা-সৈন্যেরা আমাদের চক্রাকারে ঘেরাও করছে; যে দিকেই চাই—সেই দিকেই দেখি, বিরাট—বিপুল বিপক্ষবাহিনী।

(হূনসৈন্যের প্রবেশ)

হূনসৈন্য। পালান্ মহারাজ, পালান্!

খিঙ্খিল। সে কি সৈনিক?

হূনসৈন্য। স্কন্দগুপ্ত ঘোষণা ক'রেছে, যে আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

খিঙ্খিল। সৈনিক! তোমাদের এই বিশ হাজার প্রাণের চেয়েও আমার প্রাণ কি এতই মহার্ঘ্য? যাও, আমার নাম নিয়ে তোমরা যুদ্ধ কর।

(হূনসৈন্যের প্রস্থান)

ধরসেন। ঐ দেখুন রণক্লান্ত হূনসৈন্যেরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করছে; যারা করছে না, তাদের দেহ—চলে আসুন হূনরাজ! বিলম্বে বিপক্ষেরা এসে পড়্বে।

খিঙ্খিল। কি বলছেন্ সামন্তরাজ?

ধরসেন। ঠিকই বল্ছি হূনরাজ, আর আমাদের জয়ের কোন আশা নাই, স্কন্দগুপ্ত আজ কালান্তকের মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হ'য়েছে, কারো সাধ্য নাই তার গতিরোধ করে,—ঐ যশোবর্ম্মা ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে। ঐ দেখুন্ স্কন্দের উন্মুক্ত তরবারি অন্ধকারে বিদ্যুতের মত

ঝলসে উঠ্‌লো—ঐ—ঐ হুনসৈন্যদের প্রাণহীন দেহগুলো বাত্যা বিক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গের মত লুটিয়ে পড়্‌ছে। ঐ দেখুন্ যশোবর্ম্মার পশ্চাতে স্কন্দও প্রলয়ের সৃষ্টি ক'রে এই দিকেই আস্‌ছে হুনরাজ! শীঘ্র আসুন—এখনও বোধ হয় ঐ পথটা অরক্ষিত আছে—আসুন।

(নেপথ্যে) জয় মহাবীর স্কন্দগুপ্তের জয়!

(বলিতে বলিতে সসৈন্যে যশোবর্ম্মা আসিয়া উভয়ের গাতরোধ করিল।)

যশো। হুনরাজ! আপনাকে অভ্যাগতের সমাদরে আমি নিমন্ত্রণ ক'রতে এসেছি। আর তরোবারি উত্তোলনের আবশ্যক নাই, আপনাদের বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। আসুন, ভারতের যুবরাজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রাজা ধরসেন, পালাবার চেষ্টা করবেন না—পারবেন না। আপনাদের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র অসংখ্য মথুরা সৈন্য।

খিঙ্খিল। তবে কি আমরা বন্দী?

যশো। ঠিক তাই। আসুন, বিলম্ব করবেন না।

খিঙ্খিল। স্পর্দ্ধা তোমার যে জীবিত কেশরীর কেশাকর্ষণ করতে এসেছ? তুমি কি জান না যে, খিঙ্খিল যখন বন্দী হয়, তখন প্রলয়ের সৃষ্টি ক'রেই সে বন্দী হয়—যখন মরে—

(যশোবর্ম্মার প্রতি খিঙ্খিলের তরবারি উত্তোলন ও যশোবর্ম্মার তরবারির আঘাতে খিঙ্খিলের তরবারি করচ্যুত হইল।

স্কন্দগুপ্ত। (প্রবেশ করিয়া) এমনিই অসহায় শিশুর মতই মরে।

খিঙ্খিল। সাবধান্ স্কন্দগুপ্ত!

যশো। সাবধান হুনরাজ!

স্কন্দগুপ্ত। সৈন্যগণ। বন্দী কর (সৈন্যদের তথাকরণ)

যশোবর্ম্মা! এদের দুজনকেই মথুরায় নিয়ে যাও—বিচার করব।

(স্কন্দগুপ্তের প্রস্থান)

যশো। আসুন।

(বেগে শতানীকের প্রবেশ)

শতানীক। হাঃ—হাঃ—হাঃ

(খিঙ্খিল শতানীকের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।)

অষ্টম দৃশ্য।

মথুরা রাজসভা।

সিংহাসনোপরি স্কন্দগুপ্ত, দুই পার্শ্বে মথুরাবাসী, যশোবর্ম্মা, প্রহরী, ঘাতক ইত্যাদি।

স্কন্দ। হূনরাজ! ধরসেন! আমি তোমাদের বিচার করব। সে বিচারে বিভীষিকার সৃষ্টি হবে ; আতঙ্কে এই বসুন্ধরা কেঁপে উঠবে—প্রস্তুত হও।

খিঙ্খিল। প্রাণের ভয় নিয়ে বীর স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্য কুরুবর্ষের দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে এখানে আসিনি।

স্কন্দ। উত্তম। বীর! তুমি এখন ভারত জয়ের আশা পরিত্যাগ ক'রেছ ?

খিঙ্খিল। না। জীবন থাকতে সে আশা পরিত্যাগ করতে পারব না।

স্কন্দ। যা জীবন থাক্‌তে পারবে না—জীবন অবসানে তাতো পারবে ?

খিঙ্খিল। আমাকে কি তোমার দম্ভ শোনাতে এখানে আনা হ'য়েছে।

স্কন্দ। তা নয়। (ঘাতক ও প্রহরীদের দিকে দেখাইয়া) দেখছ এ সব ?

খিঙ্খিল। দেখছি, আমার হত্যার উদ্যোগ দেখ্‌ছি, ভারত-বীরের এই যোগ্য ব্যবহারই বটে।

স্কন্দ। হূনরাজ! তোমার নির্ম্মম অত্যাচারে কত জনাকীর্ণ নগর শ্মশানের নিস্তব্ধতাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছে; কত পতিপুত্রহীনা নারী এখনও গগন-ভেদী হাহাকার ক'র্‌ছে; ভারতের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রোল উঠেছে। স্মরণ কর, তোমার সেই মলিন কার্য্যকলাপ—সেই অমানুষিক অত্যাচার। যে অত্যাচারে শিশু মাতৃ-বক্ষে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে, সাধ্বীর উষ্ণ অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হয়েছে—আজ তারই প্রতিশোধ নেব। দস্যু! তোমার শাস্তি কি জান? তোমার শাস্তি আজীবন ভারত-কারাবাস।

খিঙ্খিল। ভারত-কারাবাস!

স্কন্দ। হ্যাঁ—ভারত-কারাবাস। তাও অপ্রকাশ্যে নয়, প্রকাশ্যে। মগধের কারাগারে নয়—মগধের প্রকাশ্য রাজপথে। প্রভাত সূর্য্য পশ্চিমে অস্তমিত হবে—দিন বর্ষের অপেক্ষা কর্ব্বে, তবু—তবুও তোমায় মুক্ত ক'রে দেব না—এই তোমার শাস্তি।

খিঙ্খিল। আমি বীর। মরতে ভয় পাই না—কিন্তু এই অমানুষিক—

স্কন্দ। হ্যাঁ। আজ তার আবশ্যক হ'য়েছে। হূনরাজ! তুমি বীর নও, পিশাচ—কাপুরুষ। তুমি দেশজয় করতে আসনি—লুণ্ঠন কর্‌তে এসেছ; যুদ্ধ করতে আসনি—হত্যা কর্‌তে এসেছ। (ঘাতকের প্রতি) যাও নিয়ে যাও।

খিঙ্খিল। ভারত-বীর! আমার একটা অনুরোধ—আমার দেহের অস্থি মাংস খণ্ড বিখণ্ড কর—তবু—তবু এই অসম্মান—

স্কন্দ। উত্তম। হূনরাজ! তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখ্‌বো না! ঘাতক এর ছিন্ন শির আজই আমাকে এনে দেবে—যাও। (ঘাতকের যাইবার উপক্রম)

খিঙ্খিল। ভারত-রাজকুমার! আমার অন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।

স্কন্দ। না দাঁড়াও। দস্যু! তোমায় এত শীঘ্র শেষ ক'র্‌বো না। দীর্ঘকাল কারাবাসের পর যখন চক্ষু কোঠরগত হ'বে—দৃষ্টি সঙ্কুচিত হ'য়ে আস্‌বে, তখন—

খিঙ্খিল। ওঃ! একবার যদি মুক্তি পাই, তা হ'লে—

স্কন্দ। তা হ'লে কি ক'র্‌বে?

খিঙ্খিল। এর প্রতিবিধান ক'র্‌বো। জগতকে দেখাব বীর কে? আমি—না—তুমি!

স্কন্দ। তোমার নির্ভীকতা প্রশংসনীয় বটে। উত্তম। তোমায় মুক্ত ক'রে দেব।

খিঙ্খিল। দেবে—মুক্ত ক'রে দেবে?

স্কন্দ। হ্যাঁ—দেব। স্বীকার কর, তুমি—অবনত মস্তকে আমার আদেশ পালন কর্‌বে। কর—স্বীকার কর।

খিঙ্খিল। কখনই না।

স্কন্দ। দেখ, ভাল ক'রে ভেবে দেখ; এক দিকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য—স্বাধীনতা, আর এক দিকে হত্যা—লজ্জা—কারাবাস। ভেবে দেখ কি চাই।

খিঙ্খিল। বেশ—আমি স্বীকৃত।

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! সন্ধি পত্র দাও। হূনরাজ! সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর কর যে, জীবনে আর কখন ভারতে পদার্পণ কর্‌বে না। (খিঙ্খিল স্বাক্ষর করিল যাও বীর—তুমি মুক্ত। (খিঙ্খিলের প্রস্থান) ধরসেন! দাঁড়াও! হাত জোড় ক'রে দাঁড়াও। দেশদ্রোহী! আমি খিঙ্খিলকে তত ঘৃণা করি না—যত তোমাকে করি। শুদ্ধদেশদ্রোহী ব'লে নয়, জাতিদ্রোহী ব'লেও ঘৃণা করি। তোমার যোগ্য শাস্তি আমি নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছি।

ধরসেন। আমিও দণ্ড গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছি।

স্কন্দ। উত্তম। বীর মথুরাবাসিগণ! প্রিয়বর যশোবর্ম্মা! আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী আমি এই দেশদ্রোহীর শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি। আপনারা এই ক্রূর কৃতঘ্নের মুক্তি চান?—না শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন?

সকলে। আমরা সকলেই শাস্তি দিতে ইচ্ছা করি।

স্কন্দ। আপনাদের অভিপ্রায় আমি অবগত হলাম। ধরসেন! মগধের প্রাধান্য কি তোমার এত দুর্ব্বিসহ হ'য়ে উঠে ছিল যে, বিজাতি বিধর্ম্মীর পদলেহন করতে গিয়েছিলে—কি ক'রেছিল তোমায় এই দেশ—যে যার জন্য জাতি, ধর্ম্ম—

ধরসেন। আমি উপদেশ গ্রহণ করতে আসিনি—শাস্তি গ্রহণ করতেই এসেছি।

স্কন্দ। ধরসেন! শাস্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছ? ঘাতক! এই দেশদ্রোহীর হাত দুখানা কেটে দেবে, যাতে দেশের বিরুদ্ধে আর অস্ত্র না তুলতে পারে। (সিংহাসন হইতে অবতরণ—গমন—পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন) ভেবেছ, হাত গেলে মুখ আছে, মন্ত্রণা দেবার জন্য। না। তোমায় সে সুযোগও দেবনা। ঘাতক! এর জিহ্বাও উপড়ে ফেল্‌বে।

(প্রস্থানোদ্যত)

ধরসেন। এই আমার যোগ্য শাস্তি?

স্কন্দ। না—এও তোমার যোগ্য শাস্তি নয়; কিন্তু কি করবো এর চেয়ে যোগ্য শাস্তি এখন কিছু আবিষ্কার করতে পারি নি। (মথুরাবাসীগণের প্রতি) দণ্ড আপনাদের ইচ্ছানুরূপ হয়েছে?

বৃদ্ধ জননায়ক। অতি কঠোর দণ্ড। আমাদের ইচ্ছা, কিছু লঘু শাস্তি দেওয়া।

স্কন্দ। উত্তম। আমি আদেশ প্রত্যাহার করলাম। ঘাতক! ঐ সুপ্রশস্ত ললাটে—উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে একটা দেশদ্রোহিতার চিহ্ন এঁকে দেবে। নিয়ে যাও। (গমনোদ্যত)

বৃদ্ধ জননায়ক। আমাদের বিনীত অনুরোধ—

স্কন্দ। বলুন।

বৃদ্ধ জননায়ক। কারাবন্দী ক'রে রাখা।

স্কন্দ। উত্তম। প্রহরি! বন্দীকে আজীবন কারারুদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে।

(স্কন্দগুপ্ত ব্যতীত সকলের প্রস্থান ও শশব্যস্তে শতানীকের প্রবেশ)

শতানীক। কৈ, কোথায় হূনরাজ?

স্কন্দ। আমি তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি শতানীক!

শতানীক। কি মূল্যে?

স্কন্দ। তাকে মুক্ত করায় একটা গৌরব আছে—যে গৌরব পৃথিবী জয় কর্‌লেও অর্জ্জন করা যায় না—এই মূল্যে।

শতানীক। এই ঔদার্য্যই এক দিন গুপ্তসাম্রাজ্যের কালস্বরূপ হবে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—জালন্ধর রাজসভা।

(গোবিন্দগুপ্ত ও সম্ভ্রান্তবংশীয় মগধবাসিদ্বয়)

গোবিন্দ। আপনাদের উদ্দেশ্য সাধু, অন্তরও পবিত্র; কিন্তু সম্রাট কুমারগুপ্ত যা ক'রেছেন, তা উচিত বিবেচনা ক'রেই ক'রেছেন!

১ম। শ্রদ্ধেয় জালন্ধররাজ! মানসনেত্রে একবার মগধের বাহিরের দিকে চেয়ে দেখুন, কালের কৃষ্ণগর্ভে প্রলয়ের যে ঝটিকা উত্থিত হবার সূচনা হয়েছে—

গোবিন্দ। তা আমি কি করব? তাঁর রাজ্য তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, এতে আমার কিছু করবার অধিকার নাই, আর সম্ভবতঃ আপনাদেরও নাই।

২য়। অধিকার ব'লে না হোক্, অগ্রজের প্রতি আপনার একটা কর্ত্তব্য আছে; আপনার উচিত নয় কি, তাঁকে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

গোবিন্দ। তা সত্য।

২য়। মহানুভব রাজন্! এ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আলোচনা নয়, এ একটা সাম্রাজ্য সম্বন্ধে শুভ অশুভের তর্ক-বিতর্ক; আর যে সাম্রাজ্য এতদিন চন্দন তরুর ন্যায় সুগন্ধ বিস্তার ক'রেছে, সূর্য্যের ন্যায় জগতকে আলোক দান ক'রেছে, জলধির ন্যায় পৃথিবীকে শস্য-শ্যামা ক'রেছে, আপনার উচিত আচরণ নয়, সেই সাম্রাজ্যকে শুদ্ধ মান-অভিমানের কষ্টি

পাথরে নিগৃহীত করা। অধিকার, অনধিকারের তর্কের সূক্ষ্ম কূট কৌশলে তাকে ধ্বংসের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'তে দেওয়া।

গোবিন্দ। আপনারা সুধী সুবক্তা। তর্কে আপনাদের স্বীয় অভিমতে আনয়ন করা, আমার উদ্দেশ্যও নয়—অভিপ্রায়ও নয়। আমি মাত্র এই বল্‌তে চাই, যে কোন কনিষ্ঠেরই উচিত ধর্ম্ম নয়—অগ্রজের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা; তা ধর্ম্মানুযায়ীই হোক—আর স্নেহানুগামীই হোক। আর সাম্রাজ্য? যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হন, ত তাকে রক্ষা করা আমি কেন, বোধ করি দেবতাদেরও অসাধ্য।

১ম মগধবাসী। রাজন্! আমরা বিদায় গ্রহণ কর্‌ছি। তবে একটা কথা—অগ্রজকে সম্মান দান অতি মহৎ, পবিত্র। কিন্তু সে সম্মান কি এত ঊর্দ্ধে যে লোকমতকে উপেক্ষা ক'র্‌বে? জাতির সুখ—ঐশ্বর্য্যের অন্তরায়ের কারণ হবে? ভ্রাতৃ-স্নেহ কি কর্ত্তব্যকে চেপে রাখ্‌বে? শান্তি ও সুশৃঙ্খলার রাজ্যে অশান্তির তীব্র হলাহল ছড়িয়ে দেবে।

গোবিন্দ। শুনুন। ভ্রম মানবের অনিবার্য্য, যদি তার ওপর বার্দ্ধক্য প্রবল হয়। আপনাদের সমস্ত অভিপ্রায় সম্রাট সমীপে বিবৃত করুন তিনিই এর প্রতিকার কর্‌বেন। আমি জানি, তিনি যেমনি দৃঢ়, প্রতিকার কর্‌বার শক্তিও তাঁর তেমনি যথেষ্ঠ। এমন সরল—উদার পূজ্য বহুমানাস্পদ সম্রাটকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেওয়া মানববৃত্তির পরিচায়ক নয়। ভাব্‌বেন না যে, এ উক্তি আমার আক্রোশ-প্রসূত। আপনারা রাজ্যের হিতার্থী—মন্ত্রণা কুশলী। দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি সরল বুদ্ধিতে আমিও যেমন বুঝি, আপনারাও তেমনই বোঝেন; কেবল এটা বোঝেন না, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের শাসন পথ শুধু সঙ্কীর্ণ নয়—অত্যন্ত বন্ধুর। আমি আরও জানি যে, কর্ত্তব্যের অভিযোগের চেয়ে শাসনের নিষ্ঠুরতা অধিক ফলপ্রদ, তথাপি—

২য় মগধবাসী। মহানুভব! আমাদের উদ্দেশ্য সম্রাটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা নয়, উদ্দেশ্য মোহাচ্ছন্ন সম্রাটকে—

গোবিন্দ। মোহমুক্ত করা। তাও আমি জানি কিন্তু তিনি কি এতই নির্ব্বোধ আর এতই জ্ঞানহীন যে, এই শিশুদেরও বোধ্য বিষয়টা বুঝ্‌তে পারেন না? পারেন। কিন্তু বুঝেও যদি তার প্রতিকার না করেন, তাঁকে বোঝাতে যাওয়া যে মানবের কত বড় ধৃষ্টতা, তা কি একবার ভেবে দেখেছেন। এই ত গেল প্রতিকারের প্রধান ও প্রথম উপায়। দ্বিতীয় —প্রকাশ্যে শত্রুতা ক'রে সম্রাটের এই স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়ের প্রতিরোধ করা কিন্তু সেটা কি এত সহজ! আর আমার ইচ্ছা এরূপ নয় যে, ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের পুনরভিনয় হয়।

১ম মগধবাসী। মহানুভব রাজন! আমরা এই বুঝলাম যে, আমাদের প্রতি আপনার কোন সহানুভূতি নাই। অভিযোগেরও যে কোন মূল্য আছে, বোধ করি তাও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। [২য় মগধবাসীর প্রতি] চলুন। দীন ভিক্ষুকের কাকুতি মহারাজের হৃদয়কে স্পর্শ করে সে সৌভাগ্য আমাদের নাই। হায় হতভাগ্য আর্য্যাবর্ত্ত!

(প্রস্থানোদ্যত)

গোবিন্দ। শুনুন।

১ম মগধবাসী। মহারাজ! আর নয়। আমরা ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছিলাম কিন্তু সে ভিক্ষা শুধু যে আমাদেরই বর্দ্ধিষ্ণু করতো তা নয়— জাতিকেও জয়শীল করতো। কি স্কন্দের, কি আপনার উভয়েরই উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যকে সৌভাগ্যের স্বর্ণমুকুটে পরিভূষিত করা; কিন্তু তা হবার নয়। আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পা'চ্ছি, এ মগধ সাম্রাজ্যের আর বেশীদিন অস্তিত্ব নাই। নইলে যে দুজনেই রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ—স্নেহ তাঁদের পঙ্গু করবে কেন! মহারাজ আমরা চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যত)

গোবিন্দ। দাঁড়ান! গিয়ে কি করবেন?

প্রথম মগধবাসী। যদি পারি—আমাদের স্বাতন্ত্র্য আমরা রক্ষা করবো।

গোবিন্দ। অর্থাৎ?

১ম মধগবাসী। অর্থাৎ আমরা বুঝেছি, সম্রাটের শক্তি বিলুপ্ত হওয়াই আবশ্যক। পুরুকে শাসন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যদি পারি এ সমস্তের যথোচিত প্রতিকার ক'রবো। আর না পারি, মগধকে জন্মের মত প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করবো।

গোবিন্দ। কিন্তু—

১ম মগধবাসী। না মহারাজ। ভিক্ষে ক'রে আর আমরা শক্তির অপব্যবহার করবো না।

গোবিন্দ। তবু, আমার অনুরোধ সম্রাটকে আর একবার বোঝাবার চেষ্টা করুন।

২য় মগধবাসী। কাকে বোঝাবার চেষ্টাকরবো মহারাজ? সম্রাটকে? তিনি ত' ঘোর উন্মাদ।

গোবিন্দ। উন্মাদ?

২য় মগধবাসী। তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের, শক্তির সঙ্গে অসামর্থ্যের যে করুণ দৃশ্য দেখে এসেছি—তা পাষাণকেও দ্রব ক'রে দেয়।

গোবিন্দ। হুঁ। আর ভ্রাতৃজায়া?

২য় মগধবাসী। তিনি শারীরিক কুশলে আছেন, কিন্তু অতি অল্প দিনই এমন গেছে, যে দিন ছোটরাণীর কাছে তিরস্কৃত না হ'য়েছেন!

গোবিন্দ। আর অন্যান্য?

২য় মগধবাসী। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য যে আর্য্যাবর্ত্তের পাটমহিষী—আমাদের মাতৃতুল্যা মহারাণী নন—ঘৃণ্যা ছোটরাণী।

গোবিন্দ। আর স্কন্দের?

২য় মগধবাসী। ছোটরাণী ও পুরুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি

রাজ্যত্যাগ ক'রে মথুরায় অবস্থান ক'র্‌ছেন। শুনেছি সম্প্রতি হূনযুদ্ধে জয়ীও হয়েছেন।

১ম মগধবাসী। রাজন! এর কি কোনই প্রতিকার নাই?

গোবিন্দ। আছে। আপনারা ইন্ধনের ব্যবস্থা করুন, আমি স্বহস্তে তাকে প্রজ্জ্বালিত করব। (প্রস্থান।)

দ্বিতীয়দৃশ্য।

স্থান—মগধ।

পুরুগুপ্তের কক্ষ।

পুরুগুপ্ত ও ইন্দ্রধ্বজ।

পুরুগুপ্ত। দেখ ইন্দ্রধ্বজ! স্কন্দকে হত্যা করা আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না।

ইন্দ্রধ্বজ। হাজার হোক ভাই ত'—উদর আর সহোদর বড় তফাৎ নেই।

পুরু। স্কন্দ আমার সহোদর নয়—বৈমাত্রেয়।

ইন্দ্র। এ বিষয়ে আমার অন্যমত নেই।

পুরু। ইন্দ্রধ্বজ! তুমি আমার কে?

ইন্দ্র। আস্‌বাব।

পুরু। আস্‌বাব কি রকম?

ইন্দ্র। হাতী ঘোড়া যেমন আস্‌বাব—মোসাহেবও তেমনি একটা আস্‌বাব। তফাৎ এই—হাতী ঘোড়ায় খেতে দিলে খায়—না দিলে খায় না—এরা খায় আবার চাট ও মারে।

পুর। হাঃ হাঃ হাঃ। দেখ ইন্দ্রধ্বজ! বৌদ্ধ বেটারা হোল নিরিমিষ্যির ঢিবি।

ইন্দ্র। বেটাদের দশাই হ'ল ঐ এক এক বেটা ঘি-দুধ খাবার যম কিন্তু কাজের বেলায় ফক্কিকারী।

পুর। তাই একটা মতলব ঠাউরেছি—সেটা অবশ্য তোমার 'ওপর নির্ভর কর্‌ছে।

ইন্দ্র। আমার স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই—যুবরাজের সঙ্গে আমি মিশেই আছি।

পুর। আমার ইচ্ছা—

ইন্দ্র। আমারও তাই।

পুর। স্কন্দকে তুমিই সাবাড় করবে।

ইন্দ্র। 'ওরে বাবা— (ভয়ে পিছাইয়া আসিল)

পুর। আমার ইচ্ছা—

ইন্দ্র। ও না শোনাই ভাল।

পুর। শোন—

ইন্দ্র। আমার সাত পুরুষেও অস্ত্র ধরেনি।

পুর। তাকে হত্যা করবে না—তার পানীয়ে বিষ মেশাবে—বাল্য-কাল থেকে সে তোমাকে অধিক স্নেহ করে।

ইন্দ্র। (সভয়ে) আমি?

পুর। হ্যাঁ, তুমি। আমার ইচ্ছা নয় যে, এ সংবাদ আর কেহ জান্‌তে পারে।

ইন্দ্র। স্কন্দ ত এখানে আসেনি।

পুর। সংবাদ এসেছে, সে শীঘ্রই এখানে আস্‌বে।

ইন্দ্র। (ক্রন্দনবৎ) যুবরাজ—

(শতানীকের প্রবেশ)

পুর। কে তুমি? কি চাও?

শতানীক। যা হোক একটা।

পুর। কি?

শতানীক। একটা কাজ—

ইন্দ্রধ্বজ। (পুরগুপ্তের পিছন হইতে) পারবে? একটা মানুষকে খুন করতে পারবে?

পুর। (সরোষে) ইন্দ্রধ্বজ! আমি তোমাকে খুন করব। (শতানীকের প্রতি) বেরিয়ে যাও, এটা কর্ম্মশালা নয়—বিলাস কক্ষ। (স্বগত) কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! চোখ দুটো কি অসম্ভব উজ্জ্বল, চুল রুক্ষ ঊর্দ্ধগামী, রং পীতাভ। যেমন অস্বাভাবিক তেমন অসামঞ্জস্য। প্রেত নয় ত? কি ভয়ঙ্কর! আমার হৃদয় কি এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নয়? নিজের ভাইকে? না—কিছু না (প্রকাশ্যে) বেরিয়ে যাও।

শতানীক। তা হ'লে পাব না?

পুর। না। তুমি দূর হও। (শতানীকের প্রস্থান উদ্যোগ; স্বগত) যেমন কাজ তেমনি লোক। (উভয়ের দৃষ্টি বিনিময়) যা ব'লব তা পারবে?

শতানীক। পারব! যুবরাজ! রাজ্যের জন্য ভাইকে হত্যা করা কি এত দোষের? (পুর শিহরিয়া উঠিল) যাকে নিয়ে এই গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরব; সেই বীর-যশস্বী সমুদ্রগুপ্ত নিজের সহোদর কাচগুপ্তকে হত্যা ক'রে এই সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন; আর এ সহোদর নয়—বৈমাত্রেয় জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ।

পুর। (স্বগত) অগ্নি ও প্রভঞ্জনের, বাসনা ও সুযোগের কি সুন্দর সমাবেশ! না, এ সুযোগ ত্যাগ করা হবে না। (শতানীককে) শোন! কে বলেছে যে, আমি স্কন্দকে হত্যা করতে ইচ্ছা করি? সত্য বল?

ইন্দ্র। নিশ্চয়ই সেই বাঙ্গালী বামুনটা।

পুর। না তা নয়। আকর খাঁটী, যা অঙ্গীকার ক'রেছে, তার ব্যভিচার করবে না। (শতানীককে) সত্য বল—কে বলেছে?

শতানীক। সত্যই বল্‌বো। আর কেঁউ না—আপনি।

পুর। আমি?

শতানীক। হাঁ আপনি! যুবরাজ! চম্‌কে উঠলেন যে? ভাষায় প্রকাশ করলেই কি মানুষ জান্‌তে পারে—নইলে পারে না। যে অগ্রজকে সিংহাসন হ'তে বঞ্চিত কর্‌তে পারে, সে কি তাকে হত্যা করতে পারে না?

পুর। পারে, কিন্তু সিংহাসন হ'তে বঞ্চিত করা, আর হত্যা করা কি এক?

শতানীক। নয়। কিন্তু রাজ্যের লিপ্সা পারে না এমন কিছুই নাই। যুবরাজ! আমি জানি, স্কন্দের রক্ত আপনার কত অধিক প্রিয়।

পুর। (শতানীকের আপাদ মস্তক দেখিয়া) এস আমার সঙ্গে, তোমাকে আমার আবশ্যক আছে।

ইন্দ্রধ্বজ। (এঁ্যা। এযে রাম না হতেই রামায়ণ।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্কন্দগুপ্তের শিবির।

স্কন্দ। একটার পর একটা রাজ্যের আবর্জ্জনা এসে জুট্‌ছে, আর সযত্নে সেই আবর্জ্জনাকে আমি দূর ক'রে দিচ্ছি। রুধিরস্রোতে আর্য্যাবর্ত্তকে আমি ভাসিয়ে দিয়েছি, আবার শান্তির অনাবিল স্রোতও ফিরিয়ে এনেছি। একদিকে অসূয়া আর একদিকে প্রেম, একদিকে প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা আর একদিকে নিবৃত্তির শান্ত পরিণতি।

একদিকে প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম আভা, আর একদিকে অস্তগামী সূর্য্যের নিষ্প্রভ জ্যোতিঃ—অপূর্ব্ব! পিতার সেই অগাধ স্নেহরাশি, বন্ধুর সেই অনাবিল হাস্য পরিহাস। বাল্যের সেই স্নেহ-দ্বন্দ্ব—

[১ম প্রতিহারীর প্রবেশ]

১ম প্রতিহারী। বিশ্রাম ঘাটে মথুরাবাসীরা রাজকুমারের মঙ্গলের জন্য উপাসনা কর্‌ছে।

স্কন্দ। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানিও।

প্রতিহারীর প্রস্থান।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ এই বিশ্রাম ঘাট। ভগবান বাসুদেব কংসকে নিধন ক'রে এই ঘাটে বিশ্রাম ক'রেছিলেন। ভারতের অতীত পুণ্য কাহিনী এখনও তার সাক্ষ্যদান কর্‌ছে। বাল্যের চাপল্য, যৌবনের আকাঙ্ক্ষা, সোমেশ্বরের বন্ধুপ্রীতি, শতানীকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—আবার ঐ প্রতিহারীর পদশব্দ। নির্জ্জনে যে স্নেহতরঙ্গে একটু সন্তরণ করব, তারও উপায় নেই।

[২য় প্রতিহারীর প্রবেশ]

২য় প্রতিহা। প্রতিষ্ঠানের দুর্গাধিপতি রাজকুমারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইচ্ছা করেন, অনুমতির অপেক্ষায় বাহিরে অবস্থান করছেন।

স্কন্দ। তাঁকে অপেক্ষা কর্‌তে বল!

২য় প্রতিহারীর প্রস্থান।

বহুদিন পরে আজ মাকে মনে পড়ছে। বিদায়ের সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি, সেই অলক্ত রাগরঞ্জিত চরণ দুখানি আজ প্রাণভরে পূজা করতে ইচ্ছা করছে; মা—মা—একি! হৃদয় আমার উদ্বেলিত হয়ে উঠছে কেন? আনন্দের ধারা শতধা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ছে কেন? মা—মা—আমি এখান হতেই তোমার স্তনদুগ্ধের আস্বাদ পাচ্ছি।

(গোবিন্দগুপ্তের প্রবেশ)

একি ! পিতৃব্য ?

গোবিন্দ। হাঁ বৎস !

স্কন্দ। এখানে ? এমন অসময়ে ?

গোবিন্দ। হাঁ বৎস। আমি জালন্ধর হ'তে পাটলি পুত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করছি। তাই যাবার পথে তোমায় দেখে যাবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারলাম না।

স্কন্দ। পাটলিপুত্রে ? সম্রাট কি অসুস্থ ? তিনি কি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

গোবিন্দ। না বৎস ! সম্রাট আমাকে স্মরণ করেন নি। মগধের অভিজাত সম্প্রদায় আমাকে আহ্বান করেছেন। সেখানে বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিয়েছে।

স্কন্দ। (স্বগত) মগধের নির্ম্মল আকাশে যে নিবিড় কৃষ্ণমেঘের সূচনা দেখে এসেছিলাম, আজ তা ফলেছে। (প্রকাশ্যে) বিদ্রোহ !

গোবিন্দ। শোন বৎস ! আমি মনে করেছিলাম জীবনে আর পাটলিপুত্রে পদার্পণ করব না ; কিন্তু ভবিতব্যের ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ।

স্কন্দ। সম্রাট কি সে বিদ্রোহ দমনে অক্ষম ?

গোবিন্দ। তিনি নিজেই বিদ্রোহী।

স্কন্দ। পিতা বিদ্রোহী ?

গোবিন্দ। আমার দাদার চেয়ে আমার পিতার সাম্রাজ্যকে আমি অনেক বড় দেখি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করব যে, কি সর্ত্তে মাতৃসদৃশা ভ্রাতৃজায়াকে বঞ্চিতা করে, ঘৃণ্যা ছোটরাণীকে আর্য্যাবর্ত্তের পাটমহিষী করা হ'ল, আর কি সর্ত্তে অজাত শত্রু বীরস্কন্দগুপ্তের পরিবর্ত্তে পুরগুপ্তকে সিংহাসনে অধিকার দেওয়া হ'ল। আমি নিজে কি রাজ্যপরিচালনায় অনুপযুক্ত। না অস্ত্র ধারণে অক্ষম যে, গোবিন্দগুপ্ত সিংহাসনে না বসে

কুমারগুপ্ত বসেছেন। সিংহাসনের অধিকার অগ্রজের, অনুজের নহে। সেই শ্রেষ্ঠনীতিকে বিপর্য্যস্ত করবার আমারও অধিকার নেই, আর আমার অগ্রজ সম্রাট কুমারগুপ্তেরও নাই। আমি চল্লাম।

স্কন্দ। পিতৃব্য!

গোবিন্দ। বৎস! চল্লাম, অনুরোধ কর না।

স্কন্দ। পিতৃব্য।

গোবিন্দ। না আমাকে ফেরাতে পারবে না। যে সাম্রাজ্যের মূলে একদিন স্বহস্তে শান্তিবারি সেচন করেছি, আজ তারই মূলে কুঠারাঘাত করব। (প্রস্থান)

(যশোবর্ম্মার প্রবেশ)

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! যাও শীঘ্র যাও। জালন্ধরপতি গোবিন্দগুপ্তকে বন্দী করগে।

যশো। সম্রাট ভ্রাতা গোবিন্দগুপ্তকে?

স্কন্দ। হাঁ—আমার পিতৃব্য গোবিন্দগুপ্তকে।

যশো। বন্ধু—

স্কন্দ। যাও। কি এখনও দাঁড়িয়ে রইলে? বিলম্ব বা অস্বীকার করলে তোমাকেও বধ করতে দ্বিধা করব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

অনন্তাদেবীর কক্ষ।

অনন্তাদেবী। উঠেছি—আরও উঠতে হবে। দৃষ্টি যখন পর্ব্বত শিখরে, লক্ষ্য যখন সমুদ্র শোষণ, তখন ভয় করলে চলবে না, বিচার করলেও হয়ে উঠবে না। কিন্তু সত্যই কি আমি উঠেছি? না স্কন্দ উঠিয়েছে। আশীর্ব্বাদ করতেও ইচ্ছা হয়, আবার প্রতিহিংসা বৃত্তিও

প্রবল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সে আমার কি ক'রেছে? না—সে যা ক'রেছে, আর কেউ তা করেনি। সে আমাকে ক্ষিপ্ত করেছে, জগতের প্রণম্য হ'য়েছে, পুরুর উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, যদি সম্ভব হোত, আমার এমন একটা পুত্রকে, মাতৃত্বের সমস্ত শুভকামনা দিয়ে ঘিরে রাখতে পারতাম, কিন্তু এখন আর তা হয় না, যা হয় না, তা নিয়ে কেউ নিশ্চিন্তে কালক্ষেপ করে না। দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

কেউ যেন আমার কক্ষে না প্রবেশ করে।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

জানি, স্কন্দ রাজ্য গ্রহণ করবে না, রাজ্যের রশ্মি যদি পুরু সুনিয়মে রাখতে পারে। এই যদিই আমার অন্তররাজ্যে বিদ্রোহানল জ্বেলে দিয়েছে; ইচ্ছা হয়, সেই প্রজ্জলিত বিষাক্ত অনলে স্কন্দের দেহ ভস্মীভূত ক'রে দিই, পারি না—মাতৃস্নেহ প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে ওঠে। না এ দুর্ব্বলতা আমার শোভা পায় না—যেমন ক'রেই হোক প্রতিষ্ঠানের পথেই—

(পুরগুপ্ত ও শতানীকের প্রবেশ)

অনন্তাদেবী। কে এ?

পুরগুপ্ত। ঠিক জানি না—তবে বড় ভয়ঙ্কর।

শতানীক। প্রণাম রাণী মা!

অনন্তাদেবী। কে তুমি? এখানে কি প্রয়োজন?

শতানীক। প্রয়োজন—স্কন্দকে বধ করব। তার উষ্ণ শোণিতে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।

অনন্তাদেবী। (স্বগত) চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু নয়নের কোণে যেন একটু স্নেহের আভাষ ফুটে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) কেন? স্কন্দ তোমার কি ক'রেছে?

শতানীক। কি করেছে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? কিনা করেছে তাই জিজ্ঞাসা করুন। ভ্রাতার সেই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ, মরণাহত সেই আর্ত্ত কাতর ধ্বনি, হত্যার সেই ভয়াবহ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। দোহাই রাণী মা! দোহাই যুবরাজ! এ আদেশ আর কাউকে দেবেন না।

অনন্তাদেবী। নিশ্চয়ই তোমার ভাই স্কন্দের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করেছে নতুবা তার শাসনদণ্ড কখন ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে না।

শতানীক। তবে শুনুন রাণী মা! কেন স্কন্দকে হত্যা করতে ইচ্ছা করি। কারণ জানি না, স্কন্দের বিচারে মথুরার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়, হিন্দুর রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা হবে, তাই এত বড় অধর্ম্ম হ'তে স্কন্দকে রক্ষা করবার জন্য আমার ভাই তাকে কারাগার হতে পলায়নের সহায়তা করেছিল, মাত্র এই অপরাধে স্কন্দ আমার ভাইকে হত্যা করেছে। আমি আজ সেই হত্যার প্রতিশোধ নেব, তাই আজ মথুরা হতে উন্মত্তের মত ছুটে এসেছি।

অনন্তাদেবী। কিন্তু কেমন করে করবে—তার বন্ধুও বহুল, সৈন্যবলও যথেষ্ট।

শতানীক। প্রকাশ্য যুদ্ধে তাকে নিহত করা যদিও দেবতাদের অসাধ্য, কিন্তু মর্‌ব বা মারব, কেউ এর প্রতিরোধ করতে পারে না।

অনন্তাদেবী। কিন্তু এখানে আসা তোমার উদ্দেশ্য?

শতানীক। রাজসহায়তায় কার্য্য সহজসাধ্য হয়—তাই এখানে এসেছি।

অনন্তাদেবী। আমি সহায়তা কর্‌ব পুত্রকে হত্যা কর্‌তে?

শতানীক। হ্যা, স্কন্দের রক্ত যেমন আমার স্পৃহনীয়—আপনারও তেমনি।

অনন্তাদেবী। আগন্তুক! তোমার শয়তানী সাহস ও হিংসার আতিশয্য দেখে স্তম্ভিত হয়েছি। শোন মায়ের কাছে যে পুত্রহত্যার সাহায্য চাইতে আসে, সে জগতের কাছে নিষ্কৃতি পেলেও মায়ের কাছে পায় না। আমি তোমার দণ্ডের আদেশ দেব।

শতানীক। আর মা যদি পুত্রকে হত্যা করতে ইচ্ছা করে? (অনন্ত-দেবী চমকাইয়া) সম্রাজ্ঞি! পরকে ছলনা করা যায় ব'লে কি নিজের মনকেও ছলনা করা যায়?

অনন্তাদেবী! দেখ, তোমার সঙ্গে চাতুরী নিষ্ফল, সত্যই আমি স্কন্দকে হত্যা করতে ইচ্ছা করি। এতে তোমারও যেমন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হবে, তেমনি পুরুর রাজ্যও নিষ্কণ্টক হবে। কিন্তু কেমন ক'রে করবে?

শতানীক। সে ভার আমার, কিন্তু আমার সঙ্গে দুটো এমন লোক দিতে হবে, যারা আবশ্যক হ'লে পারে না, জগতে এমন কিছুই নেই, অথচ প্রকাশও না করে।

অনন্তাদেবী। আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করব। পুরু! যোধরাম ও খেলোয়াড়কে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এখনই সংবাদ দাও। (পুরগুপ্তের প্রস্থান) দেখ, কার্য্য খুব সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। হ্যাঁ—তোমার নাম?

শতানীক। শতানীক।

অনন্তাদেবী। শতানীক! কার্য্যান্তে তোমাকে প্রচুর পুরস্কৃত করব।

(সোমেশ্বরের প্রবেশ) এখানে কি মনে ক'রে সোমেশ্বর?

সোমেশ্বর। ভুলে এসে পড়েছি মা। এই আমি চল্লুম।

অনন্তাদেবী। হেঁয়ালি রাখ সোমেশ্বর! ভুল ক'রে তুমি আমার অন্দরে প্রবেশ করেছ?

সোমেশ্বর। ভয়ে ব'লে ফেলেছিলাম রাণী মা! বড় রাজকুমার হূনযুদ্ধে জয়লাভ ক'রে মগধে ফিরে আসছেন, তা সম্রাট ত ঘোর উন্মাদ, নগরী আলোকিত করতে হবে, তাই আপনাকে নিবেদন করতে এসেছি।

(সোমেশ্বর একবার শতানীকের দিকে চাহিয়া প্রস্থান এবং

পুরগুপ্ত ও খেলোয়াড়ের প্রবেশ)

অনন্তাদেবী। খেলোয়াড়! (শতানীকের প্রতি) এর আদেশ তুমি অবনত শিরে বহন করবে—যথেষ্ট পুরস্কার পাবে। আর সঙ্গে যোধরামকে নেবে।

শতানীকের প্রস্থান।

খেলোয়াড়। রাণীমার জয় হোক!

অনন্তাদেবী। এখন যাও, আমি একটু বিশ্রাম করব।

(খেলোয়াড়ের প্রস্থান)

পুরু! সব বুঝলে? সম্পদেও আমি তোমার মা বিপদেও আমি তোমার মা, এটা স্মরণ রাখবে। যাও যা কচ্ছি, তা তোমার মঙ্গলের জন্য।

(পুরগুপ্তের প্রস্থান)

রাণী, অনন্তাদেবীর চোখে ধূলি নিক্ষেপ করতে পার, তুমি আজও এত চতুর হওনি সোমেশ্বর!—দৌবারিক!

(দৌবারিকের প্রবেশ)

সোমেশ্বরকে কে এখানে প্রবেশ কত্তে দিয়েছে?

দৌবারিক। কেউ দেয়নি, তিনি নিজেই প্রবেশ ক'রেছিলেন।

অনন্তাদেবী। নিষেধ করেছিলি?

দৌবারিক। আপনার অভিপ্রায় তাঁকে জানিয়েছিলাম কিন্তু তাঁকে প্রবেশ না করতে দেবার মত শক্তি আজও আমার হয় নি।

অনন্তাদেবী। এখানে তোকে আর বেশীদিন থাকতে হবে না।

দৌবারিক। খানিক পূর্ব্বে আমিও ভগবানের কাছে সেই প্রার্থনা করছিলাম।

(দৌবারিকের প্রস্থান)

অনন্তাদেবী। যদি পারি এর আদ্যন্ত পরিবর্ত্তন করব।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রাজপথ)

নাগরিকগণ।

১ম নাগরিক। তা হলে খুড়ো, এ রাজ্য ত্যাগ করাই স্থির করলে ?

২য় নাগরিক। করা নয়, করলাম।

১ম না। শুধু একটা অসম্মানের ভয়ে, বাপ পিতামহের বাস্তুভিটে ত্যাগ করবে, এইই বা কেমন ?

২য় না। তুমি বুঝছ না মাধব! সময় থাকতে মগধের মায়া কাটাতে পারলে যে সম্মান নিয়ে এখানে প্রবেশ ক'রেছিলাম, তা বজায় রয়ে যাবে।

১ম না। জনার্দ্দিন ঠাকুরের কাছে গিয়ে সব খুলে বল, তিনিই যা হোক এর একটা হিল্লে করে দেবেন।

২য় না। বলেছি, কিন্তু কিছুই হয়নি। তিনি নিজেই এখন মানের কান্না কাঁদছেন, আর ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করছেন। তাঁরই যখন

এই অবস্থা—না মাধব! এখানে থাকা আর আমার কোন রকমে হ'য়ে উঠবে না।

১ম না। তাইত খুড়ো, তাহ'লে উপায়?

২য় না। উপায় আর কি—অগতির গতি বারাণসী, সেখানে যাহোক একটা কুঁড়ে তৈরী ক'রে বাকী দিনগুলো কোন রকমে কাটিয়ে দেব; নিত্য মণিকর্ণিকায় স্নান—বিশ্বেশ্বর দর্শন—সে এর চেয়ে ঢের ভাল।

১ম না। তা যা বলেছ খুড়ো, সে রাম রাজত্ব এখন আর নেই। সম্রাটের পিতা চন্দ্রগুপ্তের আমল্ হতে এখানে বসবাস করছি, তাই দেশটার উপর একট মায়া জন্মে গেছে, এই যা,নইলে—এখানেও ভাত-জল, সেখানেও ভাত-জল।

২য় না। আর জনার্দ্দন ঠাকুরই বা করবেন কি? তিনি এই অত্যাচারের প্রতিকার কল্লে মগধের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পাঠিয়ে সম্রাট-ভ্রাতাকে :ডেকে পাঠালেন, তাঁরও ত এখনও দেখা নাই। এদিকে মগধের অভিজাতবংশ ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ডেকে স্বয়ং সম্রাট একদিন তাদের মনের অভিপ্রায় জান্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ কল্লেন; কিন্তু কেহই সে সভাগৃহে গেল না, অভিবাদন করে এমন একটা লোকও ছিল না। কেবল কতকগুলো মূক-প্রতিহারী ও জনকয়েক বৌদ্ধ ভিক্ষুক সে সভা-প্রাঙ্গণের শোভাবৃদ্ধি করেছিল।

১ম না। এটা কিন্তু খুড়ো খুব অন্যায়, হাসার হোক তিনি হলেন সম্রাট—ঈশ্বরের প্রতিভূ। সকলের যাওয়া উচিৎ ছিল।

২য় না। চিত্তির চোটে গিয়েছে ফেটে, কাটামো হয়েছে সার, আর ভক্তি নেইকো, ভজব কিসে আর। প্রাণের যেখানে বিনিময় নেই, সখ্যতার যেখানে দাবী নাই, সেখানে ও লৌকিক কুটম্বিতা না করাই ভাল।

১ম না। তা যা বলেছ খুড়ো।

২য় না। অথচ এই গুপ্তসাম্রাজ্য একদিন লোকমত নিয়ে পরি চালিত হ'ত, সেই সাম্রাজ্য এখন লোকমতকে উপেক্ষা ক'রে একটা নারীর ইঙ্গিতে চল্‌ছে। সম্রাট হয়ত প্রকাশ্য সভায় অভিযোগের প্রতিকার কর্‌বার জন্য প্রতিশ্রুত হবেন, তারপর অন্দরে গেলেই যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

১ম না। কিন্তু খুড়ো, আমাদের সম্রাট কপট বা মিথ্যাবাদী নন্।

২য় না। তার চেয়ে কিছু ওপরে।

১ম না। কি রকম?

২য় না। ভেড়া। অনন্তাদেবীর কাছে গেলে সম্রাট তখন আর সম্রাট থাকেন না—বুঝলে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

১ম না। খুড়ো—

২য় না। পাছু ডেক না—দুর্গা শ্রীহরি। (উভয়ের প্রস্থান)

(পুনঃ ২য় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম নাগরিক। তা হ'লে সম্রাট হলেন পুরগুপ্ত।

২য়। নাগরিক। তা একরকম হওয়া বৈকি। জনার্দ্দন ঠাকুর যখন স্বীকার করেছেন, তখন সকলেই করেছেন।

১ম না। বৃদ্ধবয়সে জনার্দ্দন ঠাকুরেরও দেখ্‌ছি, ভীমরথি হয়েছে; নইলে তিনিও স্বীকার করেন।

২য় না। স্কন্দ যখন রাজ্য ত্যাগ করে গেল, তখন নিরুপায় হয়েই স্বীকার কর্‌তে হ'ল।

১ম না। আর আমাদের মহারাণী?

২য় না। তিনি বেঁচে আছেন।

১ম না। খুলে বল।

২য় না। এখন আর্য্যাবর্ত্তের পাটমহিষী মহাদেবী নন, রাণী অনন্তাদেবী।

১ম না। উঃ, এখানকার বাতাস গুলো কি রকম ভারি।

২য় না। এরই মধ্যে মগধে দুটো দল হয়েছে, একদল হ'ল পুরগুপ্তের দিকে, আর একদল হ'ল স্কন্দগুপ্তের দিকে। বৌদ্ধেরা নিলে পুরগুপ্তের আশ্রয়, আর ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও অভিজাত সম্প্রদায় নিলে স্কন্দগুপ্তের আশ্রয়।

১ম না। কেন—কেন?

২য় না। কারণ স্কন্দগুপ্ত হোল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একান্ত অনুরক্ত, আর পুর বিলাসী, যুদ্ধ-বিমুখ; তাই বৌদ্ধ বেটারা রাণী আনন্তা দেবীর মহলে ঘন ঘন যাতায়াত সুরু করলে, আর বেগতিক দেখে স্কন্দগুপ্তের দলের যে পারলে, সে পালাল যে পারলে না সে গেল, আর উপায় থাকতেও যারা গেল না—রাজ্যত্যাগ কালে স্কন্দ তাদের অনুরোধ ক'রে গিয়েছিল।

১ম না। ভায়া ঘুরছে।

২য় না। ঘুরছে কি রকম!

১ম না। শুধু ঘুরছে না টলমলও করছে।

২য় না। ওরে বাবা! না হ'লে যাব কোথায়?

১ম না। ভয় পেও না।

২য় না। ওরে বাবা পৃথিবী ঘুরছে—আমিও যে—

১ম না। তুমি ও ঘুরছ—তা ঘোরো।

২য় না—বোঁ বোঁ করে।

১ম না। ভায়া, পৃথিবী ঘুরছে না—রাজ্য ঘুরছে।

২য় না। তা ঘুরুক।

১ম না। তা হ'ক্ষকনয়, দম আট্‌কে যাবে। শোনো, যা বলি। বুড়ো সম্রাট যুবতী ভার্য্যাকে নিয়ে—বুঝলে—

২য় না। রসালাপ কর্‌ছেন—তা কর্‌বেন বৈকি।

১ম না। এদিকে রাজ্যও কিন্তু উচ্ছন্ন যেতে বসেছে। সম্রাট ত, মোটেই রাজকার্য্য দেখেন না, স্কন্দও নির্ব্বাসিত হয়েছে। এখন মগধের সম্রাট হ'ল পুরগুপ্ত, আর রাজমাতা হ'ল রাণী অনন্তাদেবী; একে মনসা তায় আবার ধূনার গন্ধ; রকম ভাল।

২য় না। এঁ্যা—তা হ'লে?

১ম না। ভাবনায় আমাকেও কুঁড়ো জালি ধর্‌তে হ'য়েছে। যদি নিজের হিত চাও ত' আমার সঙ্গে এস।

২য় না। শালা যুবরাজকে একবার দেখে নেব না?

১ম না। পার ত' ভালই। এ স্কন্দের নির্ব্বাসন দণ্ড নয়—এ নির্ব্বাসন দণ্ড মগধের। সমুদ্রের মাঝপথে হাল্ ভেঙ্গে গেছে, নৌকাও ছিদ্র বহুল।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্কন্দগুপ্তের শিবিরাভ্যন্তর।

স্কন্দগুপ্ত। রাজ্যের হিতার্থে এমন কিছুই নাই, যা আমি কর্‌তে পারি না। সিংহাসনকে বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রে এসেছি, আবার অম্লান বদনে পিতৃব্যকেও বন্দী করেছি; কিন্তু কি কর্‌লাম তা ভেবে দেখ্‌লাম না, অবসর পেলাম না—মাত্র যন্ত্রচালিতের ন্যায় ক'রে গেলাম। কি অন্যায় ক'রেছি? কিছু না। যা করেছি—কে? রাজভগিনী!

ইন্দ্রলেখার প্রবেশ

এমন অসময়ে? আমার সৈন্যশিবিরে?

ইন্দ্রলেখা। আমি ভিখারিণী। ভিক্ষা কর্‌তে এসেছি।

স্কন্দগুপ্ত। ধরসেন ভগিনী ভিখারিণী!

ইন্দ্রলেখা। হাঁা, সত্যই আমি ভিখারিণী।

স্কন্দগুপ্ত। ভদ্রে! ধরসেনকে আমি বন্দী ক'রে রাখলেও তার রাজ্য আমি অপহরণ করি নাই।

ইন্দ্রলেখা। মগধের রাজকুমার যে এত নিষ্ঠুর নন, তা আমার জানা আছে।

স্কন্দগুপ্ত। তোমার অভিপ্রায় স্পষ্ট ক'রে বল।

ইন্দ্রলেখা। আমার ভাই, মথুরার শূন্য কারাকক্ষ পূর্ণ করেছেন। রাজকুমারের অনুগ্রহের উপর অগ্রজের মুক্তি নির্ভর কর্‌ছে।

স্কন্দ। এই উদ্দেশ্যেই কি তুমি ভিক্ষা ক'র্‌তে এসেছে?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, ইহাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

স্কন্দ। আপত্তি না থাকলে তোমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ কর্‌তে পার।

ইন্দ্র। অগ্রজ আমাকে অন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধান কর্‌তে অনুমতি দিয়েছেন।

স্কন্দ। কি অপরাধে?

ইন্দ্র। রাজকুমারকে করপ্রদান কর্‌তে গিয়াছিলাম, এই অপরাধে।

স্কন্দ। তথাপি তুমি তার মুক্তি ভিক্ষা চাইতে এসেছ?

ইন্দ্র। হ্যাঁ রাজকুমার।

স্কন্দ। ভদ্রে! —

ইন্দ্র। আমি কি কেবল অগ্রজের শাসনই পেয়ে এসেছি, স্নেহ পাই নাই যে, যার জন্য এই মহৎ কর্ত্তব্য হ'তে আমি ভ্রষ্টা হব।

স্কন্দ। না—তা নয়—তবে ভাই হয়েও যখন ভগিনীকে ত্যাগ করতে পারে—

ইন্দ্র। তখন জ্ঞানে নয়—অজ্ঞানে। কিন্তু আমারও ত' একটা কর্ত্তব্য আছে। রাজকুমার! তুলাদণ্ডে কি ভ্রাতৃস্নেহ নির্দ্ধারিত হয়? একদিনের শাসন কি চিরদিনের স্নেহকে মুছে ফেলতে পারে? পারে না।

স্কন্দ। কিন্তু সামন্তরাজ শুধু তোমার প্রতি অবিচার করেন নাই—আমার জাতির প্রতিও করেছেন।

ইন্দ্র। সত্য। স্বীকার করি, তিনি জাতির প্রতি অবিচার করেছেন, আমার প্রতি করেন নি।

স্কন্দ। করেন নাই? তোমার অন্য আশ্রয় নাই জেনেও—

ইন্দ্র। স্মরণ করুন ত'—আমার কৃতকর্ম্মের পূর্ব্বাপর ইতিহাস সেই, করপ্রদান হ'তে, যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—যা আমি করেছি। (স্কন্দগুপ্ত নিরুত্তর) তা ন্যায়ের পক্ষে অনুকূল হলেও ভায়ের প্রতি ভগিনীর যোগ্য ব্যবহারই হয় নাই।

স্কন্দ। তবে কেন এ কাজ করতে গিয়েছিলে?

ইন্দ্র। কেন গিয়েছিলাম, তা বোঝবার চেষ্টা কর্ব্বেন না, পার্ব্বেন না। রাজকুমার! আমি মুক্তি চাইতে এসেছি, জাতির দিগ্ দিয়ে নয়—ভাই ভগিনীর সম্পর্কে, আর তাঁর কাছে এসেছি, যিনি বৈমাত্রেয় ভায়ের হাসিমুখ দেখবার জন্য এই দেবেপ্সিত মগধের সিংহাসন-খানি অম্লান বদনে ত্যাগ করে এসেছেন, সেই ভ্রাতৃগতপ্রাণ মগধের রাজকুমারের কাছে এসেছি—অন্যের কাছে আসিনি।

স্কন্দ। কল্যাণি! ধরসেনকে মুক্ত ক'রে দিলে, আর্য্যাবর্ত্ত আবার অরাজক হয়ে উঠবে।

ইন্দ্র। তা হলে মুক্ত হূনরাজও ত সে অরাজক সৃষ্টি করতে পারে?

স্কন্দ। হয় ত' পারে। কিন্তু যে অঙ্গীকারে তাকে মুক্ত ক'রে দিয়েছি —তার পরীক্ষাও ত' একবার করা উচিত।

ইন্দ্র। উচিত কিন্তু বর্ব্বর হূনরাজকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সে সুযোগ কি একবার স্বজাতি স্বদেশ বীরকে দেওয়া যায় না? না মগধরাজকুমারের স্নেহের পীযূষধারা শুধু মরুভূমির তপ্ত বালুরাশিকেই সিক্ত কর্‌বার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে?

স্কন্দ। সত্য, আমি হূনরাজের প্রতি যে দয়া প্রকাশে কার্পণ্য করি নি, তা সামন্তরাজের প্রতিও কর্‌ব না। কে আছ? (দৌবারিকের প্রবেশ) সেনাপতি যশোবর্ম্মাকে সংবাদ দাও। (দৌবারিকের প্রস্থান) রাজ-ভগিনী! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হল।

ইন্দ্র। রাজকুমারের জয় হোক। আমার আরও একটী বিনীত প্রার্থনা আছে।

স্কন্দ। বল, আমি যথাসাধ্য, তোমার সে ইচ্ছাও পূর্ণ কর্‌ব।

ইন্দ্র। আমি আশ্রয়হীনা।

স্কন্দ। না, আর তুমি আশ্রয়হীনা নও, ইচ্ছা কর্‌লেই এখন অগ্রজের আশ্রয়ে থাকৃতে পার।

ইন্দ্র। ভায়ের স্নেহ হারিয়ে সেখানে আর আমি থাকৃতে ইচ্ছা করি না।

স্কন্দ। তা হ'লেএখন কি কর্‌বে?

ইন্দ্র। তা জানি না।

স্কন্দ। কোথায় থাকৃবে?

ইন্দ্র। তাও জানি না।

স্কন্দ। তুমি কি এখানে থাকৃতে ইচ্ছা কর?

ইন্দ্র। যদি আশ্রয় দেন।

(যশোবর্ম্মার প্রবেশ)

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! বন্দী সামন্তরাজকে এখানে নিয়ে এস।

(যশোবর্ম্মার প্রস্থান)

ভদ্রে! আমি হিন্দু, আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দেওয়া, শুধু আমার কর্ত্তব্য নয়—ধর্ম্ম। যদি ইচ্ছা হয়, এখানে আশ্রয় নিতে পার, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন না হ'লে আমার সঙ্গে কখনও দেখা করবার চেষ্টা কর না।

ইন্দ্র। ঈশ্বর! রাজকুমারের মঙ্গল করুন।

(ধরসেনের প্রস্থান)

(যশোবর্ম্মা ধরসেনকে লইয়া আসিলেন)

স্কন্দ। ধরসেন! তোমাকে মুক্ত ক'রে দিলাম, শুদ্ধ তোমার ভগিনীর অনুরোধে। যশোবর্ম্মা! সামন্তরাজের শৃঙ্খল মুক্ত ক'রে দাও। (তথাকরণ) যাও, ধরসেন! তুমি স্বাধীন,—মুক্ত।

(প্রস্থান)

যশো। রাজকুমার! আমি জিজ্ঞাসা করছি—

স্কন্দ। কি জিজ্ঞাসা করছ, যশোবর্ম্মা?

যশো। আমি জিজ্ঞাসা করছি জালন্ধরপতিকে এখনও মুক্ত ক'রে দেওয়া হয়নি কেন?

স্কন্দ। এখনও তার আবশ্যক হয়নি।

যশো। সামন্তরাজকে মুক্ত ক'রে দেওয়া আবশ্যক হ'য়েছিল?

স্কন্দ। হ্যাঁ—এইরূপই আমি বিবেচনা ক'রেছি।

যশো। আর বন্দী হূনরাজকে, সেও কি আবশ্যক হ'য়েছিল?

স্কন্দ। হ্যাঁ—সেও আবশ্যক হ'য়েছিল?

যশো। এর কারণ?

স্কন্দ। এর কারণ এখনও প্রকাশ করবার সময় হয়নি।

যশো। না—এর কারণ—জ্ঞাতিত্ব বৈরী।

স্কন্দ। সাবধান যশোবর্ম্মা!

যশো। সাবধান মগধের রাজকুমার!

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! তুমি মগধে ফিরে যাও। এই স্নেহ-খিন্ন-প্রাণ নিয়ে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায় না। ভক্তি শ্রদ্ধায় জালন্ধরপতি আমার প্রণম্য—রাজ্যে নয়। যে পিতৃসাম্রাজ্য রক্ষ'র জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে চ'লে এসেছি সেই সাম্রাজ্য কি শুধু একটী সুন্দর অনুভূতির মহত্ত্বে নষ্ট করে দিতে পারি? জালন্ধরপতি কি এতই শক্তিমান্ যে তাঁর একটা রোষকটাক্ষে এই শতবর্ষের সুপ্রতিষ্ঠিত সমুদ্রগুপ্তের সাধের সাম্রাজ্য টুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আর স্কন্দগুপ্ত কি এতই দুর্ব্বল, তরবারি ধারণে কি এতই অক্ষম যে তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে?

যশো তা হ'লে জালন্ধরপতিকে মুক্ত ক'রে দেবেন না?

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! তুমি মগধে ফিরে যাও।

যশো। যাবার পূর্ব্বে আমি কৈফিয়ৎ চাই।

স্কন্দ। আবশ্যক হয় ত' সে কৈফিয়ৎ সম্রাট কুমারগুপ্তকে দেব—তোমাকে নয়, আর আবশ্যক হ'লে জালন্ধরপতিকে আজীবন কারারুদ্ধ ক'রে রেখেও দেব।

যশো। রাজকুমার! এই নিন্ সেই তরবারি, যা একদিন আমাকে দিয়েছিলেন। আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

স্কন্দ। যশোবর্ম্মা! তুমি আজও আমাকে চিন্‌তে পার নি। আমাদের উদ্দেশ্য এক হ'লেও গন্তব্যপথ বিভিন্ন।

সপ্তম দৃশ্য।

সম্রাটের কক্ষ।

কুমারগুপ্ত।

কুমারগুপ্ত। এই সেই কৃষ্ণশিলাসন। এইখানে বসে আমি তার হাতে অস্ত্র দিয়াছিলাম। আর এইখানে, এই শ্বেতশিলাসনে বসে, আমি তাকে ভীষ্ম-ভীমার্জ্জুনের পবিত্র কীর্ত্তিগাথা শুনিয়েছিলাম। তার গরিমাময় উজ্জ্বল আলোকে আকাশ আলোকিত হয়ে উঠল; তারপর একটা প্রলয়ের গাঢ় কৃষ্ণমেঘ এসে, সেই উজ্জ্বল আকাশকে—ঈশ্বর! যেন ক্ষিপ্ত না হ'য়ে উঠি।

(প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

দুঃখের ও শোকের এক করুণ মর্ম্মভেদী হাহাকার নিয়ে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করছি। যৌবনে যখন প্রথম পদার্পণ করি, তখন মনে করেছিলাম, শুধু হাস্য আর কোলাহল, প্রেম ও সখ্যতা, এই নিয়েই এই সংসার। তখন ভেবে দেখিনি, নারীর কুৎসিৎ কদর্য্য অন্তঃকরণ, আর ভায়ের সবক্র হিংসার লোলুপ দৃষ্টি। স্কন্দ! প্রাণপ্রিয় পুত্র আমার! ফিরে আয়, এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নে,—না—স্বেচ্ছায় সে লজ্জাকে নিমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আন্‌ব না—গৌরবকে আহত হ'তে দেব না।—যাই পালাই—পালাই।

(প্রস্থান ও মহাদেবীর প্রবেশ)

মহাদেবী। কৈ স্কন্দ! কোথায় স্কন্দ! আয় বাপ! আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের মণি।

[সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমে। মা!

মহাদেবী। সে যখন নির্ম্মল হাস্য স্ফুরণ কর্‌ত, স্বর যখন সঙ্গীতের ঝঙ্কার দিত, দৃষ্টি যখন স্নেহ বর্ষণ কর্ত্ত, তখন মনে হ'ত, আমি কোন

দেবশিশুর সঙ্গে কথা কইছি। আমার মাতৃত্বও তখন বুকের দুধে ও চোখের জলে ভরে উঠত। স্কন্দ! আয় বাপ! ফিরে আয়।

সোমে। সে আস্‌বে মা—আসবে। আবার তোমার গলা জড়িয়ে ধরবে, ক্ষুধা পেয়েছে ব'লে, আবার তেমনি ক'রে চেয়ে থাবে।

মহা। (সাগ্রহে) সে কবে—কবে?

সোমে। (স্বগতঃ) আশার বাণী দিয়ে জগৎকে ভোলান যায়, সন্তানহারা জননীকে ভোলান যায় না। (প্রকাশ্যে) মা!—আমি বল্‌ছি সে আবার আসবে।

মহা। পতি উন্মাদ, পুত্র নির্ব্বাসিত, না জানি আরও কি অমঙ্গল আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে।

সোমে। তাই মা, আমিও আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহা। সোমেশ্বর! আমাকে নিয়ে যেতে এসেছ?

সোমে। হ্যাঁ মা, আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

মহা। কোথায় নিয়ে যাবে?

সোমেশ্বর। তা এখনও স্থির কর্‌তে পারিনি। তবে এটা স্থির ক'রেছি, এখানে আর আপনাকে রাখা, আমারই কর্ত্তব্য নয়, ধর্ম্মও নয়।

মহা। কেন?

সোমে। নইলে প্রকাশ্যে না হোক, অপ্রকাশ্যেও আমাকে মাতৃ হত্যার পাপ স্পর্শ করবে!

মহা। কেন, এরা কি আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করছে?

সোমে। আপনাকে নয়—স্কন্দকে।

মহা। স্কন্দকে!

সোমে। বিস্মিত হবেন না, এরা পারে না—এমন কিছুই নাই। মা! জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, আজ পর্য্যন্ত জীবনে কখন একটী

ক্ষুদ্র প্রাণীও বধ করিনি, কিন্তু স্কন্দকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যদি আজ আমাকে ছোট রাণীমার বংশও উচ্ছেদ কর্‌তে হয়—তা ও করব। কিন্তু এর পূর্ব্বে আপনাকে আমি স্থানান্তরিত করে রাখব। নইলে হয়ত এরা আপনাকেও—

মহা। সোমেশ্বর! আমার অদৃষ্ট কেউ নিতে পারবে না। যদি মরতেই হয় ত এখানে মরব। স্বামীর গৃহ, ত্রিভুবনের পুণ্যতীর্থ, মরণের এমন পুণ্যস্থান আর পাবনা। এ মরণে সুখ আছে, বিধাতার আশীর্ব্বাদও লুকান আছে।

সোমে। মা! তা হ'লে স্কন্দকেও দেখ্‌বার আশা ত্যাগ করতে হবে।

মহা। তবে চল সোমেশ্বর! (স্কন্দগুপ্তের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া) না সোমেশ্বর! আমার যাওয়া হ'ল না, আমি গেলে ওরা স্কন্দের মূর্ত্তিখানিও চূর্ণ ক'রে দেবে। (স্কন্দগুপ্তের প্রতিমূর্ত্তিকে ধরিয়া রোদন)

সোমে। নিষ্ঠুর নিয়তি তুমি সব করতে পার। (প্রস্থানোদ্যত ও কুমারগুপ্তের পুনঃ প্রবেশ)

কুমারগুপ্ত। কায়াত্যাগ ক'রে ছায়ার পেছনে ছুটে চলেছ? মূর্ত্তি ত্যাগ ক'রে প্রতিকৃতিকে আঁকড়ে ধরেছ? কাঁদছ? হা—হা—হা মথুরা—না মগধ? স্কন্দ—না পুরু! দে অনন্তা দে, এই বুকের ওপর তোর পা দুখানা চাপিয়ে দে। দেখ্‌ দেখ্‌—পৃথিবী কালীবর্ণ হয়ে গেল—মা ছেলে খাচ্ছে, পিতা পুত্রকে বিক্রী কর্‌ছে। হাঃ—হাঃ—হাঃ।

মহা। স্কন্দ! বাপ্‌!

কুমার। কাঁদ—যুগযুগান্তর ধরে কাঁদ—যত পার কাঁদ। চোখের জলে সপ্ত সমুদ্রের সৃষ্টি কর। পুত্রভাগ্যে মহাভাগ্যবতী—কর খুব গর্ব্ব কর। চীৎকার ক'রে জগৎকে জানিয়ে দাও—তুমি পুত্রভাগ্যে মহাভাগ্যবতী।

মহা। আয় স্কন্দ আয় বাপ্‌।

কুমার। আসবে। থাক, আশায় বুক বেঁধে থাক। না—সে আশা এখনই নির্ম্মূল করতে হবে। এ কান্নার এই খানেই শেষ করতে হবে সোমেশ্বর! আমি ভারত সম্রাট—কে আমার কার্য্যে বাঁধ দেবে।

সোমে। সম্রাট! সম্রাট। পত্নী হত্যা?

কুমার। সরে যা—সরে যা। আমি উন্মাদ হয়েছি। ছোটরাণি! তুই ঠিক বলেছিলি, কেন এক স্ত্রী থাকতে আর একজনকে বিবাহ ক'রে ছিলাম, কেন—কেন—বড়রাণী সূতিকাগারেই স্কন্দকে হত্যা করি নি। কেন বড়রাণী একটা কন্যা প্রসবঃ করলে না। ঠিক্ বলিছিস্—তুই ঠিক বলিছিস্।

সোমে। আবার জ্ঞান হারিয়েছেন।

কুমার। ভাঙ্গাহাটে বাজার বসিয়েছিলাম, তাই অধিবাসেই বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠেছে। সেই উন্নত ললাট, সুপ্রশস্ত বক্ষ, আয়ত লোচন, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। ও কি রাক্ষসি! আবার গর্জ্জে উঠছিস্। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যকে হিংসার বাষ্পে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছিস্—ও পারছি না—কিছুতেই সইতে পারছিনা। কেউ স্কন্দকে ধরে রাখতে পারলে না, কেউ না, ঠাকুর জনার্দ্দন—পণ্ডিত সোমেশ্বর—কেউ না। উঃ কি দারুণ লজ্জা, গভীর মনস্তাপ। (মহাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া) আয় সর্ব্বনাশি। আয় তোর সকল দুঃখ দূর করব। (ছুরিকা উত্তোলন) আমারও আজ শান্তি ফিরে আসবে—কেমন ছুরি, কেমন মনোহর হিংসা, কি সদ্ভাব এই দুজনের। এস শান্তি—এস ভূমা—গোবিন্দ! গোবিন্দ! (পতন ও মৃত্যু)

মহাদেবী। সম্রাট। সম্রাট!

সোমে। ভগবান!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

অনন্তাদেবীর কক্ষ।

অনন্তাদেবী।

অনন্তাদেবী। কাউকে ভয় করি না—করি এই সোমেশ্বরকে। এর জ্ঞানও যেমন প্রবল, কর্ত্তব্যও তেমনই স্থির। যদি প্রয়োজন হয়? পার্‌ব না? কেন পার্ব্ব না। যে দিকে চেয়ে দেখব, সেই দিকেই দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে। যে দিকে নিঃশ্বাস ফেল্‌ব, সেই দিকেই ধ্বংসের বাত্যা বয়ে যাবে। সপত্নীর এত সৌভাগ্য! পুত্রভাগ্যে সে এত যশস্বিনী! কে পুরু? শতানীকের সংবাদ কি?

(পুরুগুপ্তের প্রবেশ)

পুরগুপ্ত। সে স্কন্দকে হত্যা কর্‌বার জন্য যেন কি একটা অনুসন্ধান করেছে। এক একবার হিংসায় হাত দুখানা মুষ্টিবদ্ধ ক'রে ওঠে, দাঁতে দাঁত দিয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, বোধ হয় হত্যার সব রকম নিষ্ঠুর ব্যবহারও তাকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পার্‌ছে না।

অনন্তাদেবী। ঠিকই হয়েছে। লোকটার আকৃতিও যেমন কদাকার, অন্তরও তেমনি রূঢ়। যেমনই বিবেকহীন তেমনই নিষ্ঠুর প্রকৃতি।

পুরগুপ্ত। কখন বা আকাশের দিকে চেয়ে হাত জোড় ক'রে কি প্রার্থনা করে। কখন বা খল খল ক'রে অট্ট হাসি হেসে ওঠে, যেন কি একটা উন্মাদনায় বিভোর হয়ে রয়েছে।

অনন্তাদেবী। পুরু! শতানীকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তার

ক্রোধ, করুণায় পর্য্যবসিত হতে হয়ত সময়ের অপেক্ষা নাও কর্‌তে পারে। আর শুনলাম্, ধরসেনকে স্কন্দ মুক্ত ক'রে দিয়েছে, তাকেও একবার ডেকে পাঠাও। আর প্রয়োজন হ'লে সোমেশ্বরকে—বুঝলে? যাও (পুরগুপ্তের প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ—আর একটী কথা—মহাদেবীর সংবাদ কি?

পুরগুপ্ত। তিনি মগধের বৃত্তিভোগী পাঁচ হাজার কৃষ্ণ অশ্বারোহীকে প্রস্তুত থাক্‌তে আদেশ দিয়েছেন।

অনন্তা। উদ্দেশ্য?

পুরগুপ্ত। আমাদের আয়োজনকে ব্যর্থ করা।

অনন্তা। যাও, এখনই তাদের নিষেধ ক'রে পাঠাও।

পুরগুপ্ত। সৈন্যশ্রেণী আমাদের অধিকারভুক্ত নয়, ফিতে বিপরীতও হ'তে পারে।

অনন্তা। উত্তম! তুমি শতানীককে একবার আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে বলবে। যাও (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ—না যাও।

(পুরগুপ্তের প্রস্থান)

প্রভুত্ব ও প্রতিহিংসা আর যাহাই করুক, মানুষকে নিশ্চিন্তে থাক্‌তে দেয় না। আকাশ পৃথিবীকে জল দেয়, সুদে আসলে আদায় কর্‌বার জন্য, আমিও হিংসার বাষ্প অন্তরে পুঞ্জীভূত ক'রে রেখেছি, শুদ্ধ বোধ হয় নিজের নিঃশ্বাসে নিজেকেই মৃত্যুর পথে ডেকে আন্‌ব ব'লে। মন্দ কি! যখন এ পথে অগ্রসর হয়েছি—তখন ঘৃণা লজ্জা অঙ্গের আভরণ কর্‌তে হবে। স্কন্দ! মহাদেবী! তোমাদের কাউকে রাখব না।

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমে। তাই করুন ছোট মা—তাই করুন, নইলে বিমাতা ব'লে জগতে কেউ আপনাকে জান্‌তে পার্‌বে না।

অনন্তা। (স্বগত) একি হিংসার উত্তেজনায় এত উচ্চে কথা

কয়েছি, দেখি সুর বদ্‌লে—যদি চাপা দিতে পারি—(চিন্তা) হঁ্যা হয়েছে। (প্রকাশ্যে) কি বলছ সোমেশ্বর! আমি তাদের নিয়ত কল্যাণ কামনা করি।

সোমে। তাও কি হয় রাণিমা! তাহ'লে রামায়ণ উল্টে যাবে, জগৎ নূতন সৃষ্টি দেখবে। হুঙ্কার দিয়ে উঠুন ছোট মা—হুঙ্কার দিয়ে উঠুন্! এমন হুঙ্কার দিন, যেন স্কন্দ কবন্ধ হয়, বড়মা উন্মত্তা হ'য়ে শেষ শয্যায় শয়ন করেন।

অনন্তা। সোমেশ্বর! এর অর্থ?

সোমে। অতি সহজ। ছোট মা! এর মধ্যে কূট রাজনীতি নেই, ভাষার অস্পষ্টতা নাই। এর অর্থ সরল স্পষ্ট, গতি—স্বচ্ছ—অনাবিল। এর অর্থ যা আমি বলেছি, তা আপনি বুঝেছেন।

অনন্তা। সোমেশ্বর।

সোমে। চোখ রাঙাবেন না মা! ভাবছি যখন মা কৈকেয়ীকে পেয়েছি, তখন দাসী মন্থরাকে এখন পাচ্ছি না কেন?

অনন্তা। শ্লেষ! শ্লেষ! সোমেশ্বর! শ্লেষ না দিয়ে তুমি কি কথা বল্‌তে জান না।

সোমে। এ মিথ্যা শ্লেষ নয় ছোট মা! এ সত্য!

অনন্তা। সোমেশ্বর! তোমার কথাগুলো বড়ই ঝাঝালো।

সোমে। শুধু ঝাঁঝালো নয়—তিক্তও যথেষ্ট।

অনন্তা। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি সোমেশ্বর—

সোমে। আশ্চর্য্য হচ্ছেন, আমার স্পর্দ্ধা দেখে? তা হবার কথা। আমি জানি, যা আমি বলছি তা সীমা অতিক্রম করেই বলছি। তার কারণ, অন্যায় করাও যেমনি পাপ, প্রতিকার না, করাও তেমনই পাপ, শুধু পাপ নয়—মহাপাপ।

অনন্তা। জান আমি ইচ্ছা কর্‌লে—

সোমে। জানি ছোটরাণীমার ইচ্ছার ওপরে শুধু এখানে থাকা নয়, মগধে থাকাও নির্ভর করছে। হয় ত—

অনন্তা। হয় ত নয়—ধ্রুব সত্য। এ সম্রাট প্রাসাদে আর তোমার স্থান নেই। সহজে ত্যাগ কর্‌তে সম্মত না হও, বাধ্য করাব।

সোমে। আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, রাজ্ঞী অনন্তাদেবী নন, আশ্রয় দিয়েছিলেন, মূর্ত্তিমতী করুণা মাতৃরূপা মহাদেবী। যাক্‌, সে তর্ক করতে আমি এখানে প্রবেশ করি নি। ছোটমা! আমি শুধু জান্‌তে চাই, যে পুত্রের জন্য এই বিষ উদ্গীরণ করছেন, যে পুত্রের জন্য আজ ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত ক'রে অন্যায়কে বরণ করছেন, সেই পুত্র কি সেই সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে পারবে? আপনা দেওয়া দানটাই গ্রহণ কর্‌বে? আপনার কার্য্যের আলোচনা করবে না?

অনন্তা! সোমেশ্বর।

সোমে। থাক্‌ মা! তারপর যখন তার মোহ ভেঙ্গে যাবে, যখন রাণী অনন্তাদেবীর প্রত্যেক কার্য্যের বিশ্লেষণ করব'র শক্তি সে পাবে, তখন সে বুঝবে, তার মা তাকে স্বাধীনতা দিয়ে স্বেচ্ছাচার কিনিয়েছে, আদর দিয়ে অত্যাচার করতে শিখিয়েছে—তখন আপনার পুত্রকেও যে আপনি মুখ দেখাতে পার্‌বেন না, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছেন? ভেবে দেখেছেন কি, বিবেক সব সময়ে মাথা তুলতে পারে না বটে, কিন্তু অন্তরে আঘাত দেয়। মিথ্যার প্রকোপে সময়ে সত্যও সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু একদিন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রাবৃটের ঘনান্ধকার জ্যোতিষ্মান্‌ সূর্য্যকেও আবৃত করে রাখে কিন্তু সব সময়ে তা পারে না।

অনন্তা। সোমেশ্বর! আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে মগধ থেকে নির্ব্বাসিত করেই আমার পথ আমি পরিষ্কার করে নেব কিন্তু আজ দেখ্‌ছি এর চেয়েও একটা বড় কিছুর আবশ্যক হয়েছে।

সোমেশ্বর। একটা বড়গোছের বলির আবশ্যক হয়েছে, তা বুঝতে

পেরেছি। এ দেহও যে সেই বলির উপাদান যোগাবে তা ও বুঝতে পেরেছি। ইচ্ছা হচ্ছে একবার ধূপের মত জ্বলে উঠে আকাশে তোমার কুকীর্ত্তির দীপশিখা ছড়িয়ে দেই। ইচ্ছা হচ্ছে কপিলের ব্রহ্মতেজ পরশুরামের জাতক্রোধ, চানক্যের প্রচণ্ডগতি সব একত্রিত করে অপনার বিপক্ষে লেলিয়ে দিই। অগ্নির সেই বুভূক্ষা, ক্রোধের সেই অন্ধতা, নীতির সেই ক্রূরতা সব দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে এই অসহনীয় অত্যাচারের প্রতি শোধ নিই কিন্তু আজ তা হয় না। জাতির যে তেজ নাই, ভারতের সে সাধনা নাই, মানুষের সে উন্মত্ততা নেই তাই নিজের আস্ফালনে নিজেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছি চীৎকার করে গগণ বিদীর্ণ করে দিচ্ছি না।

অনন্তা। চীৎকার করে উঠবে, সোমেশ্বর চীৎকার করে উঠবে, কিন্তু তা একবার, হত্যার আগে যেমন একবার চীৎকার করে উঠে, দীপ স্তিমিত হবার আগে যেমন একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই করে উঠবে, তারপর সব অসাড়—হিম—ঠাণ্ডা।

সোমেশ্বর। জানি আপনার হিংসা কত ভয়ানক। দৃষ্টি কত বিষাক্ত; জানি, রাণীমা'র আদরের ভিতরেও কতখানি বিষ মেশানো আছে। উদ্যত আয়ুধ যখন কোষবদ্ধ হয়, হত্যার আদেশ যখন প্রত্যাহার করা হয়, তখন বুঝতে পারি, এর চেয়েও এক ভয়ঙ্কর নারকীয় ষড়যন্ত্র আপনার অন্তরে উদয় হয়েছে। যা শুনলে পিতা পুত্র-স্নেহ ভুলে যায় মা আশীর্ব্বাদ করেতে সঙ্কুচিত হয়। শুনুন ছোট মা, রাণী অনন্তাদেবীর ন্যায় সংসারে অনেক বিমাতা বিচরণ করে, তাতে আশ্চর্য্য হই না, আশ্চর্য্য হই, সব জেনে শুনেও আপনাকে মা বলে ডাক্‌ছি, সম্মান রেখেও সদুত্তর দিচ্চি।

অনন্ত।৹ সোমেশ্বর। তুমি আমায় সহায় হয়। ভারতের সিংহাসন পুরু ও তোমাকে সমান ভাগ করে দেব।

সোমেশ্বর। চমৎকার! মগধ-সম্রাজ্ঞীর শুধু হত্যার বিদ্যাই জানা নেই,

অস্ত্র বিদ্যাও বেশ আয়ত্ব করা আছে। সম্রাজ্ঞি! আমি বিদ্যা শিখিছি, উপার্জ্জনের জন্য নয়, জ্ঞানের জন্য, সেই জ্ঞান পাপকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নয়, তাকে উচ্ছেদ করবার জন্য।

অনন্ত। কেউ জান্‌তে পারবেনা। কেবল তুমি আর আমি—আর কেউ না, এমন কি পুরুও নয়। এস আমার সহায় হও।

সোমেশ্বর। যাও নারী! নিজের রক্তকে নিজের বিপক্ষে জোটাওগে সেই আপনার যোগ্য সহায় হবে। [প্রস্থান।

অনন্তা। সোমেশ্বর। এ সম্রাট প্রাসাদ তাই অক্ষত শরীরে ফিরতে পারলে। ঊর্ণাভের যেমন পতঙ্গ জড়িয়ে পড়ে। তেমনই তুমিও আমার ক্রোধজালে জড়িয়ে পড়েছ। আমি রাণী অনন্তাদেবী একটী নূতন কিছু করে যাব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(শতানীক)

শতানীক। আঠার দিনে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হয়েছিল, আর দুই সপ্তাহের মধ্যে মথুরা হয়ে মগধে ফিরে আসতে পার্‌ব না? খুব পার্‌ব। ভগবান! বর দাও, এই বর দাও যেন। পবনের চেয়ে দ্রুতগামী হই। (দ্রুত প্রস্থানোদ্যত)

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমেশ্বর। শতানীক! (শতানীক ফিরিল) দাড়াও তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

শতানীক। বস শীঘ্র বল, বিলম্বে সব পণ্ডশ্রম হবে।

সোমেশ্বর। কোথায় যাচ্ছ?

শতানীক। মথুরায়।

সোমেশ্বর। সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ?

শতানীক। তীর্থ-দর্শনে।

সোমেশ্বর। শতানীক! তোমাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারি না।

শতানীক। আমায় বিশ্বাস কর বন্ধু, আমি সত্যই তীর্থ-দর্শনে চলিছি। যেখানে স্কন্দগুপ্তের আবাস ভূমি তেমন তীর্থ আমার কাছে আর একটীও নাই।

সোমেশ্বর। শতানীক! তুমি আমাকেও মৌখিক মিষ্টতায় ভোলাতে চাও? যাক; শোন্, তুমি সম্রাজ্ঞীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে যে, স্কন্দকে হত্যা করবে ?

শতানীক। হ্যাঁ বন্ধু।

সোমেশ্বর। সম্রাজ্ঞীও তোমায় পুরস্কৃত করবেন, এই রকম কথা দিয়েছিলেন ?

শতানীক। দিয়েছিলেন।

সোমেশ্বর। তুমিও সেই পুরস্কার নেবে স্বীকার করেছিলে ?

শতানিক। যদি অদৃষ্টে থাকে।

সোমেশ্বম। তাই মথুরায় তীর্থ-দর্শনে চলেছে ? আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে এটা আর বুঝতে পারি না!

শতানীক। সোমেশ্বর! তুমি উত্তেজিত হয়েছ।

সোমেশ্বর। হ্যাঁ আমি উত্তেজিত হয়িছি। এমন উত্তেজিত হয়িছি যে, জীবনে আর কখন তেমন উত্তেজিত হই নি। আমি সব সইতে পারি কিন্তু মানুষের এই শয়তানী বৃত্তি সইতে পারি নি। পাশবিক বলে যদি আজ জয়ী হতাম, তা হ'লে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তোমার এই কৃত কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তি দিতাম।

শতানীক। দাও, আমায় শাস্তি দাও, কিন্তু শতানীকের চেয়ে পৃথিবীতে অনেক পিশাচ বিচরণ করে তুমি কয়টাকে শাস্তি দেবে।

সোমেশ্বর। যে তোমায় ভায়ের ভালবাসা, মায়ের শুভেচ্ছা প্রভুর দয়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, শুধু কাঞ্চনের লোভে, ক্ষমতায় উদ্রিক্ত হয়ে, আজ তাকেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, আমি কি এই জন্যই তোমাকে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়েছিলাম? এই জন্যই কি তোমার প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস ও পেয়েছিলাম?

শতানীক। সোমেশ্বর! যদি তোমার অন্য বক্তব্য না থাকে তা হ'লে আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

সোমেশ্বর। যাও শতানীক! মথুরার পথেই যেন তোমার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়।

(সোমেশ্বরের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ)

জীবনে যদি কখন ভুল করে থাকি তা হলে এই শতানীককে আশ্রয় দেওয়া, শেষে কি আমিই মহাপ্রাণ স্কন্দের হত্যার কারণ হব? সেত ভিন্নপথেই জীবনের গতি নির্দ্দিষ্ট করেছিল, কেবল আমিই তাকে ফিরিয়ে এনেছিলাম। মানুষ এত বেইমানও হতে পারে? দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমি, আমি কি করতে পারি? বাঙ্গালার স্নিগ্ধ-শ্যাম-পল্লী বটচ্ছায়ে যে বর্দ্ধিত; যে কেবল মায়ের স্নেহ শান্ত সৌম্য হাস্য মূর্ত্তিটীই দেখে এসেছে, তার বিশ্ব-বিকম্পিত কঠোর গম্ভীর রুদ্র মূর্ত্তিটী দেখি নি; সেই স্নেহময়ী জননী বঙ্গভূমির সন্তান হয়ে কেমন করে, এই বজ্র কঠোর পার্ব্বত্যজাতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ঈশ্বর! এই জাতিকে যত খানি বুদ্ধি দিয়ে পাঠিয়েছিলে, কেন তত খানি শক্তি দিয়ে পাঠাওনি? শতানীক! তোমার ও প্রতিজ্ঞা যখন স্কন্দকে হত্যা করা তখনই

আমারও প্রতিজ্ঞা তাকে রক্ষা করা, বিশ্বসুদ্ধ আমার বিপক্ষে দাঁড়ালেও তবু তাকে আমি রক্ষা করব।

(সানুচর ইন্দ্রধ্বজের প্রবেশ)

ইন্দ্রধ্বজ। তুমি বন্দী।

সোমেশ্বর। আমি ?

ইন্দ্রধ্বজ। হাঁ তুমি বন্দী। (অনুচরবর্গকে লক্ষ্য করিয়া) বন্দী কর।

সোমেশ্বর। দাঁড়াও। শৃঙ্খলিত হবার পূর্ব্বে আমার অপরাধ, আমি জানতে ইচ্ছা করি।

ইন্দ্রধ্বজ। বন্দী কর, নচেৎ অপরাধী পালিয়ে যাবে।

সোমেশ্বর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি এক পদও অগ্রসর হব না। কিন্তু অগ্রে আমার অপরাধ আমি জানতে ইচ্ছা করি।

ইন্দ্রধ্বজ। তোমার অপরাধ ? অসংখ্য। সম্রাজ্ঞীর আদেশ তোমায় কারারুদ্ধ করা।

সোমেশ্বর। কেন ?

ইন্দ্রধ্বজ। প্রথম সম্রাজ্ঞীর কার্য্যে তুমিই প্রধান অন্তরায়, দ্বিতীয় সম্রাজ্ঞীকে অপমানিত করা।

সোমেশ্বর। এতক্ষণে বুঝেছি, আমি থাকতে সম্রাজ্ঞীর পাপ ইচ্ছা পূর্ণ হবে না।

ইন্দ্রধ্বজ। সাবধানে কথা কও।

সোমেশ্বর। ইন্দ্রধ্বজও আজ আমাকে চোখ রাঙায়।

ইন্দ্রধ্বজ। (অনুচরবর্গকে) বন্দী কর। (তথাকরণ) ঘু ঘু দেখেছ যাদু ফাঁদ দেখ নি।

সোমেশ্বর। চুপ কর কুক্কুর।

ইন্দ্রধ্বজ। নিয়ে এস।

সোমেশ্বর। পারলাম না মা, তোমাকে রক্ষা করতে। স্কন্দ ভাই! ছুটে এস। ঈশ্বর! মাকে রক্ষা কর।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয়দৃশ্য।

দুর্গাভ্যন্তর।

গোবিন্দগুপ্ত।

গোবিন্দ। বন্দী হয়েছি—আর কারুর কাছে না, নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে! মানুষের এতদূরও অধঃপতন হতে পারে? ও! যদি একবার মুক্তি পাই। তা হোলে? তা হোলে শুধু সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠবীর স্কন্দগুপ্ত নয়, এই গুপ্তসাম্রাজ্যকেও নিশ্চিহ্ন কর্‌ব। (উপরের দিকে চাহিয়া) কৈ আকাশও ত এখন তেমনই স্থির, যমুনার উজান তেমনও মন্থরা আমার আস্ফালন দেখে শুষ্ক তৃণ খণ্ডের স্থানচ্যুত হওয়া দূরের কথা, একবার কেঁপেও ওঠে না।

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

স্কন্দগুপ্ত। পিতৃব্য! (মাথা নত করিল)

গোবিন্দগুপ্ত। কে? স্কন্দ! এস আমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।

স্কন্দগুপ্ত। পিতৃব্য।

গোবিন্দগুপ্ত। নাও অস্ত্র গ্রহণ কর! তোমার তরবারিতে এখনও যথেষ্ট ধার আছে।

স্কন্দগুপ্ত। এই কোটরগত চক্ষু—

গোবিন্দগুপ্ত। ভূমিকার প্রয়োজন নাই। স্কন্দ! আমি জানি তোমার তরবারি শুধু শত্রুর রক্তপান কর্‌বার জন্য ব্যগ্র নয়, আমার রক্ত পান কর্‌বার জন্যও লালায়িত। নাও তরবারি গ্রহণ কর।

স্কন্দগুপ্ত। এই আমার সমাদরপূজ্য কটি বদ্ধ তরবারি আপনার চরণে অর্পণ করছি। (তথাকরণ) খুল্লতাত! আমায় শাস্তি দিন, আমি হাসি মুখে সে শাস্তি গ্রহণ করব।

গোবিন্দগুপ্ত। ওঃ আজ আমার যদি সে শক্তি থাকত।

স্কন্দগুপ্ত। কেন খুল্লতাত! আপনার শক্তি ত তেমনই অপ্রতিহত রয়েছে। আসুন আমি এখনই মথুরার দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছি।

গোবিন্দগুপ্ত। ভেবেছ কি স্কন্দ; তোমায় অনুগ্রহলব্ধ এই প্রাণ আমি আবার বহন করব? স্কন্দ তুমি আমায় হত্যা কর, মরবার সময় তোমাকে অভিসম্পাত না করে আশীর্ব্বাদ করব। উঃ! কি মর্ম্মন্তুদ অপমান।

স্কন্দগুপ্ত। পিতৃব্য! এ অপমান কি একা আপনাকেই স্পর্শ করেছে, আমাকে করে নি? পিতৃব্যের অপমান কি ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্পর্শ করে না? করে! কিন্তু ভেবে দেখুন পিতৃব্য দেখু—

গোবিন্দগুপ্ত। স্কন্দ! এই বাক্যের কৌশল জালে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা কর না। তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি যে, তুমি আমাকে বন্দী করেছ, যা এই পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে ভারতে যে কোন বীরাগ্রগণ্যই পারে নাই।

স্কন্দগুপ্ত। জানি পিতৃব্য, আপনার সে শৌর্য্য কাহিনী। যে শৌর্য্য একদিন শকশক্তির প্রতিরোধ করেছিল, যে শক্তি এতদিন দেশের ও জাতির সেবা করে এসেছে, যিনি এই গুপ্তসাম্রাজ্যকে অম্লান অক্ষত রাখবার জন্য, জীবনের ধ্যান, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই প্রথিত যশা বীর গোবিন্দগুপ্তকে কলঙ্কমুক্ত করবার জন্যই আজ আমাকে বাধ্য হয়ে বন্দী করতে হয়েছে।

গোবিন্দগুপ্ত। জলের শৈত্য অগ্নির দাহিকা শক্তি বিলুপ্ত হয়েছে বিশ্বাস করতে পারি, তবু এ বিশ্বাস করতে পারি নি যে আমাকে বন্দী

করবার আবশ্যক হয়েছিল। পিতৃব্য হয়েও আজ আমি ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে—

স্কন্দগুপ্ত। ভুলে যান পিতৃব্য! যে আমাদের মধ্যে কোন রক্তের সংশ্রব আছে নইলে বিচার করতে পারবে না। আমি স্নেহের শাসন করি নি, রাষ্ট্রনীতির শাসন করেছি। খুল্লতাত! আপনার এই বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হয়ে একবার বিচার করে দেখুন, আপনাকে বন্দী করে আমি সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছি কি না?

গোবিন্দগুপ্ত। তা হলে মুক্ত করে দিবে না?

স্কন্দ। ক্রোধের বিন্দুমাত্র চিহ্ন থাকতে নয়।

গোবিন্দ। ওঃ! যদি একবার জালন্ধরে যেতে পাই। (উন্মত্তবৎ পরিভ্রমণ)

স্কন্দগুপ্ত। পিতৃব্য! আর্য্যাবর্ত্তের পাট মহিষী ছোট মা ও পুরু ভাবী ভারতের সম্রাট বলে মগধের মধ্যে দুটো সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের সূচনা হয়েছে! বৌদ্ধ ও অভিজাত সম্প্রদায়, দুই তুল্য বলবান এ সময় আপনার রোষদীপ্ত হুতাশন জ্বলে উঠলে অচিরেই এই গুপ্তসাম্রাজ্য একটা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। ভাব্‌বেন না যে, মাত্র পুরুকে সিংহাসনচ্যুত করেই সাম্রাজ্যে আবার শান্তির স্রোত বহাতে পারবেন, তা পারবেন না। অন্ততঃ রাষ্ট্রনীতি তা বলে না। অথচ আমি জানি পিতৃব্য গোবিন্দগুপ্তের কাছে সাম্রাজ্যের চেয়ে কিছুই প্রিয় নাই; এমন কি পিতামহ বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত ও নন, বলুন পিতৃব্য বলুন, আমার এ আচরণ কঠিন হলে ও সাম্রাজ্যের অনুকূল হয়েছে কি না?

গোবিন্দগুপ্ত। আমি কোন যুক্তি তর্ক শুনতে চাই না। (তরবারি কুড়াইয়া লইয়া) এইবার তোমাকে কে রক্ষা করে?

স্কন্দগুপ্ত। ঈশ্বর।

গোবিন্দগুপ্ত। না ঈশ্বর নাই।

স্কন্দগুপ্ত। আছে।

গোবিন্দগুপ্ত। তবে তোমার ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা করুন। (তরবারি উত্তোলন)

স্কন্দগুপ্ত। ঈশ্বরের প্রতিভূ শক্তীশ্বর পিতৃব্য গোবিন্দগুপ্ত আমাকে রক্ষা করুন। (চরণে আত্মসমর্পণ)

গোবিন্দগুপ্ত। (তরবারি ফেলিয়া দিয়া) স্কন্দ! প্রাণাধিক প্রিয় আমার! তোমার শাসন আমি নত মস্তকে স্বীকার করছি (আলিঙ্গন)

স্কন্দগুপ্ত। আসুন পিতৃব্য, দুর্গ দ্বার উন্মুক্ত করে দেই।

(গোবিন্দগুপ্তের পশ্চাতে স্কন্দ যাইতেছিল এমন সময় শতানীক হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল। গোবিন্দগুপ্ত চলিয়া গেল, স্কন্দ রহিয়া গেল)

শতানীক। এই যে রাজকুমার! রাজকুমার!

স্কন্দগুপ্ত। একি! শতানীক! তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত।

শতানীক। হ্যাঁ আমি মগধ হতে এত দ্রুত এসেছি যে, পবনও তত দ্রুত আসতে পারে না।

স্কন্দগুপ্ত। (সোৎসুকে) মগধ হতে? মায়ের কুশল?

শতানীক। হ্যাঁ কুশল।

স্কন্দগুপ্ত। আর সোমেশ্বর!

শতানীক। কখন অভিশাপ দেন, কখন শোকাশ্রুবর্জ্জন করেন। কখন ভাবে তন্ময়; কখন যোগ যুক্তাত্মা।

স্কন্দগুপ্ত। শতানীক, তুমি বিশ্রাম করবে এস। আমরা উভয়েই একত্রে সপ্তাহের মধ্যে মগধ যাত্রা করব।

শতানীক। রাজকুমার! আমি এখনই মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করব।

স্কন্দগুপ্ত। (সাগ্রহে) কেন কেন?

শতানীক। ছোট মা একটি যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন; আমিই সেই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

স্কন্দগুপ্ত। (স্মিত হাস্যে) বেশ ত আমার ও তোমর সেই পৌরোহিত্যটা দেখা হবে।

শতানীক। না। সেখানে তোমার প্রবেশাধিকার নেই।

স্কন্দগুপ্ত। কেন?

শতানীক। আমি নিষেধ করছি ভাই!

স্কন্দগুপ্ত। শতানীক, মায়ের জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

শতানীক। রাজকুমার! বিশেষ আবশ্যক না হলে, পুত্র তুমি, মায়ের কাছে যাবে আমি নিষেধ করব কেন। জীবনে কখন মায়ের আস্বাদ পাই নি। তবু মা যে কি অপার্থিব বস্তু, স্বর্গের কোন নিভৃত কল্পলোক না—আমি চললেম। সাবধান! মাতৃস্নেহ যেন অমঙ্গলকে না ডেকে আনে। সাবধান। (প্রস্থান)

স্কন্দগুপ্ত। অদ্ভুত প্রকৃতি।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্কন্দগুপ্তের কক্ষ।

ইন্দ্রলেখা

গীত।

তাহার দরশ দেছে মলয় পরশ গো
সোনার স্বপন দিয়ে ঘেরা, গীতি সরস গো॥
মানসমধুবনে কি নব জাগরণে।
কি যেন কি ব্যাকুলতা অভিনব শিহরণ

কত হাসি কত খেলা
জোছনার মধু মেলা
কত আসা কত যাওয়া কত না হরষ গো ॥
জীবন সফল করা প্রেয় সে পরশখানি
আসেনি কুটীরে মোর, বহিয়া আশার বাণী
এ জনমে আসিবে কি,
পরিবে কি যাহা বাকী,
আমি ত তাহার ধ্যানে আছি নিরলস গো ॥

ইন্দ্রলেখা। এই সেই ঈপ্সিত স্থান, যা এতদিন মনে প্রাণে চেয়ে এসেছি। স্কন্দ! প্রিয়তম্! কেউ জানে না আমি তোমাকে কত ভালবাসি। এত ভালবাসি, বীর স্বদেশকে তেমন ভালবাসে না, মানুষ মানুষকে তেমন ভালবাসতে জানে না। আমি ঘৃণ্যা তুমি পুণ্যপূতজ্যোতির্ম্ময়, তবু তোমাকে আমি ভালবাসি। তুমি আমার ধ্যানের ধ্যেয়, পূজার অর্ঘ্য, মানসমন্দিরের নিত্য জাগ্রত বিগ্রহ।

মুরলার প্রবেশ।

মুরলা। বোন, এখনও এ পথ ত্যাগ কর।

ইন্দ্রলেখা। তাও কি হয়!

মুরলা। হয় না? যার জন্য ভায়ের স্নেহ হারিয়েছ, স্বস্থান স্ব'ধিকার ত্যাগ করে—

ইন্দ্রলেখা। কেন তারই উদ্যোগে এখানে রয়েছি? সে তুই বুঝবি না, এক একবার মনে হয়, এ বুঝি অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস, কিন্তু তা নয় এ বিধিদত্ত শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। এ ভালবাসা যাকেই স্পর্শ করেছে, তাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

মুরলা। তবু সে যদি—

ইন্দ্রলেখা। যদি একবারও আমার দিকে চেয়ে দেখেননা? নাই বা দেখলেন, তাতে আসে যায় কি, তবু একবারও এখানে দিনান্তে স্কন্দের নাম শুনতে পাই। স্মৃতির প্রিয়নিদর্শনের দিকেও নিরীক্ষণ করি, তাতেই আমার কত সুখ কত তৃপ্তি।

মুরলা। সার্থক জীবন তোমার। কিন্তু বোন! সাধ করে এ দাসত্বকে ডেকে এন না, পরাধীনতাকে প্রশ্রয় দিও না।

ইন্দ্রলেখা। মুরলা! বোন! ভূমিষ্টা হয়েই আমি যাদের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম, তারা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে কিন্তু আজও তুই করিস নি। তোরও কি এই অভিমত যে, আমি বিনা যুদ্ধে স্কন্দকে আত্মসমর্পণ করেছি, ভাবের আশ্রয় ত্যাগ করে, নারীর উচিত বৃত্তিকে জলাঞ্জলি দিয়েছি?

মুরলা। স্কন্দকে কি তোমাকে ভালবাসে?

ইন্দ্রলেখা। বাসে।

মুরলা। ভুলেও কি তার আভাষ পেয়েছ?

ইন্দ্রলেখা। সে ভাল না বেসে থাকৃতে পারে না।

মুরলা। অন্ধ প্রেম বৃত্তি দৃষ্টিশক্তি লোপ করেছে।

ইন্দ্রলেখা। না সখি! যেখানে এত করুণা সেখানে অপ্রেম থাকৃতে পারে না।

মুরলা। করুণা ও প্রেমবৃত্তি মহৎ হলেও ধর্ম্ম উভয়ের এক নয়। করুণা উষর ভূমিকে উর্ব্বরা করে। প্রেম প্রিয়বক্তিকে আলিঙ্গন করে। স্কন্দ তোমায় আশ্রয় দিয়েছে প্রেমে নয় করুণায়—

ইন্দ্রলেখা। যদি তাহাই হয় তা হলেও—

মুরলা। বুঝেও তুমি বুঝবে না। কিন্তু একদিন বুঝবে, যা এতদিন চেয়ে এসেছ তা বর নয় অভিশাপ। দৃষ্টির প্রখরতা নয় দৃটির বিভ্রম।

(প্রস্থান)

ইন্দ্রলেখা। সত্যই কি আমি বুঝেও বুঝি না। মনেকরি এ দুরাশাকে হৃদয়ে পোষণ কর্‌ব না। এ পরাধীনতাকে প্রশ্রয় দেব না। কিন্তু না দিয়েও থাকতে পারি না। আশার আনন্দে স্কন্দ, চিন্তার স্কন্দ, প্রাণের প্রাণে স্কন্দ জীবনের জীবনে—

(স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

স্কন্দ। মনে করেছিলাম পিতৃব্যকে মুক্ত করে দিয়েই মগধে প্রত্যাগমন কর্‌ব কিন্তু শতানীকের—কে রাজভগিনী!

ইন্দ্রলেখা। হাঁ রাজকুমার! (নতদৃষ্টি)

স্কন্দ। এখানে আসার কি উদ্দেশ্য?

ইন্দ্রলেখা। এখানে আস্‌তে হলে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আস্‌তে হয়, এমন তো কখন মনে করি নি।

স্কন্দ। আর যাই হোক আমার আদেশ মান্য করা উচিত ছিল।

ইন্দ্রলেখা। চেষ্টা করেছি পারি নি।

স্কন্দ। কেন?

ইন্দ্রলেখা। এ আমার তীর্থস্থান, কোটী জন্মের তপঃ ক্ষেত্র, আশার পবিত্রতার গোমুখী, সাধনার হিমাচল, সতীত্বের অমরাবতী। (ধীরে ধীরে প্রস্থান)

স্কন্দ। এ আমার তীর্থস্থান, কোটী জন্মের, তপঃ ক্ষেত্র, কি সুন্দর, কি পবিত্র! প্রত্যেক কথাটী শিশিরের চেয়ে স্বচ্ছ মুক্তার চেয়ে ও মহার্ঘ। যদি প্রতিজ্ঞা না করে আস্‌তাম। (দৌবারিকের প্রবেশ) কি সংবাদ?

দৌবারিক। মগধহতে লোক এসেছে? যাও তাদের শীঘ্র নিয়ে এস। (দৌবারিকের প্রস্থান) সহসা মগধের থেকে যখন লোক এসেছে, তখন নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে। (দৌবারিক সঙ্গে লোক আসিল।

পত্রবাহক। মহারাজ! একখানা পত্র আছে।

(দৌবারিকের প্রত্র প্রদান স্কন্দগুপ্তের পত্র গ্রহণ ও পাঠ)

কল্যাণীয় স্কন্দ !

পত্র পাঠ মাত্র মগধে ফিরে আসবে। সম্রাট মৃত, সোমেশ্বর বন্দী ; আমার জীবন ও প্রতিমুহূর্ত্তে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। মগধের চারিদিকে যেন একটী অশান্তি ও অত্যাচারের তীব্র হলাহল ছড়িয়ে রয়েছে। আশীর্ব্বাদিকা তোমার মা। দৌবারিক। (দৌবারিকের প্রবেশ) সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত থাকতে আদেশ দাওগে। আমি এখনই মথুরা পরিত্যাগ কর্‌ব। (আগন্তুককে) তুমি বিশ্রামাগারে অপেক্ষা কর। (দৌবারিককে) দৌবারিক। একে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও। (উভয়ে প্রস্থান) যে স্বার্থ সম্ভোগকে এত দিন চোখ রাঙিয়ে শাসন করে এসেছি, তারা আজ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কেন না, আশার মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। সাদরে ব্যভিচারকে নিমন্ত্রণ করছে আমি দেখ্‌ছি ত্যাগের উপর স্বার্থের রক্তশকট অবাধে চলে যাচ্ছে, ত্যাগ সভয়ে সংসারের এক পরিত্যক্ত প্রান্তরে আশ্রয় অনুসন্ধান কর্‌ছে। অন্যায়ের শাসন মাত্র ন্যায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। শয়তান মহৎ দলিত কর্‌ছে। (গুপ্ত চরের প্রবেশ)

গুপ্তচর। (প্রণামান্তর) রাজ্ঞী অনন্তাদেবী আপনাকে হত্যা করবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছেন।

স্কন্দ। ঘাতকের নাম ?

গুপ্ত। শতানীক।

স্কন্দ। শতানীক !

২য় গুপ্তচর। তেমন যোগ্যব্যক্তি তিনি আর একটাও খুঁজে পান নি।

স্কন্দগুপ্ত। যাও (গুপ্তচরের প্রস্থান)। এই শতানীককে ভাল বেসেছিলাম, ভায়ের ন্যায় ভাল, বন্ধুর ন্যায় নিরীক্ষণ করতাম। অথচ উঃ ; (পরিভ্রমণ) শতানীক আমাকে হত্যা করবে ? বিশ্বাস করতেও প্রবৃত্তি হয় না। না করেও থাকা যায় না। তবে নিষেধ করে গেল

কেন? হয়ত অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজনটা ঠিক যথাযোগ্য করে উঠতে পারবে না। যদি পারি এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। নিদ্রিত হিংসাকে আবার জাগিয়ে তুলবো! এদের শাসন করবো কি! দুঃখ হয় যে, এরা কোন পথে চলেছে নিজেরাও একবার ভেবে দেখে না। (চিন্তা) ত্যাগে, তিতিক্ষায়, দয়া, ধর্ম্মে এত উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন করে যে, মানুষ সৃষ্টির এত কদর্য্যতার অভিনয় করতে পারে এইটাই আশ্চর্য্য। সৃষ্টির বৈচিত্রে, শিশুর সারল্যে, সঙ্গীতের মাধুর্য্যে যদি আমাকে এত মুগ্ধ করেছ, হে ঈশ্বর! তোমার সৃষ্টির জঘণ্যতাও আমাকে একবার দেখিয়ে দাও। বিস্মিত হলেও যেন ভীত না হই, (প্রস্থানোন্মত ইন্দ্রলেখার পুনঃপ্রবেশ।)

ইন্দ্রলেখা। রাজকুমার?

স্কন্দগুপ্ত। কেন রাজভগিনী?

ইন্দ্রলেখা। আপনি নাকি মথুরা পরিত্যাগ করবেন? আর এখানে আসবেন না?

স্কন্দগুপ্ত। হ্যাঁ, মা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমাকে এখনই মথুরা পরিত্যাগ করতে হবে।

ইন্দ্রলেখা। যদি অনুমতি হয় ত—

স্কন্দগুপ্ত। বল কি বলছিলে?

ইন্দ্রলেখা। যদি অনুমতি হয় আমি আপনার সঙ্গে যাব?

স্কন্দগুপ্ত। (সবিস্ময়ে) সে কি রাজভগিনী?

ইন্দ্রলেখা। সঙ্গ নেবার জন্য নয়—সেবা করবার জন্য।

স্কন্দগুপ্ত। কেন আমি ত পূর্ণসুস্থকায়।

ইন্দ্রলেখা। দীর্ঘ পথ, অনেক বিপদও আসতে পারে।

স্কন্দগুপ্ত। (চিন্তা) কেন এত ভালবাসিলে রাজভগিনি?

ইন্দ্রলেখা। কেন তা জানি না? হয়ত ভালবাসাই নারীর ধর্ম্ম

তাই ভালবেসেছি। এর উত্তর ঐ একটা, যা আজও কেউ দিতে পারেনি। বিশ্বের অজ্ঞাতরহস্যে যা আজও রয়েছে। এর উত্তর ভালবেসেছি বলেই ভালবেসেছি।

ইন্দ্রলেখা। দাসীত্ব কর্‌তেই নারীর জন্ম, নারীর গর্ব্ব ও গৌরব সৃষ্টীর প্রথম হতে। নারী দাসিত্বই করে এসেছে, কর্ত্তৃত্ব করে আসে নি, সে দিয়েই সুখী নিয়ে নয়।

স্কন্দগুপ্ত। শোন, রাজভগিনী।

ইন্দ্রলেখা। বল ইন্দ্রলেখা।

স্কন্দ। ইন্দ্রলেখা।

ন্দ্রলেখা। বল, আর একটী বার বল, তুমি আমাকে ভালবাস, জীবন ভরে তোমার চরিত্রগাথা শুনব আর শোনাব। শুদ্ধ একটী বার বল তুমি আমাকে ভালবাস।

স্কন্দগুপ্ত। ইন্দ্রলেখা! আমার রাজবেশ হলেও আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, নারীকে গ্রহণ করা নয় পরিত্যাগ করা।

ইন্দ্রলেখা। কেন? নারী কি কেবল ধর্ম্মকে নষ্ট করেই এসেছে, রক্ষা করে আসে নি? যে তোমাকে বৈ আর কাউকে জানে না, যার তুমি ভিন্ন আর অন্য উপাস্য নাই তাকে গ্রহণ করলে, যদি ধর্ম্ম নষ্ট হয়; ভলবাস্‌লে যদি পাপ হয়, সে ধর্ম্ম হলেও প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম নয়। সম্মুখে পশ্চাতে, উর্দ্ধে অধে, আমি যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকেই তোমার বিরাট মহিমাময় পবিত্রোজ্জল মূর্ত্তি দেখতে পাই।

স্কন্দগুপ্ত। কিন্তু—

ইন্দ্রলেখা। এখনও কিন্তু। নারীর সম্ভ্রম সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে এসেছি, তবু এখনও কিন্তু। দর্শনের প্রথম হতেই প্রেমের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, দিনে, বর্ষে তিল তিল করে বৃদ্ধি পেয়ে এখন মহিরুহের আকার ধারণ করেছে, সমীরের আরক্ত চক্ষু যাকে দগ্ধ করতে পারে,

এই সময়ের দীর্ঘসূত্রতাতেও যার উচ্ছেদ হয় নি, এখন আর কিন্তু থাকৃতে পারে না। নাথ! প্রিয়তম। মথুরা ত্যাগের এই অব্যবহিত পূর্ব্বে, বিরহ মিলনের এই যুগসন্ধি ক্ষণে—

স্কন্দগুপ্ত। ইন্দ্রলেখা! বন্ধনে শুধু মনে সঙ্কোচ থাকে না, বাসনাকেও উদ্দীপ্ত করে—

ইন্দ্রলেখা। উপরে ঈশ্বর সম্মুখে দেবতার দেবতা তুমি। প্রতিশ্রুত হচ্ছি, তোমার বন্ধনের হেতু হব না। ব্রতরক্ষার বিঘ্ন হব না, শুধু শুনবো তুমি আমাকে ভাল বাস, প্রতিদান চাই না, প্রত্যাশা করি না, শুদ্ধ শুনব? আন্তরিক হোক মৌখিক হোক, শুদ্ধ বল তোমাকে আমি ভালবাসি।

(নিকটে অগ্রসর হওন)

স্কন্দগুপ্ত। বাসি, তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসি। এত ভালবাসি—

(নেপথ্যে মহারাজ! অশ্ব প্রস্তুত)

(প্রস্থান)

পুনশ্চ ইন্দ্রলেখার গীত।

আমার সব দিয়ে চাওয়া অঞ্চল ভরি
এনেছি নিরাশা কুড়ায়ে।
আমি রচিয়াছি ঘর তাহার উপর
বঁধুয়ার স্মৃতি জড়ায়ে॥
পাওয়া ত হ'লনা এজনমে তারে,
বৃথা মলা গাঁথা পরাব কাহারে,
সেত আসিল না, ফিরে চাহিল না,
তৃষিত পরাণ জুড়ায়ে॥
আমার মরমের সাধ রহিল মরমে
আকুলবাসনা বাড়ায়ে॥

পঞ্চম দৃশ্য।

পুরগুপ্তের বিলাস কক্ষ।

(পুরগুপ্ত ও ইন্দ্রধ্বজ)

পুরগুপ্ত। আমিই এখন আর্য্যাবর্ত্তের একরকম সম্রাট, কি বল ইন্দ্রধ্বজ!

ইন্দ্রধ্বজ। এক রকম নয়, পুরো।

পুরগুপ্ত। ঠিক ত?

ইন্দ্রধ্বজ। জানেন ইত, আমি আর যাই হই, ইয়ে, নন।

পুরগুপ্ত। ইন্দ্রধ্বজ! তুমি একটী রত্ন।

ইন্দ্রধ্বজ। লোকেও ঐ কথাই বলে।

পুরগুপ্ত। সোমেশ্বরকে বন্দী করেছ?

ইন্দ্রধ্বজ। তা না করে আর কি আপনার সঙ্গে হোক কথা কইছি।

পুরগুপ্ত। তার প্রতি সম্রাজ্ঞীর কি আদেশ হয়েছে তা জান?

ইন্দ্রধ্বজ। বাছাধনকে আর বাঙ্গালায় ফিরতে হবে না, তার উপর সম্রাজ্ঞীর যে রকম রাগ।

পুরগুপ্ত। আর শতানীক?

ইন্দ্রধ্বজ। হয় ত সে এতক্ষণ কাজ সাবাড় করেছে।

পুরগুপ্ত। (স্বগতঃ) অথচ এই সোমেশ্বরই এক দিন শতানীককে আশ্রয় দিয়ে ছিল, স্কন্দও তাকে ভায়ের ন্যায় ভালবাসত। (প্রকাশ্যে) ইন্দ্রধ্বজ! আজ আমার উৎকট আনন্দ করতে ইচ্ছা করছে, কি জানি কেন প্রাণের ভিতর থেকে থেকে একটা হাহাকার করে উঠ্‌ছে।

ইন্দ্রধ্বজ। আমিও সেই জন্য প্রমোদোদ্যানে কতকগুলো সেরা মেয়ে মানুষ আনিয়ে রেখেছি, তাদের দেহেরও যেমন পরিপাট্য, রঙ্গও তেমনই বিদ্যুতের মত, যেমন নাচ্‌তে তেমনই গাইতে—

পুরগুপ্ত। সেই ভাল চল।

(উভয়ের প্রস্থানোদ্যত)

অনন্তা। দাঁড়াও, অনেক কথা আছে।

পুরগুপ্ত। কি কথা মা ?

অনন্তা। সংবাদ পেলাম, শতানীক স্কন্দকে মগধে আসতে নিষেধ করে এসেছে।

পুরগুপ্ত। তা হলে সব প্রকাশ করে দিয়েছে ?

অনন্তা। না।

পুর। তবে আর কি ক্ষ্যাটা ত সব মিটেই গেল।

অনন্তা। ছি ! এই বুদ্ধি নিয়ে একটা রাজ্য শাসন করবে ? শোন, স্থির নিশ্চিন্ত হয়ে শোন, শতানীকের নিষেধ করে আসবার পর, মহাদেবী স্কন্দকে এক পত্র লেখে, রাজ্য, বিশৃঙ্খল আমাকেও এরা মারবার চেষ্টা করছে, পত্র পাঠ মাত্রই চলে আসবে, এই এই রকম অনেক তথ্যই সেই পত্রে লেখা ছিল।

পুর। তার পর ?

অনন্তা। তারপর, আরও এক সংবাদ পেলাম, জালন্ধরপতিকে স্কন্দ মুক্ত করে দিয়েছে, স্কন্দ ত আসবেই, তিনিও হয়ত মগধে ফিরে আসছেন।

পুর। জালন্ধরপতি আমাদের রাজ্য ত আর কেড়ে নিতে আসছেন না।

অনন্তা। নাই নিন্, বিপ্লব ত আনতে পারেন্, আমাদের মেরে ফেলতেও পারেন।

পুর। তা হলে কি হবে মা ?

অনন্তা। তবে ভরসা এই শতানীক, যখন ঘাতক নিয়েই অবস্থান করছে, তখন যাকেই হোক, একজনকে মরতে হবে।

পুর। কিন্তু শতানীক যদি ঘাতকদের কাছে সব রহস্য প্রকাশ করে থাকে ?

অনন্তা। অসম্ভব। তার পেটের কথা জগতে দুজন জানতে পারে না সে শুধু ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এই মাত্র ; এমন কি, তার ভায়ের সম্বন্ধে যা আমাকে বলেছিল তাও সব মিথ্যা।

পুর। তারপর ?

অনন্তা। তার পর এসে বলত স্কন্দগুপ্ত আনি নি এবং না আসবার হেতুও আমি জানি না। যাই—ই হোক, বিপদ আমাদের সমূহ। তুমি এখনই শতানীকের উদ্দেশ্যে রওনা হও, সে মগধের প্রবেশ পথে ঘাতক নিয়ে অবস্থান করছে। ঘটনাও অনিশ্চিত, কর্ত্তব্যও অনির্দ্দিষ্ট। যাও শীঘ্র যাও, যথা যোগ্য উপায় উদ্ভাবন করবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—প্রতিষ্ঠান-রাজপথ, দুই পার্শ্বে নিবিড় বন।

শতানীক, যোধরাম, খেলোয়াড়।

শতানীক। যোধরাম! খেলোয়াড়! খুব সাবধান

খেলোয়াড়। মানুষ মেরে খাওয়াই আমাদের জাত ব্যবসা, এর আবার সাবধান কি ? কি বল যোধরাম।

যোধরাম। আমি অন্ততঃ পঞ্চাশটা মানুষ খুন করেছি।

শতানীক। এই ত তোমাদের উপযুক্ত কথা। যা তোমরা পারবে না, আর কেউ পারবে না।

শতানীক। দীনারের কথা কি বলছ খেলোয়াড়, কাজটা করতে পারলে সম্রাজ্ঞী তোমাদের প্রচুর পুরস্কৃত করবেন।

বোধরাম। আমরা দীনার নিয়ে মানুষ মারি। আমরা বড় ভয়ঙ্কর লোক।

খেলোয়াড়। ব্যস। ফেলো কড়ি মাখো তেল। দাও দীনার—নাও রক্ত।

শতানীক। সেই কারণে সম্রাজ্ঞীও তোমাদের জন্য রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রেখেছেন। কাজটা কিন্তু খুবই শক্ত; খুব সাবধানের সহিত—

বোধরাম। ভারি একটা মানুষ।

খেলোয়াড়। আরে ছো।

শতানীক। তবে এ সাধারণ মানুষ নয়, তাই তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। সারা জীবন পরিশ্রম করেও যা অর্জ্জন করতে পার নি, একে হত্যা করতে পারলে, তার চেয়ে ঢের বেশী পাবে। মনে রেখ পুরস্কৃত আমি করব না, পুরস্কৃত করবেন স্বয়ং সম্রাজ্ঞী।

খেলোয়াড়। এত লোকের মাথা নিয়েছি; আর এটা নিতে পারব না।

শতানীক। পারবে। তোমাদের মুখ, তোমাদের চোখ বলছে পারবে। চেয়ে দেখ সর্দ্দার, (দৃষ্টি নিক্ষেপ) পাটলি পুত্র প্রবেশের এই একমাত্র পথ, যতদূর দৃষ্টি চলে প্রকাণ্ড দৈত্যের মত বিশাল বৃক্ষরাজি অভ্রভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্মুখে, পশ্চাতে; দূরে দিগ্‌দিগন্তে যতদূর দৃষ্টী চলে কেবল নিবিড় অরণ্যানী, মধ্যে এই সঙ্কীর্ণ রাজপথ। হত্যার এই উপযুক্ত স্থান, যেমন সে এখানে প্রবেশ করবে; অমনি তোমাদের বিষাক্ত ছোরা তার বুকে আমূল বসিয়ে দেবে।

খেলোয়াড়। রক্তের গন্ধে বনের বাঘ যেমন ধেয়ে আসে, আমরাও তেমনি রক্তের নামে ধেই ধেই নেচে উঠি।

শতানীক। আর চেয়ে দেখ সর্দ্দার ঐ আকাশের দিকে। (দৃষ্টি

নিক্ষেপ) জ্যোৎস্না বিধৌত আকাশে আজ অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার ঢেলে দিয়েছে। হত্যার এই উপযুক্ত অবসর। মনে রেখ, এক দিকে, একটা রাজার ঐশ্বর্য্য, আর একদিকে একটী রাজমস্তক। মনে রাখবে, যিনি তোমাদের পুরস্কৃত করবেন, তিনি ভিখারিণি নন, এই বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্রা অধীশ্বরী। যাও তোমরা ঐ বনান্তরালে অবস্থান করগে; স্কন্দ এখনই এসে পড়বে। (ঘাতকদ্বয়ের প্রস্থান) কেন এ অভিনয় করছি তা জানিনে, তবে সম্রাজ্ঞীর আদেশ, স্কন্দের আগমন পথে ঘাতক নিয়ে অবস্থান করতে হবে। যাক্ বেটারাতো বনের মধ্যে ওৎপেতে বসে থাকুক্‌গে, সত্যই ত আর স্কন্দ আসছে না। না, স্কন্দ আসবে মাতৃ আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করবে না। (গমনোদ্যত ও আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ) একি! আজ কি পৃথিবীর অন্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছে? না, আমাকে ভ্রুকুটী করছে? আকাশের বজ্র অর্দ্ধপথ থেকে ফিরে যাচ্ছে, ও ক্ষণপ্রভা সভয়ে চমকে উঠছ। বন, উপবন, সব নিথর নিশ্চল, আকাশ অন্ধকার, নদী তরঙ্গহীন, প্রকৃতির একি অট্টহাসি! নিয়তির একি অজ্ঞাত রহস্য! তবে কি সত্যই আজ পৃথিবীর শেষ দিন, সত্যই কি আজ একটা উল্কাপাত হবে, একটা জ্যোতির্ম্ময় গ্রহ খসে পড়বে। তা হোলে? তা হোলে, হে সর্ব্বনিয়ন্তা! তোমাকে প্রণাম করছি, আমার সমস্ত সুকৃতি নাও; নিয়ে স্কন্দকে নিরাপদে মগধে ফিরতে দাও।

(প্রস্থান ও গোবিন্দগুপ্তের প্রবেশ

গোবিন্দ। এই সেই মগধ, যেখানে কর্ত্তব্য প্রবল হয়েছিল, জ্ঞান গণ্ডী অতিক্রম করেছিল, এই সেইই মগধ, একি। কে তোমার?

(ঘাতকদ্বয়ের পুন প্রবেশ)

যোধরাম। আমরা তোমার যম।

গোবিন্দ। কে—রে—কে—রে বিশ্বাস ঘাতক

খেলোয়াড়। বেটা খুব ধড়িবাজ।

(যোধরাম ছুরি মারিল কোমরে
খেলোয়াড় মারিল বুকে)

খেলোয়াড়। যোধরাম! পালিয়ে আয়

যোধরাম। রক্ত এখনও ফিনফির মত ছুটে বেরোচ্ছে

(সতৃষ্ণ অবলোকান্তর দ্রুত প্রস্থান ও শতানীকের পুনঃ প্রবেশ)

শতানীক। একটু চানকে দেওয়া যাক। খাঁটি লোক কিনা, নইলে সম্রাজ্ঞীর কাছে বিশ্বাস রাখতে পারব উঃ কি মজা! অনেক দিন প্রাণ খুলে হাসি নি। হাঃ হাঃ, সোমেশ্বর! না এখন নয়, বলি ও খেলোয়াড় আছ ত? (বিদ্যুত প্রকাশ) একি! কে এখানে শুয়ে? এঁ্যা ইনি যে জালন্ধরপতি! কিন্তু কি হতে কি হোল? (উদভ্রান্তভাবে পরিভ্রমন) চেষ্টা করে কি হয়? কিছু হয় না। চেষ্টা করে মানুষকে বাচান যায় না, দুর্ভাগ্যকে ফিরান যায় না। আমি কি করলাম! কি করলাম!

(গোবিন্দগুপ্তের রক্তাক্ত, দেহের উপর শতানীক আছাড়িয়া পড়িল ও স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ।

স্কন্দ। প্রকৃতি প্রলয়ের মূর্ত্তি ধরেছে। বৃষ্টি, শিলা প্রপাত পৃথিবীকে নিশ্চিহ্ন করছে। আকাশে, পাতালে—ঐ আবার মেঘ গর্জ্জন, অশনি প্রপাত, ধ্বংসের কি মহনীয় আয়োজন! কি করি, কোথায় যাই, কেমন করে গতি নিরীক্ষণ করি।

শতানীক। হত্যা করেছি—

স্কন্দ কে কা'কে হত্যা করেছে?

শতানীক। এক মহাপ্রাণকে হত্যা করেছি? তাই পৃথিবী রোষে গর্জ্জে উঠছে। শতাব্দীর রচনা নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে, করুক, তাতে আমার কি।

স্কন্দ। এ কার কণ্ঠস্বর! হত্যার নামে প্রাণ কেঁপে উঠে কেন?

রাজ্য শাসনে, সৈন্য পরিচালনায় আমিও ত সংখ্যাতীত হত্যা করেছি, কৈ, প্রাণত একদিনও কেঁপে উঠিনি। তবে —তবে, মন স্থির হও; উত্তর নাও, কে তুমি? কাকে হত্যা করেছ? (পুনঃ বিদ্যুত প্রকাশ)

শতানীক। কে তুমি? কে তুমি? স্কন্দ! ভাই!

(শতানীক মৃত দেহ ছাড়িয়া স্কন্দগুপ্তের নিকটে আসিল)

স্কন্দ। শতানীক। শতানীক! আলিঙ্গনোদ্যত ছুঁয়োনা। ছুঁয়োনা। দেখছনা, আমার সর্ব্বাঙ্গে অজগর জড়িয়ে রয়েছে।

স্কন্দ। শতানীক কেন কি হয়েছে?

শতানীক। বুঝতে পারছ না। নরকের বাজনা বেজে উঠেছে, অসুরের হাতে অমর নিহত, হয়েছে, মাতৃস্তন্যে বিষ নির্গত হচ্ছে, দেবতার বুকে পিশাচে নৃত্যা করছে।

স্কন্দ। তাতে তোমার কি?

শনানীক। আমার কি আমি হত্যা করেছি বৈত নয়, একটী রাজ দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করেছি, ওঃ ওঃ ওঃ

স্কন্দ। (সোৎসুকে) কা—ক?

শতানীক। না সে কথা শুনলে তুমি স্থির থাকৃতে পারবে না। চোখঠিক্‌রে পড়বে। হৃদপিণ্ড বেবিয়ে আসবে। ও ওঃ ওঃ আমি হত্যা করিছি, এক মহাপ্রাণকে রক্ষা করতে গিয়ে আর এক মহাপ্রাকে বলি দিয়েছি। না, এ আমি কি বলছি। সব মিথ্যা। নিজের হাতে ছুরি মেরেছি চোখ দিয়ে চেয়ে দেখেছি।

স্কন্দ। শতানীক। শীঘ্রবল। কে হত হয়েছে? কাকে হত্যা করলে?

শতানীক। কেন করলাম? হাঃ হাঃ কেন উজ্জল জ্যোতিপূর্ণ আকাশে, আমাবশ্যার অন্ধকার ধেয়ে এল। কেন মা সন্তানকে হত্যা করতেঘাতক নিযুক্ত করে। কেন এক সর্ব্বত্যাগী রাজসন্নাসীর জন্য

এই ব্যাধিগ্রস্ত আত্মা রোগমুক্ত হয়ে উঠে তবে শোন, যে যেখানে আছে, কাণ পেতে শোন—(বেগে পুরগুপ্তের প্রবেশ)

পুরগুপ্ত। দাদা! একে বিশ্বাস করবেন না। সৈন্যগণ বন্দীকর।

শতানীক। সাবধান।

পুরগুপ্ত। দাদা! এই শতানীকই পিতৃব্যকে নিহত করেছে।

স্কন্দগুপ্ত। পিতৃব্য নাই!

পুরগুপ্ত। না, পিতৃব্য নাই।

স্কন্দগুপ্ত। পিতৃব্য! পিতৃব্য!

পুরগুপ্ত। দাদা। এই ঘাতক জালন্ধর রাজ্যে অতি উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তারপর জালন্ধরপতি এর ঘৃণিত আচরণে, অসন্তুষ্ট হয়ে রাজ্যহতে বিতাড়িত করে দেন। হত্যাকরে এখন পূর্ব্বঅপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে।

শতানীক। রাজকুমার এই শঠ কুচক্রীকে বিশ্বাস করবেন না।

পুরগুপ্ত। দাদা! আপনার প্রতি আমি অন্যায় আচরণ ও করেছি কিন্তু সেই অন্যায় আচরণে আমার যথেষ্ট স্বার্থছিল,' আর তাও যা করেছিলাম আপনার রাজ্যত্যাগের পূর্ব্বে, পরে নয়, আমার হিংসার পাত্র আমার ভাই হতে পারে, পিতৃব্য হতে পারে না।

শতানীক। তোমার আকাশে কি একটী বজ্রও নাই যে এই কুতঘ্নের মস্তক চূর্ণ করে দাও।

স্কন্দ। স্তব্ধ হও পাষণ্ড। আমি সব বুঝতে পেরেছি। শতানীক এই জন্যই তুমি আমাকে মগধে আসতে নিষধে করেছিলে।

শতানীক। শোন, রাজকুমার! কোনরূপ দুরভিসন্ধি দূরের কথা আমার অভিপ্রায় ছিল মহৎ, উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র, কিন্তু অদৃষ্টের দোষে, ভাগ্যের কুহকে, এক করতে আর এক হয়ে গিয়েছে। আমি অপরাধীর পোষাক পরিছি, দুঃখ ও আমার যথেষ্ট, সান্তনা ও আমার প্রবল। নির্দো-

ষিতা প্রমাণ করবার জন্য নয়, তোমার ভাল বাসা পুনঃ আকর্ষণের জন্য ও নয়, জগৎকে জানবার জন্য, তোমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য আজ আমায় বলতে হবে এদের অত্যাচারের কাহিনী, শোন, সম্রাজ্ঞী—

পুরগুপ্ত। হাঁ, প্রতিষ্ঠানের পথেই পিতৃব্যকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তোমার প্রথম উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করেছিল, কিন্তু তোমার কৌশল জালকে ছিন্ন করতে পারে, এত চতুর জগতে আজও কেউ জন্ম গ্রহণ করে নি, তাই মগধের পথে, তোমার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছ।

শতানীক। এর আদ্যন্ত মিথ্যায় গঠিত।

স্কন্দগুপ্ত। শতানীক! আমার রাজ্য হতে তুমি নিক্রান্ত হও। একদিন বন্ধু বলেই আলিঙ্গন করেছিলাম, তাই হত্যা করলাম না। যাও, দূর হও। পিতৃব্য! পিতৃব্য! (আকড়াইয়া ধরিল)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অনন্তাদেবীর কক্ষ।

ধরসেন ও অনন্তাদেবী।

অনন্তা। হূনদূতের আগমনের উদ্দেশ্য ?

ধরসেন। আমি পূর্ব্ববৎ খিঙ্খিলকে সাহায্য করতে সম্মত আছি কি না, তাই জানতে।

অনন্তা। তিনি কি আবার ভারত আক্রমণ করতে ইচ্ছা করেন ?

ধরসেন। শুধু ইচ্ছা নয়, এর জন্য প্রস্তুত হয়েই আছেন।

অনন্তা। কি স্থির করলেন ?

ধরসেন। কিছুই না। তবে শীঘ্রই আমার অভিপ্রায় তাকে জানাতে হবে।

অনন্তা। অসম্মত হলে তিনি যে আপনার প্রতি খুব প্রসন্ন হবেন. আর তার ফলও যে—

ধরসেন। ভাল নয়, তাও বুঝতে পারছি।

অনন্তা। এদিকে স্কন্দও যে আপনার ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট এমন মনে করবার যথেষ্ট হেতু নেই। দেখুন, এসব বেশ ভাল করে একবার ভেবে দেখুন, কি সঙ্কট স্থানে আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

ধরসেন। হাঁ সম্রাজ্ঞী। আমাকে এখন অনেক দিকে চেয়েই উত্তর দিতে হবে কিন্তু খিঙ্খিলের হয়ে ত অনেক কাণ্ডই করলাম, লজ্জা,

ঘৃণা, অঙ্গের আভরণ হয়েছে, হোক, কিন্তু কি পেলাম? যা পূর্ব্বে ছিল না—এমন এক খণ্ড ভূমিও কি যাবার সময় আমা'কে দিয়ে যেতে পেরেছে, কিন্তু স্কন্দ ইচ্ছা করিলে—

অনন্তা। একটা নূতন রাজ্যের অধীশ্বর কর্‌তে পারতেন, অন্ততঃ আপনার যা আছে, তা হ'তে অধিকারচ্যুতও করেন নি, শুধু একটা কৃতজ্ঞতা। কেমন,—এই আপনার মনের অভিপ্রায় নয় কি?

ধরসেন। হ্যাঁ সম্রাজ্ঞী। (পুনঃ পুনঃ অভিবাদন)

অনন্তা। কিন্তু এর মূল্য কতটুকু। আমার মনে হয়, কৃতজ্ঞতা জানাবার উপযুক্ত সময়, আর যখনই হ'ক এখন নয়।

ধরসেন। কেন?

অনন্তা। সহসা সখ্যতা সন্দেহের কারণ।

ধরসেন। যদি আমি কোন পক্ষই না অবলম্বন করি?

অনন্তা। তা হ'লেও আপনার বিপদ। স্কন্দের বিরাগভাজন ত আছেনই, অধিকন্তু এক দুর্দ্দমনীয় নিষ্ঠুর প্রকৃতি হূন রাজকে শত্রু করে তুলবেন, কিন্তু কেন? কিসের জন্য? স্কন্দ কি আপনাকে প্রাণ খুলে বিশ্বাস কর্‌বেন না আপনি তাকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতে পর্‌বেন। (নিরুত্তর) বলুন এ নিরুত্তরের সময় নয়, আপনার সম্মুখে খিঙ্খিল, পশ্চাতে স্কন্দ; বলুন—

ধরসেন। আপনার ইচ্ছা কি—

অনন্তা। আমার কি, কিছুই নয়। আমি সমস্যা ও আপনার চোখের সামনে ধরে দিয়েছি—সমাধানের পথও দেখিয়ে দিলাম—এখন বিচার্য্য আপনার। তবে আমার অনুরোধ, মুহূর্ত্তের ভুলে জীবনের সুখ শান্তিকে নষ্ট না করবেন।

ধরসেন। সম্রাজ্ঞি! যে সমস্যা আমি দীর্ঘজীবনেও বুঝতে পারিনি, তা নিমেষের মধ্যে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন; সত্যই আপনি অতুল্যা।

একদিন যে সম্পদ খিঙ্খিল আমাকে দিয়ে যেতে পারিনি, তা আর এক দিন পারবে, স্কন্দ দুর্ব্বল, খিঙ্খিল প্রবল, আমি খিঙ্খিলের পক্ষই গ্রহণ করব।

অনন্তা। তা হ'লে এই পথই স্থির বিবেচনা কল্লেন ?

ধরসেন। হাঁ৷ আমি আজই খিঙ্খিলকে জানাব, পূর্ব্বে যেমন তাঁর অনুগামী ছিলাম, এখনও তেমনই আছি। তা হ'লে আসি সম্রাজ্ঞী—

অনন্ত। আসুন। (ধরসেন অভিবাদনান্তর প্রস্থানোদ্যত) হাঁ৷, আর একটা কথা। (ধরসেন ফিরিল) খিঙ্খিলের আসবার পূর্ব্বেই যদি প্রতিষ্ঠান দুর্গ না হস্তগত করতে পারেন, তা হলে শতদ্রু তীরের যুদ্ধের মতন এবারেও আপনাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে।

ধরসেন। কেন, কেন ?

অনন্তা। প্রতিষ্ঠান দুর্গই ভারতের মধ্যে সব চেয়ে সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত। এই বিপুল হুনযুদ্ধে শত্রুদের সামরিক চক্ষু কখনই সে দুর্গকে অতিক্রম করবে না। আপনাদের সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করছে এই দুর্গ জয়ের উপর।

ধরসেন। মহারাণীর আদেশ পালন করাই আমার আনন্দ। (প্রস্থানোদ্যত)।

অনন্তাদেবী। যদিও (ধরসেন ফিরিল) দুর্গরক্ষক বৃদ্ধ, তথাপি দুর্দ্দান্ত ও সাহসী—

ধরসেন। হোক দুর্দ্দান্ত ও সাহসী। যারা স্কন্দের বিপক্ষে দাঁড়াতে সাহসী হয়েছে, তারা একটা বৃদ্ধ দুর্গরক্ষককে ভয় করে না। আসি মহারাণি!

(প্রস্থান)

অনন্ত। স্কন্দ দুর্ব্বল, খিঙ্খিল প্রবল; ধরসেন! তুমি এত মূর্খ, আর খিঙ্খিল, বর্ব্বর! তোমার এত স্পর্দ্ধা যে স্কন্দ জীবিত থাকতে— না এও যোগ্য আয়োজন হয় নি, যখন ডুব দিয়েছি; তখন দেখব এর শেষ

কোথায়। (পুরগুপ্তের প্রবেশ) এই যে—পুরু ! আমি তোমাকেই চাইছিলাম। শোনো, ধরসেন এসেছিল প্রথমে ত' খিখিলের পক্ষ নিয়ে কিছুতেই স্কন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় না, অবশেষে অনেক যুক্তি ও তর্কের পর তবে স্বীকৃত হয়। এ একটা আমাদের নিশ্চয়ই শুভ লক্ষণ বলতে হবে, কেমন নয় কি ? কি নিরুত্তর রইলে যে—

পুর। মা—

অনন্তা। তুমি আমার উপযুক্ত সন্তান। জালন্ধরপতির হত্যার ব্যাপারটা যে বাক্যে বুদ্ধিতে এমন সুন্দর ঘুরিয়ে দিতে পেরেছ, এতে আমি পরম পরিতোষ লাভ করেছি, সেই জন্য এই যৎসামান্য কাজটাও তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি। নাও, ধর। (পুরগুপ্ত গ্রহণোদ্যত) এই উগ্র বিষটা—

পুর। (সবিস্ময়ে) বিষ !

অনন্তা। হ্যাঁ, আহার্য্যে হোক, পানীয়ে হোক. যে কোন উপায়ে একবার মহাদেবীকে খাওয়াতে পাল্লেই—নাও ধর (পুরগ্রহণের কোন চেষ্টাই প্রকাশ করিল না) দুর্ব্বলতা পুরুষের শোভা পায় না;—এ বাড়ীতে সে আর কাউকে বিশ্বাস করে না; তাই তোমাকে দরকার হয়েছে, স্নেহে আশিষে তুমিও মহাদেবীর কাছে স্কন্দের স্থান অধিকার করে আছ, শুধু একবার মা বলে ডাক্‌বে, তার পর বিষ দাও, বিষও অমৃতজ্ঞানে পান করবে—

পুর। এ কি ! এ আমি কি শুনছি।

অনন্তা। ভয় পেও না, এই দুর্ব্বলতার আঘাত করেই আমাদের এখন উঠ্‌তে হবে; ধর।

পুর। দাঁড়াও, তোমাকে একটু ভাল ক'রে দেখে নেই। (অবলোকন) মা ! এতদিন অন্ধের ন্যায় তোমার অনুসরণ ক'রে এসেছি, কিন্তু আর নয়।

অনন্তা। তোমার কিসে এই পরিবর্ত্তন এল পুত্র ?

পুরু। পিতৃব্যের মৃত্যুতে। প্রশংসা কচ্ছিলে মিথ্যাকে কেমন সুন্দররূপ দিতে পেরেছি বলে; ও! এই প্রশংসাই আরও প্রদাহ এনেছে—জলে পুড়ে যাচ্ছি, রাজ্য সম্পদেও হৃদয়ের হাহাকারকে চাপা দিতে পাচ্ছি না।

অনন্তা। কালে এর কিছুই থাকবে না বৎস! কিন্তু এই রাজ্য এই সম্পদ—

পুরু। (সকরুণ স্বরে) আমি চাই-ই না। তুমি দীর্ঘকাল বাঁচ, বেঁচে এ রাজ্য ভোগ কর।

অনন্ত। কার সঙ্গে কথা কইছ পুরু ?

পুরু। মা! সংসারে বড় ছোট হয়ে রইলে,—এত ছোট যে দাঁড়াতে পাচ্ছ না। স্কন্দ, মহাদেবী এঁরা শত প্রভায় জ্বলে উঠছে,—আর তুমি গাঢ়—গাঢ়তম অন্ধকারে সেঁধিয়ে যাচ্ছ।

অনন্তা। যাচ্ছি, যাবও। যখন আরম্ভ করেছি, তখন অসম্পূর্ণ রাখব না। অপদার্থ! ভীরু। এই স্ত্রীলোকের কাজটাও তোমার দ্বারা হয়ে উঠে না। (প্রস্থানোদ্যত)

পুরু। দাঁড়াও। মা! তুমি প্রকৃতিস্থা নও। কাকে বিষ দেব ? মহাদেবীকে ? তিনিও কি আমার মা নন ? একা তোমারই কি বুকের রক্ত দুধ হয়ে আমার মুখে ঝরে পড়েছে, মহাদেবীর পড়ে নি ? তুমি ত আগে এরূপ ছিলে না মা। অভাগিনী মা আমার! না, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার উচিতও নয় কর্ম্মও নয়, তুমি আমার দেবী, তুমি আমার ধর্ম্ম, দাও মা। (বিষ গ্রহণ) মা! বল এতে মানুষ মরে না—মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, বল মা তোমার পুণ্য-পূত স্পর্শে—

অনন্তা। না, এ কাজ আমাকেই করতে হবে।

(কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান)

পুরু। (একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিবার পর) স্রষ্টার কি সুন্দর রচনা! মা সন্তানকে বিষ দিচ্ছে; সন্তানেরই আর এক মাকে হত্যা করতে! মাতৃত্বের কি শোচনীয় পরিণাম! যে মাতৃত্ব স্বর্গের মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যের ভাগীরথী, পাতালের ভগবতীরূপে এই দাবদগ্ধ সংসারকে স্নেহস্নাত ক'রে রেখেছে, যে মাতৃত্ব পূজার অর্ঘ্যের চেয়ে পবিত্র, কামনার গৌরব। কিছুতেই এই স্বর্গীয় সম্বন্ধকে ম্লান হতে দেব না!

(দ্রুত প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহাদেবীর কক্ষ।

(মহাদেবীর প্রবেশ

মহাদেবী। ধর ধর অনন্তাকে। পা দিয়ে রক্ত ছুটে বেরোচ্ছে, তৃষ্ণায় তালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে এসেছে। স্কন্দ! বাপ! এরা আমাকে বিষ খাইয়েছে। জ্বলে মলাম, জ্বলে মলাম। আয় স্কন্দ, ছুটে আয়; এখনও এলিনা!

(অনন্তাদেবীর প্রবেশ)

অনন্তা। আসবে! হাঃ হাঃ!

মহাদেবী। তোর হাঁসি প্রেতিনীর ন্যায়, দৃষ্টি রাক্ষসীর ন্যায়, কে তুই? এখানে কেন? স্কন্দকে নিয়ে যেতে? আমি থাকতে—দূর হ, বেরিয়ে যা—

অনন্তা। যাব তবে স্কন্দকে না নিয়ে নয়।

মহাদেবী : ওরে বাবা, যাই পালাই। (দ্রুত যাইতে যাইতে) দূরে দূরে ঐ মৃত্যুর কৃষ্ণ সমুদ্র—(প্রস্থান)।

অনন্তা। এ কোন পথে চলেছি ? কি জানি। পুত্রের সিংহাসনের জন্য ? না তাও নয়। আমার উদ্দাম প্রবৃত্তি ? হবেও বা। প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা ? সম্ভব। এ কি! আমার মনেও কি বিবেকের ঘাত প্রতিঘাত ? কেন, কি অন্যায় করেছি ? কিছু না। স্কন্দ ত রাজ্যত্যাগ ক'রে চলেই গিয়েছিল, তবে ? কি করেছিল এই মহাদেবী ? উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না কেন ? আমার বাক্‌শক্তি কি রোধ হয়ে এল ? তা ও ত নয়।

(মহাদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

মহাদেবী। বিয়ে হয়ে আমি রাজরাণী হলাম। কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরণে সেই টুকটুকে লাল শাড়ী খানি। জলে উঠেছে ; দাউ দাউ করে জলে উঠেছে। সিঁদুর মুছে গেল, শাঁখা ভেঙ্গে গেল, স্বপ্ন—স্বপ্ন। ঐ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা, অনন্তা পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়, ঐ স্কন্দ আস্‌ছে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আস্‌ছে, মৃত্যু—না এখন নয়, একবার তাকে জড়িয়ে ধর্‌ব, একবার তার মুখে মা বলা শুন্‌ব, মাথায় হাত, মুখে চুমো। প্রাণ তোকে লৌহপিঞ্জরে আটকে রাখব, পাচ্ছিনা, কিছুতেই ধরে রাখতে পাচ্ছিনা। জলে মলাম জলে মলাম। (পতন)

অনন্তা। হাঃ হাঃ ! জাত সাপের ছোবল সইতে পারবে কেন ? হাঃ হাঃ ! মহাদেবী ! ভারত-সম্রাজ্ঞি ! কেমন ?

(বেগে পুরগুপ্তের প্রবেশ)

পুরগুপ্ত। এতবড় পাপ কিছুতেই আমি করতে দেবনা। যেমন করে পারি, আমার মাকে আমি অম্লান রাখব। কৈ কোথায় বিষের পাত্র (অনুসন্ধান, প্রাপ্ত, এবং পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ) ভিতরে বেশ

একটা কলঙ্কের দাগ্ রয়েছে, তবে কি সব শেষ হয়ে গিয়েছে, (চতুর্দ্দিকে অবলোকন ও পাত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া।) বড়মা! মা! (নিকটে গমন)

মহাদেবী। ঐ স্কন্দ এসেছে, স্কন্দ! বাবা!

(কোলে লইবার আগ্রহ প্রকাশ)

অনন্তা। ও স্কন্দ নয়, স্কন্দের যম।

মহাদেবী। ও হো-হো। (পুনশ্চ পতন)

পুরগুপ্ত। মা, তোমার পাপের নৌকা ভরে উঠ্‌ছে, ডুব্‌বে।

অনন্তা। ডুবি দুঃখ নেই, যদি কাজ শেষ করতে পারি।

পুরগুপ্ত। পারবে নইলে পাপ পূর্ণ হবে কেন? কাজও যত শেষ ক'রে আন্‌ছ, শাস্তিও তত জড় হয়ে উঠ্‌ছে। বড় পাপের বড় জ্বালা। একবার ভেবে দেখত মা! সংসারকে কি নিয়ে কি দিলে, কি সম্বন্ধ কি করেছ, ভেবেছ এত বড় পাপ এমনই যাবে? তা যাবে না, আদান আছে—প্রতিদান নাই? পাপ আছে—প্রায়শ্চিত্ত নাই? আছে। শীঘ্রই সেই দিন আসবে, যে দিন নিজের কৃত কর্ম্মে নিজেই শিউরে উঠ্‌বে।

মহাদেবী। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল। তৃষ্ণা, জল। (পুরগুপ্ত জলের অন্বেষণ করিতে লাগিল) স্কন্দ! বাবা!

স্কন্দগুপ্ত। মা! মা! (বলিতে বলিতে স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ)

মহাদেবী। বিষ বিষ!

স্কন্দগুপ্ত। (শিহরিয়া উঠিয়া) বিষ খেয়েছ?

মহাদেবী। খাইনি, খাইয়েছে। উঃ হু হুঃ, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা, স্কন্দ! বাবা!

স্কন্দগুপ্ত। মা! ! আমি স্কন্দ। চেয়ে দেখ।

মহাদেবী। পাচ্ছিনা। চোখ ঘুলিয়ে এসেছে।' স্কন্দ, পালা পালা, এরা বিষ খাইয়ে মারবে। ঈশ্বর! একবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। একবার তার চাঁদমুখখানি—স্কন্দ কাছে আয়, আয় বাবা, আমার বুকে আয়। (হস্ত প্রসারণ)

স্কন্দগুপ্ত। মা! মা! আঁখি মেল, চেয়ে দেখ, স্কন্দ এসেছে। যা সব শেষ, দীপ নিবে গেল, আমার মা বলা ফুরাল, করুণায় বিগলিতা, স্নেহের নির্ঝরিণী মা আমার। ভারতের ভাগ্য বিধাত্রী, রাজ-রাজেশ্বরী মা আমার, আজ তোমার এই পরিণাম। না, এ কান্নার সময় নয়, স্নেহ না ক্ষমা? পুরুর ছিন্নশির, না বিমাতার উত্তপ্ত রক্ত! প্রতিহিংসা, মাতৃ-হত্যার প্রতিহিংসা! ওঃ ওঃ। (বুকের উপর চাপিয়া পড়িল) মা! মা!

অনন্তা। যাও এখান থেকে বেরিয়ে যাও, রাজ্য পুরুর, তোমার নয়।

স্কন্দগুপ্ত। যাব, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে সংসার হ'তে বিমাতার উচ্ছেদ করে দিয়া যাব বৈমাত্রেয় ভ্রাতার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডের উপর মায়ের আঙরার বিছানা বিছিয়ে যাব। এক দিন মনে করেছিলাম, বিমাতার আশীর্ব্বাদই সংসারে সবচেয়ে বড় কাম্য, বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্নেহলাভই মানুষের শ্রেষ্ঠ উপাস্য ভেবেছিলাম, আকাঙ্ক্ষায় যে হিংসার উৎপত্তি, প্রাপ্তিতে তার নিবৃত্তি. তাই এত বড় এই বৃহৎ ভারত-সাম্রাজ্য হাসিমুখে তোমাদের দিয়ে গিয়াছিলাম, রক্ষাও করছিলাম কিন্তু এতোতেও তোমাদের তৃপ্তি হয় নি, স্নেহদৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারি নি।

পুরগুপ্ত। আমায় ক্ষমা কর ভাই।

স্কন্দগুপ্ত। ক্ষমা? না, তোমাদের ক্ষমা করবনা আমার ভাই হলেও সে আমার মাতৃহন্তা, সে আমারও হন্তা; আজ আমি পাষাণে বুক বেঁধেছি। প্রতিহিংসা, শুধু প্রতিহিংসা।

অনন্তা। তবে কি করবে?

স্কন্দগুপ্ত। কি করব, এখন তা ভেবে ঠিক্ করতে পারিনি, তবে একটা কিছু করব তবে এমন একটা করব যে সে পৈশাচিক কাণ্ড রাণী অনন্তাদেবীও কখন কল্পনা করতে পারিনি, তেমন বীভৎসতা কেউ কখন দেখাতে পারিনি। ক্ষমা! হাঃ হাঃ, প্রতিহিংসা শুধু প্রতিহিংসা! ওঠ, স্কন্দ জলে ওঠ্ বিশ্বদাহী অগ্নির ন্যায় জলে ওঠ, রক্ত লোলুপ ক্ষুধিত শার্দ্দুলের ন্যায় প্রতি হিংসায় অন্ধহয়ো যা, প্রতিহিংসা শুধু প্রতিহিংসা রক্ষী! প্রহরী!

অনন্তা। কেউ নাই। আমার বিনানুমতিতে এখানকার একগাছি তৃণও তোমার সাহায্য করবে না।

স্কন্দগুপ্ত। এতদূর! তা'হলে এ কাজ আমাকেই করতে হবে।

(দুইজনকে দুইহাতে লইয় চলিয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

ধরসেনের কক্ষ।

ইন্দ্রলেখা

গীত

ওগো অন্তরে বাহিরে, কি গভীর প্রীতি নিয়ে,
রয়েছ সতত ঘিরে।
কত ভাবি কত রূপে, আসি পাশে চুপে চুপে,
সুধা ধারা ঢালি প্রাণে, ভাসাও আনন্দ নীরে॥
কামনা চঞ্চল চিতে, পারিনে কভু ধরিতে
এসে তুমি নিরভিতে, কত নিশি গেছ ফিরে॥
আজি কামনা গিয়েছে ছুটি শত শশী সমফুটি
উঠেছ ভুবন ভরি বিমোহিয়ে এ আঁখিরে॥

ইন্দ্রলেখা। দিন নয় মাস নয়, বর্ষ নয়, জীবনটা কাটিয়া দিতে হবে শুধু তাঁর ধ্যানে আর স্মৃতিতে। সকাম প্রেমকে নিষ্কাম করা, আরাধ্যের আরাধনায় নিমগ্ন হয়ে থাকা, এই সতী সাবিত্রীর দেশে সে কি একটা বড় অসাধ্য সাধনা? তবে হৃদয় ভেঙ্গে যায় কেন? পৃথিবী শূন্য মনে হয় কেন, না এ প্রেম আমি দমন করব।—যেখানে সাধনা, সেখানেই সিদ্ধি। মা মহেশ্বরি! তোর শক্তির কণা মাত্র আজ আমি ভিক্ষা চাইছি—

(ধরসেনের প্রবেশ)

ইন্দ্রলেখা। দাদা! খিঙ্খিল ভারত আক্রমণ করতে এসেছে?

ধরসেন। হাঁ,—এসেছে বিপুল আয়োজনে।

ইন্দ্র। তুমি কোন পক্ষ অবলম্বন করবে?

ধরসেন। কেন আমি কি এতই কাপুরুষ যে, একটা পক্ষ না নিয়ে আর যুদ্ধ করতে পারি না।

ইন্দ্রলেখা। না, পার না। সে শক্তি তোমার নাই। বল, কোন পক্ষ গ্রহণ করবে?

ধরসেন। কোন ভগিনীরই উচিত নয়, তার ভাইয়ের কৃত কর্ম্মের কৈফিয়ৎ চাওয়া—বিশেষতঃ—

ইন্দ্রলেখা। যখন আমি ছোট! উত্তম। দাদা! তোমার ধর্ম্মের চেয়ে তোমার দেশ বড়, জাতির চেয়ে বিজাতী বড়। আমি চল্লাম্।

(প্রস্থানোদ্যতা)

ধরসেন। দাঁড়াও যদি আমি খিঙ্খিলের পক্ষই গ্রহণ করি?

ইন্দ্রলেখা। করি নয় করবে। কিন্তু আমার অভিপ্রায়ও আমি অপূর্ণ রাখব না—।

ধরসেন। কি তোমার অভিপ্রায়?

ইন্দ্রলেখা। স্কন্দগুপ্তকে সাহায্য করা —।

ধরসেন। (সক্রোধে) ইন্দ্রলেখা!

ইন্দ্রলেখা। জানি, এ আচরণে তুমি সন্তুষ্ট হবে, না. তবু বাধ্য হয়ে আমাকে এই পথ নিতে হবে।

ধরসেন। এই কি তোমার উচিত কর্ত্তব্য ?

ইন্দ্রলেখা। শুধু কর্ত্তব্য নয়, ধর্ম্ম।

ধরসেন। ভাইয়ের বিপক্ষে যাওয়া ধর্ম্ম ?

ইন্দ্রলেখা। এতে ভাইয়ের বিপক্ষগামিতার জন্য অধর্ম আছে যৎ-সামান্য, কিন্তু ধর্ম্মের সহকারিতার জন্য পুণ্যও আছে অনন্ত—। না এ কর্ত্তব্য হ'তে আমি ভ্রষ্টা হব না—।

ধরসেন। কি উপায়ে করবে ?

ইন্দ্রলেখা। অর্থে সামর্থ্যে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু পারি, ততটুকু সাহায্য করব।

ধরসেন। স্বীকার করলাম,মাতৃ-অর্থের না হয় তুমিই একমাত্র অধি-কারিণী কিন্তু সামর্থ্য তোমার কোথায় ? তুমি নারী শক্তিহীনা।

ইন্দ্রলেখা। নারী শক্তিহীনা ? আশ্চর্য্য ! ধর্ম্মে দেশ-প্রাণতায় এই শক্তিহীনাদের কতই না শক্তির পরিচয় পুরাণে ইতিহাসে পরিবর্দ্ধিত রয়েছে। দাদা! আমি দেশের প্রজাশক্তিকে জাগিয়ে তুলব, তুমি সাবধান।

ধরসেন। কি বলে জাগিয়ে তুলবে ?

ইন্দ্রলেখা। তাদের এই বলে জাগিয়ে তুলব,স্কন্দ মহৎ, তুমি ক্ষুদ্র, তুমি দেশের শত্রুকে ডেকে এনেছ,তিনি শত্রুর শক্তিকে প্রতিহত ক'রবার চেষ্টা করছে। তুমি ভূস্বামী, তিনি সম্রাট, ন্যায় ধর্ম্ম তাঁর দিকেই, অন্যায় অধর্ম্ম তোমার দিকে।

(ধরসেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

দাদা! এ উন্মত্তের প্রলাপ নয়, অবসর বিনোদনের চিন্তা নয়। তাদের বিবেকে ও ধর্ম্মে জ্ঞানে ও কর্ম্মে যে নিদ্রিত শক্তি অদ্র ভেদ করে

উঠবে, তা তোমার বৃত্তিভোগী সৈন্যদের চেয়ে যথেষ্ট পর্য্যাপ্ত। ভাব্‌ছ এ পারব না, খুব পারব।

ধরসেন। তোমার সাহস অদ্ভুত, শক্তিও অসীম, তুমি পারবে কিন্তু আমিও কি আকাশে উদ্যান রচনা করেছি, না গ্রন্থিবন্ধনে ছিন্ন সূত্রকে দৃঢ় করিবার প্রয়াস পেয়েছি?

ইন্দ্রলেখা। তবে তাই হোক, তোমার শক্তিকেও তুমি স্তিমিত করে রেখ না, আমার শক্তিকেও আমি আবদ্ধ ক'রে রাখব না! দাদা! ভ্রাতৃস্নেহ বড় মধুর, বড় পবিত্র, তবু সে স্নেহেও আজ আমাকে আঘাত করতে হবে, কেন না সেই আমার ধর্ম্ম, সেই আমার কর্ত্তব্য।

ধরসেন। (সব্যঙ্গে) চমৎকার!

ইন্দ্রলেখা। কিসের চমৎকার?

ধরসেন। এই ধর্ম্মের আবরণে নিজের পাপ প্রবৃত্তিকে আবরিত করা, কর্ত্তব্যের অজুহাতে সিক্ত স্নেহকে বিশুষ্ক করা, চমৎকার!

ইন্দ্রলেখা। দাদা! আমি এর জন্যও প্রস্তুত হয়ে আছি; সত্য, স্কন্দ আমার ঈপ্সিত বস্তু, আর এত ঈপ্সিত যে আর কেহই তা নহে, কিন্তু এই কি তোমার একমাত্র হেতু, আমাকে তিরস্কার করবার। না,তা নয়। আমার একটা উক্তিও কি অযৌক্তিক আছে? শৌর্য্যে চরিত্রে কে তার গুণে মুগ্ধ নয়? তোমাকে তিরস্কার করছি, সেই লালসার উত্তেজনা হয়ে নয়,তাকে পাবার প্রয়োজনে নয়; শুধু উজ্জ্বল কষিত কাঞ্চনের ন্যায় তোমাকে দেখবার জন্য। দাদা! এই হেয় যুদ্ধ হতে নিজকে নিষ্কৃতি দাও।

ধরসেন। দেব; স্কন্দের রক্তাক্ত মস্তকের উপর, স্বাধীনতার তরে সিংহাসন স্থাপন করবার পর, এখন নয়।

[দুইজনের দুইদিকে প্রস্থান]

২।

কারাগার।

সোমেশ্বর।

সোমেশ্বর। সূর্য্য পৃথিবীর কাছে বিদায় নিয়েছে, সোমেশ্বরও নেবে। সূর্য্য আবার উদয় হবে, সোমেশ্বরও আবার জন্মগ্রহণ করবে, এই আশা ও যাওয়ার ভিতর দিয়াই ত কত জন্ম কেটে গেল, তাতে কোন দুঃখ নাই। তবে এক দুঃখ, প্রেম ও পবিত্রতায় শুভ্র-স্নাত বর্ণে গন্ধে আমোদিত আমার পর্ণ কুটীরে আমি মরতে পাল্লাম না। [ইতঃস্তত পরিভ্রমণ] মাত্র রাত্রিটুকু, তারপর কোথায় কোন অজানা দেশে চলে যাব। প্রভাতের বিহগ ঝঙ্কার, সায়াহ্নের অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমছটা, এসব আর প্রাণে স্বপ্নের মোহময় ইন্দ্রধনু রচনা করবে না। মা জন্মভূমি! কোটি কল্পের আরাধ্য দেবি! মরণের তীরে দাঁড়িয়ে আজ তোমাকে মনে পড়ছে, বিপদে বন্ধুর ন্যায় নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের ন্যায়। (ইতঃস্তত পরিভ্রমণ) শতানীক এতদিন স্কন্দকে নিহত করেছে; সম্রাজ্ঞী হয় ত এতদিন মহাদেবীকে—কে ঘাতক? এস আমি প্রস্তত হয়েই আছি।

[শতানীকের প্রবেশ]

শতানীক। আমি ঘাতক নই।

সোমেশ্বর। কে তুমি?

শতানীক। চিনিতে পারছ না, আমি শতানীক।

সোমেশ্বর। ও, সম্রাজ্ঞী তা হলে তোমাকেই হত্যা করতে নিযুক্ত করেছেন।

শতানীক। আমি তোমাকে হত্যা করতে আসিনি—

সোমেশ্বর। তা হলে নিশ্চয়ই তার চেয়ে একটা নিশ্চয় কিছু ভয়ঙ্কর করতে এসেছ।

শতানীক। সোমেশ্বর! আমি অপরাধীর পোষাক পরেই সংসারে এসেছিলাম, বিদায়ও নিতে এসেছি অপরাধীর পোষাক পরে।

সোমেশ্বর। কে তোমার কৈফিয়ৎ চাচ্ছে শতানীক!

শতানীক। অভিমান কেন বন্ধু, সময়ের গতিতে, কার্য্যের বিভিন্নতায় যা করতে গিয়েছিলাম—

সোমেশ্বর। শতানীক! আমি অপরাধ করেছি সত্য,—কিন্তু এত অপরাধ করি নি যে, মৃত্যুর আদেশ দিয়েও তোমরা নিশ্চিন্ত হচ্ছ না। দুঃখ-যন্ত্রণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে বলে নয়, যাচ্ছে—

শতানীক। আর তুমি কি বুঝবে ব্রাহ্মণ, কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রনায় আমি অহরহ বিদ্ধ হচ্ছি। আমার চারিপার্শ্বে প্রজ্জ্বলিত অনল—পুড়ছি না ত শুধু ঝলসে যাচ্ছি।

সোমেশ্বর। তোমার অভিপ্রায় কি শতানীক?

শতানীক। শুদ্ধ তোমার মার্জ্জনা।

সোমেশ্বর। চাইতে—পারছ?

শতানীক। জানি এ খুবই কঠিন, তবু চাইছি, আমার মহাজন কূপ নয়—মহাসমুদ্র।

সোমেশ্বর। না, আমি স্কন্দের হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারি না, কিছুতেই না।

শতানীক। স্কন্দ জীবিত—

সোমেশ্বর। হত্যা কর নাই?

শতানীক। হত্যা দূরের কথা, স্কন্দের অমঙ্গল আশঙ্কাতেও যথেষ্ট আহত হই।

সোমেশ্বর। না, এসব মিথ্যা প্রবঞ্চনা। শতানীক! এসব তোমার —বিদ্রূপ বলে মনে হচ্ছে।

শতানীক। আমায় বিশ্বাস কর বন্ধু '

সোমেশ্বর। নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করে ?

শতানীক। বেশ, বিশ্বাস না কর, আমার অভিপ্রায় আমাকে প্রকাশ কর্‌তে দাও।

সোমেশ্বর। কেন কি প্রয়োজনে ? আমি তোমার কে ?

শতানীক। কে নও ? সর্ব্বস্ব। শিক্ষায় গুরু, স্নেহে ভাই, ক্রীড়ার সহচর। স্কন্দ ও তুমি আমার হৃদয়াকাশে চন্দ্র সূর্য্য, আমার গর্ব্ব ও গৌরব। আমি মথুরায় গিয়াছিলাম স্কন্দকে হত্যা কর্‌তে,নয় রক্ষা কর্‌তে।

সোমেশ্বর। এই মুমূর্ষ ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে বলছ ?

শতানীক। তোমার পাদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি,আমার এক বর্ণও মিথ্যা হবে না।

সোমেশ্বর। বেশ বল !

শতানীক। হূন যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর স্কন্দ এক খানা পত্র লেখে আমি মগধে ফিরে যাচ্ছি।

সোমেশ্বর। লেখে।

শতানীক। তারপর আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হই, ছোট রাণী স্কন্দকে হত্যা কর্‌বার জন্য যথেষ্ট আয়োজন করেছেন। আমি স্থির থাকতে পার্‌লাম না, মিথ্যা ও চাতুরীতে ছোট রাণীর বিশ্বাস উৎপাদন করে হত্যার ভার আমি নিজেই গ্রহণ করি।

সোমেশ্বর। তারপর—

শতানীক। স্কন্দকে মগধে আসতে নিষেধ করে আমি এবং স্কন্দও স্বীকৃত হয়।

সোমেশ্বর। শতানীক! শতানীক!

শতানীক। ফিরে এসে শুনলাম, আমার মা—মগধের জ্যেষ্ঠ রাজ-

মাতা স্কন্দকে একখানা পত্র লেখেন. তুমি শীঘ্র চলে আসবে—আমার জীবন বিপন্ন। স্কন্দের আগমন সম্বন্ধে আর আমার সন্দেহ রইল না, অথবা স্কন্দের আগমন পথে ঘাতক নিয়ে অবস্থান করতে হবে, আমার উপর সম্রাজ্ঞীর আদেশ ছিল এইরূপ। সে দিন পূর্ণিমা রাত্রি, সহসা আকাশে অন্ধকারের বন্যা এল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি শিলা প্রপাত।

সোমেশ্বর। (সাগ্রহে) তারপর তারপর ?

শতানীক। ভারতের উজ্জল অয়স্কান্ত মণি ভূলুণ্ঠিত হল, আর আমিও অপরাধীর পোষাক পরলাম।

সোমেশ্বর। (সে ৎকণ্ঠে) শতানীক! শতানীক! তুমি স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত কর।

শতানীক। ঘাতকেরা হত্যা করলে—

সোমেশ্বর। (ততোধিক সোৎকণ্ঠে) কে – কে ?

শতানীক। জালন্দরের অধীশ্বর স্কন্দের পিতৃব্য গোবিন্দগুপ্তকে।

সোমেশ্বর। তিনি সেখানে কেমন ক'রে এলেন ?

শতানীক। মগধবাসিরা—তাঁকে আহ্বান করেছিলেন সম্রাটের বিশৃঙ্খল রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য —।

সোমেশ্বর। স্কন্দ কি বল্লে ?

শতানীক। সব মনে নাই কিন্তু ঠিক সেই সময়ে পুরগুপ্ত এসে স্কন্দকে বুঝিয়ে দেয় যে, আমিই গোবিন্দগুপ্তকে হত্যা করেছি ; স্কন্দের আদেশে আমি দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হলাম। সোমেশ্বর আমি চল্লাম।

(গমনোদ্যত)

সোমেশ্বর। দাঁড়াও (তথাকরণ) আমার এখনও একটু সন্দেহ আছে—

শতানীক। কি বল ?

সোমেশ্বর। তুমি আমাকে বল নাই কেন ?

শতানীক। আপত্তি ছিল না কিন্তু তাকে নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত ছিলে যে, বিশেষ চেষ্টা করেও তোমার সাক্ষাৎ পাই নি।

সোমেশ্বর। যখন রাজ পথে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তখন বল নাই কেন—?

শতানীক। ক্রোধে তুমি এত উন্মত্ত হয়েছিলে যে বলবার অবসর দাওনি।

সোমেশ্বর। উত্তম। স্কন্দকে বল নাই কেন?

শতানীক। নিহত হবার ভয়ে স্কন্দ যে মগধে আসা স্থগিদ রাখত, এত কাপুরুষ তাকে মনে করি না। সোমেশ্বর! যদিও স্কন্দকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য আমার ব্যর্থ হয়েছে, যদিও আমি তোমার কারাকক্ষের হেতু হয়েছি তথাপি শুধু এই ভাবে আমাকে ক্ষমা কর তাই আমার উদ্দেশ্য ছিল সাধু—অন্তর ছিল পবিত্র।

সোমেশ্বর। শতানীক তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ভাই আমি পাপী মহা পাপী তাই তোমার মহৎ চরিত্রে সন্দিগ্ধ হয়েছিলাম; তুমি উদার, তুমি মহৎ, কেউ তোমাকে না চিনলেও—

শতানীক। সোমেশ্বর!

সোমেশ্বর। শতানীক!

শতানীক। ভাবছ আমি এখানে কেমন করে এলাম, স্কন্দকে হত্যা করবার জন্য ছোট রাণী অগ্রিম শতস্বর্ণ মুদ্রা দিয়েছিলেন, প্রহরীকে উৎকোচ দিয়ে আমি এখানে প্রবেশ করবার অধিকার ক্রয় করেছি। আমি যাই (দ্রুত প্রস্থান ও প্রহরীর প্রবেশ)

সোমেশ্বর। শতানীক! শতানীক! চলে গিয়েছে।

(স্কন্দগুপ্ত এক হাতে অনন্তাদেবীকে আর এক হাতে পুরগুপ্তকে লইয়া আসিল)

স্কন্দগুপ্ত। রাজ মাতা। এই অন্ধকার কারাকক্ষে তোমাকে আনিয়াছি

বন্দী করে রাখব। আর পুরু! তুমিও অদ্যে পরিত্রাণ পাবে না। প্রহরী! কারাকক্ষের দ্বার উন্মোচন করে যাও। (প্রহরী তথাকরণ) যাও। একি! সোমেশ্বর তুমি! তুমি কারাকক্ষে!

সোমেশ্বর। এই এঁরা মাতা পুত্রে আমাকে একটু দয়া করেছিলেন। রাজমাতা কাজটা অনেক দূর গুছিয়ে এনেছিলেন কিন্তু রাখতে পারলেন না। রাজমাতা! কুমার! তোমরা সোমেশ্বরের অভিবাদন গ্রহণ কর।

স্কন্দগুপ্ত। না, এও তোমাদের যোগ্য স্থান নয়। কিন্তু কি করব, আপাততঃ এর চেয়ে কোন যোগ্য স্থান খুঁজে পাচ্ছি না।

সোমেশ্বর। এদের ক্ষমা কর ভাই।

স্কন্দগুপ্ত। আমার মাতৃ-হন্তাদের?

সোমেশ্বর। হাঁ—ক্রোধ এখন করুণায় পরিণত হয়েছে। এরা ঘৃণার পাত্র নয়, অনুকম্পার পাত্র।

স্কন্দগুপ্ত। না এদের প্রতি এতখানি অনুকম্পা দেখাব না। যে ভুল করে একদিন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে চলে গিয়াছিলাম, এদের হত্যা করে সেই ভুলের আজ কতকাংশ পরিশোধ করবো।

সোমেশ্বর। মহাপ্রাণ স্কন্দগুপ্তের কি আজ এতদূর অধঃপতন হয়েছে যে মাতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা করতে একটুও ইতস্ততঃ করবে না।

স্কন্দগুপ্ত। হ্যাঁ, যে স্কন্দগুপ্ত একদিন মহত্বের উপসক ছিল, সেই স্কন্দ আজ শঠতায় আশ্রয় নিয়েছে। শয়তানকে আত্ম বিক্রয় করেছে। এরা মাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, তোমাকে কারাকদ্ধ করেছে, আমি এর উপযুক্ত শাস্তি দেব।

সোমেশ্বর। করলেই বা মাকে হত্যা আর করলেই বা বন্দী। তাতে কি এসে যায়? এদেহ কদিনের জন্য, পৃথিবীর সঙ্গে এর কতটুকু পরিচয়? এতদিন যে মহত্বের উপাসনা করে এসেছ, আজ শুধু

কি একটা ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে সেই সযত্ন লব্ধ সাধনাকে নষ্ট করে দেবে

পৃথিবীতে কি কেবল হিংসাই আছে, ক্ষমা নাই ? দ্বেষ আছে, স্নেহ নাই ?

স্কন্দগুপ্ত। দুইই আছে। আমি স্নেহ ত্যাগ করে শাসনকে নিয়েছি।

সোমেশ্বর। কেন, কিসের জন্য ? হত্যার প্রতিশোধ,হত্যা নয়,ক্ষমা। এরা মূর্খ অনভিজ্ঞ তাই কি নিয়ে কি দিয়েছে। মহত্ব খুইয়ে সিংহাসন নিয়েছে। ধর্ম্ম ত্যাগ করে অধর্ম্মকে বরণ করেছে, এর চেয়ে শাস্তি জগতে আর কিছুই নাই। যে মানুষ শয়তান করে, অধর্ম্মকে ডেকে আনে,যে মাতৃহত্যা কর্‌তে পরামর্শ দেয় ভ্রাতৃহত্যা কর্‌তে উত্তেজিত করে, সে কি এত প্রবল হবে যে মহত্বকে চেপে রাখবে ? এই ত জীবন ? এইত তার স্থায়িত্ব ? এদের ক্ষমা কর ভাই !

স্কন্দগুপ্ত। যাও রাজমাতা—যাও পুরু,আমি তোমাদের ক্ষমা কর্‌লাম।

(উভয়ের প্রস্থান)

সোমেশ্বর—!

সোমেশ্বর ভাই—　　　(আলিঙ্গন ও প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

স্কন্দগুপ্ত ও সভাসদ্‌গণ।

স্কন্দগুপ্ত। সভাসদগণ! আমাত্যপ্রধান! পুরু ও তার মা, অনন্তাদেবীকে মুক্ত করে দিয়ে আমি আপনাদের অপ্রিয়ভাজন হয়েছি, সে আমার দুর্ভাগ্য।

সামন্ত। যদি অনুমতি হয়—

স্কন্দগুপ্ত। নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার অভিপ্রায় আপনি প্রকাশ করুন।

সামন্ত। অপরাধ মার্জ্জনা হোক। হূণের রাজচরিত্র হৃদয়জলধারা

আমাদের শক্তির অতীত, কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হ'ল ?

স্কন্দগুপ্ত। আরক্ত চক্ষুই দুর্জ্জনের একমাত্র যোগ্য প্রাপ্য নয়, উন্মুক্ত তরবারিই শাসনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ নয়—এই অভিপ্রায়ে।

১ম সভাসদ। উত্তম। কিন্তু সে আদর্শ যাদের কেবলমাত্র জীবনে একবার পদস্খলন হয়েছে তাদের, অন্যের নহে। সম্রাট শাসন শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধু স্নেহই কোন রাজ্যকে শ্রীসম্পন্ন করতে পারে না।

স্কন্দগুপ্ত। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেও ত আমি অনেকবার এই পথে শাসন শক্তিকে পরিচালিত করেছি, তখন ত আমি আপনাদের বিরাগভাজন হই নি।

২য় সভাসদ। কিন্তু এত ক্ষতিগ্রস্তও কি মগধ আর কারুর কাছে হয়েছে ? কাকে স্নেহে শাসন করবেন ? ছোট রাজকুমারকে ? যার জীবন দৌরাত্ম্যের নামান্তর, ব্যভিচারের জন্মাগার, যার নিঃশ্বাসে প্রলয় দৃষ্টিতে অগ্নি, মৃত্যুর আর্ত্তনদেই যার উল্লাস, স্বেচ্ছা-চারিতাই যার জীবনস্পন্দন তাকে রক্ষা করলে, শুধু শাসন দণ্ডকে শিথিল করা যায় না—ধর্ম্মের ও প্রত্যবায় ঘটে।

স্কন্দগুপ্ত। আপনাদের এই যোগ্য উক্তিরও যেমন আমি সমর্থন করি, মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক সদ্‌বৃত্তিতেও তেমনই আমি বিশ্বাস রাখি। সামন্তগণ! সভাসদগণ! কারাকক্ষ পূর্ণ করাই কি রাজ্যের গৌরব যুগের ইতিহাস ? তা নয়। পুণ্য কি চিরদিনই পাপের পদ-লেহন করবে ? না আত্মার শাসনের চেয়ে কারাগারের শাসন অধিক যন্ত্রনাপ্রদ ? (সকলেই নীরুত্তর) উন্মুক্ত কৃপাণে আমি তাদের জড় দেহটাকেই আবদ্ধ করে রাখতে পারি কিন্তু সুস্থ সবল ক'রে গড়ে তুলতে পারিনে। অত্যাচার উৎপীড়ন এ সকল মানুষের মজ্জাগত

ধর্ম্ম নয়, মানুষ ত্যাগের শিষ্য স্নেহের দাস, প্রেমে তার জন্ম, প্রণয়ে তার কুটীর, সততাই তার শাসক।

সভাসদ। এ একটা শুদ্ধ সুন্দর অনুভূতি—একটা বিলাস।

স্কন্দগুপ্ত। না এ বিলাসও নয়, অনুভূতি নয়, ইহাই শাসনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। সামন্তগণ! অমাত্যপ্রধান! হূন এসেছে আমাদের এই দেশকে জয় কর্ত্তে, দেশেরপ্রতি একা আমারই কর্ত্তব্য নাই—আপনাদেরও আছে, আসুন আমরা এখন ব্যক্তিত্বের ত্রুটি বিচ্যুত বিস্মৃত হয়ে এখন হূনযুদ্ধে আত্মনীয়োগ করি। যখনই দেশ শত্রু শূন্য হলে—

সভাসদ। আমরা উভয়কে যথা উপযুক্ত শাস্তি দেখলে, আবশ্যক হয়ত প্রাণও দেব। অন্যথা—

স্কন্দগুপ্ত। শুনুন।

সভাসদ। আমরা কারাবাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

স্কন্দগুপ্ত। উত্তম। আমি আপনাদের দয়ার ভিখারী নই। দেশের জন্য মৃত্যুকে বরণ করা কারুর সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। কোষাধ্যক্ষ!

কোষাধ্যক্ষ। দাস চরণে প্রণিপাত করছে (নিকটে আগমন)

স্কন্দগুপ্ত। রাজকোষ?

কোষাধ্যক্ষ। রাজকোষ কপর্দ্দক শূন্য।

স্কন্দগুপ্ত। কপর্দ্দক শূন্য?

কোষাধ্যক্ষ। রাজভাণ্ডারে রাজস্ব আসে না!

কোষাধ্যক্ষ। প্রজারা ছোট রাজকুমারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে কর প্রদান করা স্থগিত রেখেছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। হূনরাজ মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। গোপাদ্রি-

শিলের মূলে সংস্থাপিত মগধসৈন্য তাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হয় নাই।

স্কন্দগুপ্ত। সামন্তগণ! সভাসদগণ! আমি আপনাদের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করছি, এখনও কি আপনাদের ক্রোধ কর্ত্তব্যকে অতিক্রম করবে? একজনের অপরাধে কি প্রাণ হতে প্রিয় জন্মভূমি পরপদানত হবে আর আপনারা কি তাই দাঁড়িয়ে দেখবেন। বলুন বর্ব্বর হুনশক্তি কি এত বলদৃপ্ত হয়েছে যে আর্য্যের মহাশক্তিকে চূর্ণ করে দিয়ে যাবে বলুন, এ অভিমানের সময় নয়, ক্রোধের সময় নয়, এ আহুতির সময় জীবনের জন্য প্রভাত অরুণোদয়।

(২য় দূতের প্রবেশ)

২য় দূত। সৌরাষ্ট্রেশ্বর খিঙ্খিলের বশ্যতা স্বীকার করেছে।

(৩য় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। আর এক সংবাদ আছে। আনর্ত্তের সঙ্গে মালব প্রদেশও সাম্রাজ্য হতে বিছিন্ন হয়েছে।

স্কন্দগুপ্ত। এই আমি আর্য্য সমুদ্রগুপ্তের গরুড়ধ্বজ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, মালব ও আনর্ত্ত পুনরধিকার না করে আর এখানে আমি প্রবেশ করব না।

(শতানীকের প্রবেশ)

শতানীক। প্রত্যাখ্যাত শতানীক আবার মগধ সম্রাটকে অভিবাদন করতে এসেছে। সম্রাট! মগধের সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠান দুর্গে একত্রিত হোন। প্রতিষ্ঠান দুর্গ সম্রাটের হস্তচ্যুত হ'লে নর্ম্মদা হতে জাহ্নবী, জাহ্নবী হ'তে হিমালয় পর্য্যন্ত হুনগণের বিজয় ঘোষণা করবে।

স্কন্দগুপ্ত। শতানীক নিশ্চয়ই আর একটা কোন শয়তানী মতলব নিয়ে এখানে প্রবেশ করেছ?

শতানীক। ঈশ্বর সাক্ষী। আমি সদুদ্দেশ্যেই এখানে প্রবেশ

করেছি ! সম্রাট ! রাজ্যের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক । প্রতিষ্ঠান দুর্গ হস্তগত করবার জন্য মগধের দ্বিতীয়া রাজমাতা রাজা ধরসেনের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, যত শীঘ্র পারেন—

স্কন্দগুপ্ত । যার জন্যই একটা—না আমার পিতৃব্যহন্তাকে আমি বিশ্বাস করি না । যাও দূর হও বেরিয়ে যাও ।

শতানীক । যাচ্ছি　　(গমনোদ্যত)

(সোমেশ্বরের প্রবেশ)

সোমেশ্বর । যেও না, দাঁড়াও । সম্রাট ! সোমেশ্বর ও বিদায় চাচ্ছে ।

স্কন্দগুপ্ত । সেকি সোমেশ্বর ?

সোমেশ্বর । না আর এখানে নয়, যেখানে বিগ্রহের চেয়ে মন্দিরের সমধিক সমাদর সেখানে থাকতে সোমেশ্বর ঘৃণা বোধ করে। আমি চল্লুম । (প্রস্থানোদ্যত) হাঁ যাবার পূর্ব্বে একটা কথা বলে যাই শতানীকের দ্বারা তোমার পিতৃব্যের হত্যা অনুষ্ঠিত হয় নাই । হয়েছে দুইজন ঘাতকের দ্বারা । আর তাদের নিয়ন্ত্রী ছিলেন রাণী অনন্তাদেবী, তোমাকে রক্ষা করাই ছিল শতানীকের উদ্দেশ্য কিন্তু একহতে আর এক হয়ে গিয়েছে তাই শতানীক আজ ঘৃণ্য, লোক চক্ষে অবজ্ঞেয় কিন্তু সে মহৎ, আর এর মহৎ বুঝি দেবতারাও তত নহেন ।

স্কন্দগুপ্ত । সোমেশ্বর ! ভাই !

সোমেশ্বর । না আমাকে ফেরাতে পারবে না । সম্রাট ! কেমন করে এই হুন আক্রান্ত ভারতকে রক্ষা করবে এতক্ষণ এই আলোচনাই করছিলে, কিন্তু ভারত আক্রান্ত আজ হয় নাই, হয়েছে যেদিন হতে অধিকার বংশগত হয়েছে, আভিজাত্য মহত্বকে স্থান চ্যুত করতে শিখেছে সেই দিন । ব্রাহ্মণ ! হ'য়ে ও যে আভিজাত্য আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি তা সম্রাটকে পেরেছে ; অথচ বাঙ্গালার এমনই একটা মহ-

ব্রাহ্মণবংশে আমি জন্মেছি। (শতানীক ও সোমেশ্বরের প্রস্থান)

স্কন্দগুপ্ত। সোমেশ্বর নাই, শতনীক নাই অথচ এখনও আমি নিষ্প্রাণ হই নাই। না ভাবব না, মগধের ধ্বংস চিন্তাও আমার অন্তরে উদয় হয়েছে। সামন্তগণ! সভাসদগণ! আপনাদের প্রতি আর আমার অভিযোগ নাই। (উদ্ভ্রান্তভাবে পাদচরণ) সোমেশ্বর ও শতানীক, শতানীক আর সোমেশ্বর, উঃ! কি বন্ধুযুগলই আজ আমি হারালাম। না যে উপায়েই হউক আমাকে এ চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। কে—এ—(ইন্দ্রলেখার প্রবেশ)

ইন্দ্রলেখা। সম্রাট! (আবরণ উন্মোচন) আমি এসেচি আপনাকে সাহায্য করতে।

স্কন্দ। তুমি আমাকে সাহায্য করবে?

ইন্দ্রলেখা। শুধু আমি নহি—সমগ্র মথুরাবাসীরাও করবে

স্কন্দ। সত্য তাঁরা এ বিপদে আমাকে সাহায্য করবে?

ইন্দ্রলেখা। ভারতে কে এমন আছে যে মহাপ্রাণ স্কন্দগুপ্তের নামে জীবন উৎসর্গ করলে নিজেকে না ধন্য মনে করবে।

স্কন্দগুপ্ত। ভাল এককজনও যে আমার শুভ কামনা করে—মৃত্যুর পূর্ব্বে এ কথা জেনেও মরতে পারব। কিন্তু আজ আর এর আবশ্যক নাই। আমি নিঃস্ব, নির্ব্বান্ধব সামন্ত সেনাপতি বিদ্রোহী। অথচ যুদ্ধ বেঁধেছে একটা নৃশংস জাতির সঙ্গে মরণের কি মহনায় মহোৎসব— ভ্রাতা উচ্ছৃঙ্খল, মা অসূয়া পরবশ। আমি একা আমার কেহ নাই।

ইন্দ্রলেখা। সূর্য্য এক কিন্তু দিন অসংখ্য। সম্রাট উঠুন এই দৌর্ব্বল্য পরিহার করুণ। সামন্তগণ! সম্রাট আজ শোকে আচ্ছন্ন পারিবারিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত—আপনারা সম্রাটের প্রতি দশা প্রকাশ করুন।

স্কন্দ। কে মা আপনি?

ইন্দ্রলেখা। বলতে লজ্জা হয়। ঘৃণায় উচ্চশির নুইয়া পড়ে—আমি ধরসেনের ভগ্নী—আমার ভাই আজ হৃন শিবিরে। সামন্তগণ! সভাসদগণ! জাতি যখন পরাধীনতাকে স্বীকার করছে, রাজশ্রী যখন স্তিমিত হয়ে আসছে, ধর্ম্ম যখন ধ্বংসোন্মুখী হচ্ছে—তখনও কি আপনাদের অভিমান অটুট থাকবে?

সকলে সমস্বরে। না কখনই নয়।

ইন্দ্রলেখা। তবে উঠুন, একমনে একপ্রাণে এই বিপুল হূনপ্লাবন হতে ভারতকে রক্ষা করুন। যুদ্ধে জয় হোক পরাজয় হোক সে আপনাদের বিচার্য্য নয়, শুদ্ধ আপনারা যুদ্ধ করবেন।

সকলে। শুদ্ধ আমরা যুদ্ধ করব—জয় মহাবীর স্কন্দগুপ্তের জয়।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অনন্তাদেবীর কক্ষ।

অনন্তাদেবী।

অনন্তাদেবী। হিংসার দুর্গন্ধ বিষাক্ত বাষ্প, আকাঙ্ক্ষার কটুতিক্ত উত্তেজনা ক্ষমতার দুর্জ্জয় প্রমত্ত বিক্রম, যা এতদিন অন্যের বিপক্ষে চালিয়ে এসেছি তা আজ আমাকে দংশন করছে, বড় ভয়নাক। (ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ) স্কন্দের শ্রদ্ধা, মহাদেবীর স্নেহ, আজ সব একটার পর একটা করে মনে পড়ছে আর দুঃখে ও ক্ষোভে শিউরে উঠছি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ) দোষ আমার না স্কন্দের? তার উদারতার না আমার প্রবৃত্তির? কার? (পুনশ্চ পরিভ্রমণ] ঐ ঐ মহাদেবীর রক্তবর্ণ মুখের বিকট অট্টহাসি। সম্রাটের অপলক আরক্ত দৃষ্টি। কি করিব কোথায় যাই, উঃ ভগবান্। [চক্ষু আবৃত ও উন্মোচন] এই হাস্যোজ্জ্বল

সঙ্গীত মুখর মগধ আজ কাঁদিছে। কৃষ্ণতমিস্রা স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রমাকে কে ইন্দ্রধ্বজ? [ইন্দ্রধ্বজের প্রবেশ] ইন্দ্রধ্বজ! এসব কিছু বুঝ্‌তে পারছ।

ইন্দ্রধ্বজ। কি রাণী মা?

অনন্তা। বুঝ্‌তে পারছ না যে সাহারার তপ্ত বালুরাশি অপর দিকে ছুটে আস্‌ছে; গলিত শবের দুর্গন্ধে পৃথিবী ভরে উঠেছে।

ইন্দ্রধ্বজ। (চতুর্দ্দিকে অবলোকান্তর) কৈ না।

অনন্তা। (কর্কশস্বরে) না! বুঝ্‌তে পারনি যে নারী মাতৃত্ব পরিত্যাগ করেছে, বাতাসের একটা লঘু আঘাতেও সাম্রাজ্যের সৌধ আজ কেঁপে উঠেছে?

ইন্দ্রধ্বজ। সম্রাজ্যের আবার সৌধ তার ওপর আবার বাতাসের লঘু আঘাত—না বড়ই বেয়াড়া রকমের।

অনন্তাদেবী। কি এখনও বুঝনি যে রণে সে দুর্জ্জয়, সহিষ্ণুতায় যে শৈল, যে সূর্য্যের চেয়ে উজ্জ্বল, জলপ্রপাতের চেয়েও যে প্রবল সে আজ মরতে চলেছে।

ইন্দ্রধ্বজ। কে? স্কন্দ?

অনন্তা। হাঃ হাঃ কি করে জান্‌লে, কি করে জরে জান্‌লে?

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে পরিভ্রমণ)

ইন্দ্রধ্বজ। এসব কি রাণী মা?

অনন্তা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অনুশোচনার আর্ত্তনাদ!

ইন্দ্রধ্বজ। কেন কি করেছেন?

অনন্তা। কি না করেছি? নিজের হাতে এই শান্তিস্নিগ্ধ সাম্রাজ্যটাকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়েছি। প্রেমের স্থানে অসূয়া এনেছি। স্নেহ প্রেম যা নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম, তা জলাঞ্জলি দিয়েছি;

নিজের পুত্রকে অন্যায় অধর্ম্মের পথে নিযুক্ত করেছি, হাতে মহাদেবীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি, তবু এখনও জিজ্ঞাসা কর্‌ছ, কি করেছি—ওঃ ওঃ—

ইন্দ্রধ্বজ। রাণীমা এ দুর্ব্বলতা অন্ততঃ আপনার শোভা পায় না।

অনন্তা। তা পায় না। কিন্তু কি কর্‌বো, অনুতাপের যন্ত্রণায় আজ আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ঘৃণায়, লজ্জায় নিজের মাংস নিজে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে কর্‌ছে, উঃ! যদি এ পথে না আস্‌তাম!

ইন্দ্রধ্বজ। স্থির হোন রাণীমা, স্থির হোন।

অনন্তা। হব! হাঃ হাঃ! (দ্রুত প্রস্থান ইন্দ্রধ্বজও তাহার অনুসরণ করিল)

(হস্তে একখানি পত্র লইয়া পুরগুপ্তের প্রবেশ ও পত্র পাঠ)

পুরগুপ্ত। সেই স্নেহ সম্ভাষণ,—ভাই পুরু! শত্রুরা দুর্গ দখল কর্‌বার পূর্ব্বেই দুর্গ আমাদের হস্তগত হয়েছে, কিন্তু বিপদ আমাদের সমূহ। শত্রুরা দুর্গ অবরোধ করেছে—বেরোতে পার্‌ছি না। দুর্গ আক্রমণ বেশীদিন যারতে পার্‌বে এমন মনে হয় না। আমি বিপন্ন হয়ে তোমার সাহায্য চাইচি, এ সময়ে তুমি সাহায্য না করে থাক্‌তে পার্‌বে? আমি পূর্ব্বেও যেমন তোমার স্নেহানুরক্ত ছিলাম, এখনও তেমনি আছি। ইতি স্কন্দ। এই ভাই এই ভাইকে আমি—(দূতের প্রবেশ)

দূত। খাদ্যের অভাবে সম্রাটসৈন্যেরা দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

পুর। যাও। (দূতের প্রস্থান) এরা নিযুক্ত হয়েছিল স্কন্দের মৃত্যুসংবাদ শোনবার জন্য। বাল্যে যে আমার স্নেহময় সহপাঠী, যৌবনে যে আমার অকৃত্রিম বন্ধু তার মৃত্যু—আমার এত স্পৃহনীয়—সিংহাসন তুমি সব কর্‌তে পার।

(ইন্দ্রধ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

ইন্দ্রধ্বজ। (সোল্লাসে) আর কি এযুদ্ধে যাদুকে বাঁচতে হবে না। নাচো গাও।

পুরগুপ্ত। তোমায় হত্যা কোর্‌ব। যা যাও। আমার ভিতর ঝড় বইছে। (ইন্দ্রধ্বজের প্রস্থান) উৎসব দেখতাম না, যদি তাবকের দল না জুট্‌ত। খিঙ্খিল দুর্গ অবরোধ করেছে; স্কন্দ বিপন্ন, তবু এখন আমি ক্রুদ্ধ বিক্রমে গর্জ্জে উঠ্‌ছি না। অত্যাচার খিপ্ত জাতির দর্প

প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে উঠ্‌ছি না। (পরিভ্রমণ) না, আমার কৃত কর্ম্মের আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো। এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেব। স্কন্দ। ভাই। (দ্রুত প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

প্রতিষ্ঠান দুর্গ।

খিঙ্খিল।

দুর্গাভ্যন্তরে হিন্দুসৈন্য ও বাহিরে হুনসৈন্য।

খিঙ্খিল। বীর সৈন্যগণ! প্রাণাধিক প্রিয় ভ্রাতৃগণ! আমরা অর্দ্ধাধিক ভারতবর্ষ জয় করেছি, কিন্তু সেই জয়ের সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর কর্‌ছে এই দুর্গজয়ের উপর। যেমন করে পার এই দুর্গ আমরা জয় কর্‌বো। এই দুর্গ না অধিকৃত হলে হুনজাতিকে আবার কুরুবর্ষের পথে যাত্রা কর্‌তে হবে।

সকলে। কখনই নয়—কখনই নয়।

খিঙ্খিল। ভাই সব, মনে রাখবে এ যুদ্ধ শুধু স্কন্দগুপ্তে ও খিঙ্খিলে নয়, এ যুদ্ধ কুরুবর্ষে ও ভারতবর্ষে। এযুদ্ধ শুধু যে আমাকেই জয়শ্রীমণ্ডিত কর্‌বে তা নয়, তোমাদেরও গৌরবান্বিত কর্‌বে। কর, যেমন করে পার এই দুর্গ জয় কর।

(হুনসৈন্যগণের দুর্গদ্বার ভাঙ্গিবার উদ্‌যোগ)

(ভিতর হইতে প্রস্তরবর্ষণ)

হুনসৈন্য। এই দুর্গ জয় কর্‌তে হলে—

(উপর হইতে পাথর পতিত হওয়াতে হুনসৈন্য কতক মৃত কতক আহত হইল)

২য় হুনসৈন্য। না আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না, জয় অসম্ভব।

খিঙ্খিল। পার্‌ছ না! জয় অসম্ভব? পালাও পালাও! না, তা হবে না। যদি দুর্গজয় না কর্‌তে পার তা হলে তোমরা স্কন্দের হস্তে পরিত্রাণ পেলেও আমার হস্তে পরিত্রাণ পাবে না। ভাইগণ! বন্ধুগণ! জয় জয় আমাদের অনিবার্য্য যদি আমরা প্রাণতুচ্ছ ক'রে যুদ্ধ করি।

ধরসেন। এত দেশ এত জনপদ অধিকার করেছ, আর এটা পার্‌ছ না? প্রাণের ঐকান্তিক চেষ্টায় পর্ব্বত ও স্থানভ্রষ্ট হয় আর একটা দুর্গ

জয় হবে না। কর প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা কর। সকলেই এই দুর্গ-জয়ের খ্যাতি অর্জ্জনের অধিকারী হও। (পুনঃপুনঃ শিলাবর্ষণ কতক কতক আহত)

হুনসৈন্য। উপরে শত্রুসৈন্য নিয়ে আমরা, মৃত্যু নিশ্চিত।

খিঙ্খিল। মৃত্যু? যে মৃত্যুতে সাধনা সফল হয়, জাতি গৌরবোজ্জ্বলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, সুপ্তশক্তি জাগ্রত হয়। সে মৃত্যু ত' পরম বাঞ্ছনীয়। উঠো, জাগো, প্রলয়ের জীমূতমন্দ্রে, অশনির ভৈরব গর্জ্জনে। জলধর জলকল্লোলে নেচে উঠো, জগতে ঘোষিত হোক হয় হিন্দু নয় হুন॥

সকলে। হয় হিন্দু নয় হুন।

ধরসেন। এই ত তোমাদের উপযুক্ত কথা। এক প্রাণে, এক মনে এক জ্ঞানে, এক ধ্যানে দুর্গজয়ে আত্মোৎসর্গ কর; সমগ্র পৃথিবীর সমর-শক্তি তোমাদের বিপক্ষে দাঁড়ালেও কেউ তোমাদের জয় কর্ত্তে পারবে না।

(পুনরায় দুর্গদ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা; কতক হত কতক আহত)

খিঙ্খিল। ভয় পেব না, পিছু হট না, জয় জয় নয় মৃত্যু)।

সকলে। হয় জয় নয় মৃত্যু। (দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সদল বলে হুনসৈন্যের ভিতরে প্রবেশ)

স্কন্দ। (রক্তাক্ত কলেবর বাহিরে আসিয়া) ঐ বিপক্ষদের জয়ধ্বনি। ঈশ্বর! এত আজ আমাকে শুনতে হোলো। (স্কন্দগুপ্ত পড়িয়া গেল।

(বেগে ইন্দ্রলেখার প্রবেশ)

ইন্দ্রলেখা। কৈ স্কন্দ? কোথায়? (চতুর্দ্দিকে আলোকন ও স্কন্দগুপ্তকে দেখিতে পাইয়া তরবারি ফেলিয়া দিয়া) স্কন্দ! প্রাণেশ্বর! (বুকের উপর মস্তক স্থাপন, পরে কোলের উপর স্কন্দের মাথা রাখিা)

স্কন্দগুপ্ত। ইন্দ্রলেখা! কেঁদনা। আজ আমি যেখানে যাচ্ছি, একদিন সকলকেই সেখানে যেতে হবে; তবে দুঃখ এই, ভারতকে হুন-প্লাবন হ'তে রক্ষা করে যেতে পারলাম না। ঐ আদিত্য অস্ত যাচ্ছে—কি কি গরিমাময়!

(বেগে সসৈন্যে খিঙ্খিলের প্রবেশ)

খিঙ্খিল। এই যে ভারতবীর আমি তোমাকেই চাইছিলাম। ওঠো, তরবারি গ্রহণ কর। ভারতে দুই বীরের স্থান হবে না। হয় খিঙ্খিল নয় স্কন্দগুপ্ত একজনকে পৃথিবীর অবচ্যুত হতে হবে।

ইন্দ্রলেখা। তবে তাই হোক। রক্তালিপ্সু, শঠ শয়তান্ (তরবারি কুড়াইয়া লইবার উপক্রম)

স্কন্দগুপ্ত। ইন্দ্রলেখা! নারীর ধর্ম্ম হত্যা নয়, রক্ষা; হিংসা নয় প্রেম; পীড়ন নয় স্নেহ। (বেগে সসৈন্য পুরগুপ্তের প্রবেশ)

পুরগুপ্ত। সৈনাগণ! আক্রমণ কর। যে এই দস্যু খিঙ্খিলকে বন্দী কর্‌তে পার্‌বে, তাকে প্রচুর পুরস্কৃত করা হবে।

(বেগে ধরসেনের প্রবেশ)

ধরসেন। সাবধান!

ইন্দ্রলেখা। কে দাদা, লজ্জা কর্‌লো না, যাও খিঙ্খিলের পদলেহন কর গে।

(পুরগুপ্তের সৈন্যেরা খিঙ্খিলকে পরিত্যাগ করিয়া ধরসেনকে আক্রমণ করিল অন্য দিকে খিঙ্খিলের আঘাতে পুরগুপ্তের তরবারি করচ্যুত হইল।)

খিঙ্খিল। আমার প্রতিপক্ষ মহাবীর স্কন্দ তুমি নও। ভারতবীর খিঙ্খিলের শেষ অভিবাদন গ্রহণ কর। (পরে স্বীয় সৈন্যগণকে) সৈন্যগণ, আমাদের উদ্দেশ্য সফল, এস, আমরা মরুযাত্রায় আয়োজন করি গে।

(ধরসেন ও খিঙ্খিলের অনুসরণ করিল)

পুরগুপ্ত। দাদা! ভাই! আমায় ক্ষমা কর।

স্কন্দগুপ্ত। আশীর্ব্বাদ করি ভাই জয়ী হও—যশস্বী হও।

পুরগুপ্ত। দাদা!

স্কন্দগুপ্ত। দুঃখ কর না। আমি সেখানে যাচ্ছি যেখানে দেবতা মানুষকে আলিঙ্গন করে; যেখানে শান্তি আছে, শোক নাই, আমি যাচ্ছি সেখানে। এই নাও, ভাই, এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তরবারি যা পুরুষানুক্রমে অধিকারী হয়েছিলেম। জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক এর কখন অসম্মান কর না; দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে, কণ্ঠ জড়িয়ে আস্‌ছে, পুরু! আই

ইন্দ্রলেখা! বি—দা—য়। মা! জ—ন্ম—ভূ—মি—।

যবনিকা পতন।